✽ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩৩২ সংখ্যা

শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৭ (২৪ মাঘ ১৮৯২ শক) Saturday, Feb. 13, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

এন্টিফ্লজিস্টিন
কার্বাঙ্কল, শোথ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, ফোড়া বা পোড়াঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।
বিনা কাটে বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

স্থাপিত-১২৯৬
ভারত বস্ত্রালয়
ফোন: ৩৫-০৫৯৬
আধুনিকতম বিবিধ বস্ত্রের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান
১৬২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

নতুন লোকসভা গঠনের প্রস্তুতি

নির্বাচনে ১০৮১ জন প্রার্থী নিয়ে আটটি সর্বভারতীয় দল

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—লোকসভার পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে সর্বভারতীয় দলগুলি ১৯৬৭ সালের তুলনায় কম প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। ১৯৬৭ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস এবং অন্য ছয়টি সর্বভারতীয় দল মোট ১২৫৮ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন। কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ায় এবার সর্বভারতীয় দলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট।

দুই কংগ্রেস এবং অন্য ৬টি সর্বভারতীয় দল এবার লোকসভার নির্বাচনে মোট ১০৮১ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। এর মধ্যে নব কংগ্রেস ৪৪২ জন এবং আদি কংগ্রেস নিয়ে মহাজোটের প্রার্থী সংখ্যা হল ৪৫০ জন।

নয়াদিল্লি থেকে আনন্দবাজারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস ৪০টি লোকসভার আসনের মধ্যে ৩১টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলে দলের সংসদীয় বিভাগের সেকরেটারি ঘোষণা করেছেন।

মহীশূর, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি এবং গোয়ার একটি আসন ভিন্ন অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নব কংগ্রেস সমস্ত লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

বিভিন্ন রাজ্যে নব কংগ্রেসের পক্ষে যেসব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তার সংখ্যা দেওয়া হল—ওড়িশার ২০টির মধ্যে ১৯টি, আসামে ১৪টির মধ্যে ১৩টি, বিহারে ৫৩টির মধ্যে ৪৮টি, অন্ধ্র প্রদেশে ৪১টির মধ্যে ৩৭টি, গুজরাটে ২৪টির মধ্যে ২৩টি, কেরলে ১৯টির মধ্যে ৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩৭টির মধ্যে ৩৬টি, মহারাষ্ট্রে ৪৫টির মধ্যে ৪৪টি, পানজাবে ১৩টির মধ্যে ১১টি, তামিলনাড়ুতে ৩৯টির মধ্যে ৯টি, উত্তরপ্রদেশে ৮৫টির মধ্যে ৭৮টি।

আঞ্চলিক দল এবং ছোট দলগুলি মোট ৪০৪ জন প্রার্থী দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে এ'দের প্রার্থিসংখ্যা ছিল ১৪৬। এবার ১০৯৮ জন নির্দল প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন। ১৯৬৭ সালে এ'দের সংখ্যা ছিল ৮২১।

—ইউ এন আই

থানদোয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি— প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ এখানে বলেন : পাকিস্তান যদি দু'জন বিমান-দস্যুকে ভারতে ফিরিয়ে এবং বিধ্বস্ত বিমানটির জন্য ক্ষতি পূরণ না দেয়, তাহলে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

ফুলের মেলা : শুক্রবার আলিপুর হরটিকালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী। (সংবাদ ভিতরে) —নিজস্ব-চিত্র

ধর্মঘট চললে

দুর্গাপুর ইসপাত কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ব্লাসট ফারনেস ইউনিট-এর কর্মীদের ধর্মঘটের সুরাহা না হলে ওই কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। শুক্রবার কলকাতায় এই বিরোধ মীমাংসার জন্য আহূত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকটির আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর উক্ত কারখানার কর্তৃপক্ষ এই আভাস দেন।

ঐ বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের শ্রম কমিশনার শ্রী এ চৌধুরী বলেন, আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আপস-আলোচনার আর বিশেষ কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। তবে, রাজ্য সরকার নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

হিন্দুস্থান স্টিল-এর ডিরেকটর শ্রী এইচ ভায়া আলোচনার ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ধর্মঘট তাড়াতাড়ি তুলে নেওয়া না হলে সংশ্লিষ্ট চারটি ইউনিট বন্ধ করে দিতে হবে। তার ফলে কার্যত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। কারখানায় মোট শ্রমিক সংখ্যা ২৯ হাজারের মত। ব্লাসট ফারনেস ইউনিটগুলির কর্মী সংখ্যা তিন হাজারের উপর।

রাত্রে দুর্গাপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার খবর রাত্রে এখানে এসে পৌঁছলে শ্রমিককর্মীদের মধ্যে একদিকে হতাশার সৃষ্টি হয়, অন্য দিকে আই এন টি ইউ সি পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নটি তাঁদের ধর্মঘট চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প।

সংবাদদাতা আরও জানান, ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষ শুক্রবার রাত্রি থেকে কিছু অফিসারকে কারখানায় আসার জন্য ডাক দিয়েছেন। ব্লাসট ফারনেস-এর মেনটেনেনস্-এর প্রয়োজনেই তাঁদের ডাকা হয়ে থাকতে পারে মনে করা হচ্ছে।

কলকাতা থেকে স্টাফ রিপোরটার আরও জানাচ্ছেন, শ্রম কমিশনার জানান উৎসাহদান বোনাসের খুঁটিনাটির প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা ভেঙে যায়। সিটু পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়ন বোনাস প্রকল্পটি গ্রহণে

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

রসায়ন অনারসে গ্রেস ৪৮

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি এস-সি পারট টু কেমিস্ট্রি অনারসের প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে শতকরা ৬ নম্বর অর্থাৎ মোট ৪৮ নম্বর অতিরিক্ত দিয়ে ইতিপূর্বে প্রকাশিত ফলাফল সংশোধন করা হবে। অনারসের থিওরিটিক্যাল বা প্র্যাকটিক্যালে যেখানে যেমন প্রয়োজন ওই ৪৮ নম্বর ভাগ করে দেওয়া হবে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আনডার গ্র্যাজুয়েট কাউনসিলের (সায়েনস) সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। কেমিস্ট্রি অনারসের পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে এ বছর নানা রকম অসুবিধা হয়েছে বলেই এই অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুখপাত্র জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এত নম্বর অতিরিক্ত দেওয়ার ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম।

এ ছাড়া ওই পরীক্ষায় নানারকম অসুবিধা হয়েছিল বলে বিভিন্ন মহল থেকে যে-সব অভিযোগ এসেছে সে সম্পর্কে এক তদন্ত কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয় এদিনের কাউনসিলের বৈঠকে। অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ পি কে বসুর উপর কমিটির সদস্য মনোনয়নের

(১২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গণতান্ত্রিক দলগুলির একীকরণের কাজ শুরু হয়েছে —নিজলিঙ্গাপ্পা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—আদি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আজ এখানে দেশের সকল গণতান্ত্রিক দলকে মিলিত হয়ে "একটি দল" গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমআদর্শে বিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে একীকরণের কাজ শুরু হয়েছে।

দুই-তিন বছর একত্রে কাজ করার পর আদি কংগ্রেস ও জনসংঘ একদলে পরিণত হবে বলে শ্রীমোরারজি দেশাই যে কথা বলেছেন, সে কথা উল্লেখ করে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, শ্রীদেশাই ঐ কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনি জানেন না। ঐ দুই দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে দল দুটিকে যে কাছাকাছি এনেছে, শ্রীদেশাই হয়ত এই কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন।

আদি কংগ্রেস, জনসংঘ ও এস এস পি'র নেতারা ভোটদাতাদের কাছে শীঘ্রই যুক্তভাবে এক আবেদন প্রচার করবেন।

নব কংগ্রেসের পক্ষে মাসানীর স্ত্রী ও পুত্র

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীমিনু মাসানীর স্ত্রী ও পুত্র লোকসভার নির্বাচনে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী সুভদ্রা যোশীর জন্য প্রচার কার্য করছেন। শ্রীমতী মাসানী করছেন 'বন্ধু হিসাবে' আর তাঁর ছেলে করছে নব কংগ্রেস দলের নিয়মিত সদস্য হিসাবে।

শ্রীমতী মাসানী বলেন, তাঁর স্বামী চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের পরিবার যথার্থই গণতান্ত্রিক পরিবার।' —পি টি আই

নোয়াখালিতে গান্ধীজীকে দেওয়া জমি "শত্রু সম্পত্তি"

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—১৯৪৬-এ মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালি ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে শান্তি-পদযাত্রা করছিলেন, তখন তাঁকে একখন্ড জমি দান করা হয়েছিল। মহাত্মাজী জমিটি অম্বিকা কালী গঙ্গা দাতব্য ট্রাস্ট-এর হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

পাকিস্তান সরকার ওই জমিটি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। বামপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামি পারটির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ ভাসানি সরকারের এই কাজের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

মওলানা ভাসানি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, ফৌজী শাসনের অবসানের পর অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ওই জমি এবং ওই ট্রাস্টের অন্যান্য সম্পত্তি ট্রাস্টকে আবার প্রত্যর্পণ করা হবে। মওলানা আরও বলেছেন যে, ওই ট্রাস্ট ওই অঞ্চলে বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। করাচির 'মরনিং নিউজ' পত্রিকায় মওলানার এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

—ইউ এন আই

লরি চাপা পড়ে ২ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার রাত্রে উত্তর কলকাতায় লরির তলায় পিষ্ট হয়ে দুটি শিশু মারা যায়। তাদের একজনের নাম পালান, বয়স আন্দাজ ৭ বছর। আরেকটি মাস ছয়েকের মেয়ে। অ্যামবুলেনসে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের মৃত্যু ঘটে।

ট্রেনের কামরায় বাক্সে-মহিলার মৃতদেহ

স্টাফ রিপোরটার

হাওড়া রেল পুলিশ শুক্রবার সকালে হাওড়া স্টেশন প্ল্যাটফরমে ডাউন হাওড়া-অমৃতসর মেলের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে বাক্স বোঝাই এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে।

ট্রেনের যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর কামরাটি পরিষ্কার করতে গিয়ে একজন সুইপার বাক্সটি দেখতে পায় এবং রেল পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে বাক্স খুলে মৃতদেহটি দেখতে পায়।

আরও ৩ জন খুন, এস ডি ও'র গাড়িতে বোমা

স্টাফ রিপোরটার

গত দু-দিনে আরও ৩ জন খুন হন। ২৪ পরগনার রাজারহাটে শুক্রবার এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার রাত্রে ভাঙড় থানায় এক ব্যক্তি খুন হন। মেদিনীপুর জেলার কাঁওসা গ্রামে এক উপজাতি জনতা একজনকে বৃহস্পতিবার রাত্রে কুপিয়ে হত্যা করে। শুক্রবার বিকালে কলকাতায় শরৎ বসু রোডে ব্যারাকপুর এস-ডি-ও-র গাড়িতে বোমা পড়লে তিনি সামান্য আহত হন। বৃহস্পতিবার রাত্রে হুগলির খানাকুলে একজন বাংলা কংগ্রেস কর্মী বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত ও সাংঘাতিক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার ২৪ পরগনার রাজারহাটে জ্যাংড়া গ্রামে একটি পোড়ো বাড়িতে এক যুবকের

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বোঝানোর বিপদ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—নির্বাচন কমিশন সুস্পষ্টভাবে পোলিং অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন, সরল ও অজ্ঞ ভোটদাতাদের ভোটদানের পদ্ধতি বোঝাতে গিয়ে তাঁরা যেন ব্যালট পেপারে কোন বিশেষ জায়গা বা প্রতীকে ছাপ দেওয়ার কথা না বলেন।

কমিশন অভিযোগ পেয়েছেন, এভাবে বোঝাতে গিয়ে পোলিং অফিসাররা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। —ইউ এন আই

গঙ্গারামপুরেও ১০ মারচ নির্বাচন

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে ১০ মারচ অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গেই যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন এই কথা জানান।

গত বুধবার ওই কেন্দ্রের সি পি আই প্রার্থী ডাঃ ভূপেশ চৌধুরীর হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হওয়ার পর ওই কেন্দ্রে রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা, সে সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপালের মুখ্য-উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ বলেন, নির্বাচন যাতে শান্তি-পূর্ণ, অবাধ ও পক্ষপাতহীনভাবে অনু-

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

হঠাৎ কর্মী ধর্মঘট, মেডিকেলে ১০ ঘন্টা রোগী ভরতি বন্ধ

স্টাফ রিপোরটার

জনৈকা নারসকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক ওয়ারড থেকে পাশেই ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাসপাতালে বদলি করার প্রতিবাদে শুক্রবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কিছু সংখ্যক কর্মী হঠাৎ কাজ বন্ধ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই হাসপাতালের অন্যান্য কর্মচারীরাও তাঁদের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়। রোগী ভরতি বন্ধ হয়ে যায়। অস্ত্রোপচারও।

দশ ঘন্টা কর্মবিরতি

সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দশ ঘন্টা অচলাবস্থার পর কর্মীরা আবার কাজে যোগ দেন। রাত দশটা নাগাদ ওই হাসপাতালে গিয়ে খবর পেলাম কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও রোগী ভরতি আবার আরম্ভ হয়েছে। আজ, শনিবার সকাল থেকে অবস্থা স্বাভাবিক হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

কেন্দ্র চলতি বছরে রাজ্যকে সাড়ে সাত কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ শুক্রবার সাংবাদিকদের জানান কেন্দ্রীয় সরকার চলতি আর্থিক বছরের (১৯৭১ সালের মারচ পর্যন্ত) মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাড়ে সাত কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হয়েছেন। এই টাকা রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের গ্র্যানট ইন এড, দুর্মূল্য ভাতা প্রভৃতি বাবদ বকেয়া টাকা মেটানোর জন্য খরচ করা হবে।

শ্রীঘোষ বলেন, সরকার রাজ্য শিক্ষা দফতরকে ওই সব পাওনা বাবদ বকেয়া বিল দেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। শিক্ষকদের বকেয়া পাওনা টাকার পরিমাণ ঠিক কত তা তিনি এখনই বলতে পারেন না। তবে তা ১৫।১৬ কোটি টাকার মত হবে। তিনি আশা করেন, এ বছর নিয়ে দু বছরের মধ্যে সমগ্র টাকা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীঘোষ বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে অনেক দিনকার অভিযোগ যে, সরকার গ্র্যানট ইন এড, ডি এ প্রভৃতি বাবদ পাওনা দিতে পারছেন না। এ নিয়ে আন্দোলনও চলছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উল্লিখিত টাকা ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবে ওই সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া গেল। এ বছরের সংশোধিত এবং আগামী বছরের বাজেট ওইভাবে তৈরি করা হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, যাঁদের টাকা পাওনা আছে তাঁদের বেশীর ভাগ হচ্ছেন মাধ্যমিক শিক্ষক।

লাওসে জরুরী অবস্থা

ভিয়েনতিয়েন, ১২ ফেব্রুয়ারি—লাওস সরকার আজ সারা রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। দক্ষিণ লাওসে হো চি মিন অনুপ্রবেশ সড়কে উত্তর ভিয়েতনামী বাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের প্রবল সংঘর্ষের খবর পাওয়ায় এই জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়।

গতকাল মন্ত্রিসভায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে লাওস সরকারী বেতারে এবং সংবাদপত্রে খবরটি আজই প্রকাশিত হয়। ঘোষণায় বলা হয়, প্রয়োজন হলে লাওস সরকার অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেন।

আন্তর্জাতিক কমিশন

দিল্লি থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার খবরে জানা যায়, লাওস সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ভারত এই কমিশনের চেয়ারম্যান। তিন সদস্য ভারত, কানাডা ও পোলানড। কানাডার অনুরোধে গতকাল ভিয়েনতিয়েনে এক জরুরী বৈঠকে পরিস্থিতি আলোচিত হয়।

পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেন, কমিশন যখন গঠিত হয়েছিল তখন থেকে এখনকার অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তখন যুদ্ধবিরতি এবং ইতস্তত তা ভঙ্গের তদারকের জন্যই কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এখনকার অবস্থা যুদ্ধের। এখানে সদস্যদের পরিদর্শক হিসাবেও কোন নিশ্চয়তা নেই। নিরপেক্ষতা, আঞ্চলিক সংহতি এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সদস্যরা একমত হতে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

দীনবন্ধু স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি

শুক্রবার কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু চারলস ফ্রিয়ার এনডরুজের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ বন্ধ থাকে।

এদিন সকালে কলকাতায় এলগিন রোড থেকে একটি শোভাযাত্রা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে দীনবন্ধুর সমাধিস্থলে যায়। বিকালে সেনট পলস ক্যাথিড্রালে এনডরুজ জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান। মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আচার্য জে বি কৃপালনি।

মহাজাতি সদনে

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে আচার্য জে বি কৃপালনি

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

শুক্রবার কলকাতার মহাজাতি সদনে দীনবন্ধু এনডরুজ জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন আচার্য জে বি কৃপালনী। পাশে শ্রীকাকাসাহেব কালেলকার ও অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। —নিজস্ব-চিত্র

আজ ভবানীপুর বন্‌ধ্-এর ডাক

স্টাফ রিপোরটার

সি পি আই এম সমর্থক শ্রীদুলাল রায়ের (২৪) ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর প্রতিবাদে উক্ত দলের পক্ষ থেকে শনিবার ভবানীপুর বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শ্রীরায় এবং সি পি আই এম-এর আরেক সমর্থক শ্রীকল্যাণ সাহা গত মঙ্গলবার হরিশ পারক্-এর কাছে ছুরিকাহত হন। শ্রীরায় শুক্রবার সকালে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মারা যান।

ওই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ এ পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele- - ANANDABAZAR Cal.
Phone 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী প্রুফ দেখার জন্য একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল কর্মী আবশ্যক। অফিসের কাজও করিতে হইবে। ছাপাখানা শিয়ালদহ অঞ্চলে। বয়স, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রার্থিত বেতন ইত্যাদি বিস্তারিত জানাইবেন। বক্স নং ৯২১ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৮২৬৭)

অটোমেটিক ভিক্টোরিয়া ফ্রন্ট মেসিনে (ডবল ডিমাই) কালারের কাজ জানা অভিজ্ঞ মেসিনম্যান আবশ্যক। যোগ্যতা অনুসারে বেতন। অনুসন্ধান করুন—নালন্দা প্রেস, ১৫৯/১৬০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। (৫২০)

অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার হইতে ইচ্ছুক প্রার্থী আবশ্যক। বেতনক্রম ১৩০—২৪০, টাকা। আবেদন করুন : প্রিন্সিপ্যাল, ন্যাশনাল রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কলেজ, রাজপুরা (পাঞ্জাব)। (৫৭৮)

ডায়েল, ওয়েব্রিজ ইত্যাদি ওজনের মেসিনের কাজ জানা অভিজ্ঞ মিস্ত্রীর প্রয়োজন। এ কে রায় অ্যান্ড কোং ১৩, রাইচরণ পাল লেন, কলিকাতা-৪৬। (বিও ৪৫১৮)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

অনুমোদিত জুনিয়ার হাই এবং প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য অবিলম্বে একজন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক আবশ্যক। ২৫-২-৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন করুন। সম্পাদক, দমদম বিদ্যামন্দির, ৪ নং মর্ডিকাই লেন, কলি-২৮। (সি ৮২৭০)

এজেণ্ট-ক্যানভাসার

উত্তম কমিশনে মাজন বিক্রয়ার্থ সেলসম্যান চাই। লিখুন—'আর দে' ২৬/এ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। (সি ৮২২১)

কর্মপ্রার্থী

বি এস-সি ফার্স্ট ক্লাশ ফিজিক্সে এম এস-সি পড়ি টিউশনি চাই। ১৭, বিধান-সরণী, কলি-৬, রুম নং ৪৪। (সি ৮৬০৪)

পাত্রী চাই

বয়স ৩০ কেমিকাল প্ল্যাণ্ট ফোরম্যান মাসিক আয় ৬০০ টাকার অধিক সুপুরুষ ভবানীপুরে নিজস্ব বাড়ী কায়স্থ ভরদ্বাজ গোত্র পাত্রের জন্য সুন্দর, ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী সম্ভ্রান্ত পশ্চিমবঙ্গীয় পরিবারের পাত্রী চাই। ফটো আবশ্যক। উহা ফেরত পাঠান হইবে। ঠিকানা—মানসবাবু, পি-২১, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯। (সি ৮২২২)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটি সন্নিকটস্থ ২½ কাঠা জমিতে চারকামরাযুক্ত, স্যাঃ প্রিভি, কুয়া ও বাথরুমসহ একতল বাড়ি বিক্রয় আছে। শিবানী বসুমল্লিক। ১/১৪, ফকির ঘোষ লেন (দ্বিতল)। কলি-৩৫। (সি ৮০২৩)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

তিন কামরাযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ভাড়া। নরকুমার ঘোষ ৪৮নং সাতকড়ি মিত্র লেন, বাগমারী, কলি-৫৪। (সি ৮৪৮৭)

অফিস-গুদাম-দোকান

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার জন্য ডালহৌসি স্কোয়ার বা এসপ্লানেড এলাকা বা কাছাকাছি অঞ্চলে ৪/৫টি গাড়ি থাকিবার উপযুক্ত গ্যারেজসহ এয়ারকন্ডিশনিং বিনা আনুমানিক ১৭০০০ স্কোয়ার ফুট পরিমিত অফিস অ্যাকোমোডেশন (একই তলে বাঞ্ছনীয় কিন্তু দুইটি তলের বেশি নহে) অবিলম্বে আবশ্যক। স্থান, এলাকা, ভাড়া, ফ্লোরস্পেস ইত্যাদি উল্লেখে মালিকগণ অত্র তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে সরাসরি পোস্ট বক্স নং জিপিও ৪৭৮-এর নিকট লিখুন। ইহা বাবদ কোনো দালালী দেওয়া হইবে না। (৯১১)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

ম্যানেঞ্জারড্যাম হইয়া বহরমপুর (বেঙ্গল) ভায়া প্যাটেলনগর-এর পথে আমাদের গ্রে রং-এর সুটকেশ দরকারী খাতাপত্র পোষাকাদি সহ গাড়ির কেরীয়ার-এর উপর হইতে হারাইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সন্ধান দিতে পারিলে ৫০১, পুরস্কার দেওয়া হইবে। রামজীভাই ভওয়ানভাই অ্যান্ড কোং পোঃ লাম্ভবেল, ভায়া আনন্দ, গুজরাট। (সি ৮৩৯৫)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

রবি, বৌমা ও তোমার মা তোমার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। শীঘ্র বাড়ি এসো। টাকার দরকার হলে জানাও। শ্রীরামপদ দে, পিড়িপটি, বাঁকুড়া। (৯৫৭ এ)

মোটরকার ও লরী

ইলেকশনের জন্য জীপ ও কার ড্রাইভারসহ ভাড়া দিব। ৪৬-১৭৭৭ রুম ৬৮ ৩এ চৌরঙ্গী রোড, কলি-১৩। (সি ৮২০৭)

নাম, ঠিকানা পরিবর্তন

আমি সমীরকুমার মেউর, গত ১০।১২।৭০ তাং এফিডেভিট অনুযায়ী সমীরকুমার দাস নামে পরিচিত হইলাম। (সি ৮৬০১)

ঔষধ ও চিকিৎসক

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৪-৩৯৪০। (৭৬১৫ এ)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যান্ড ব্রাদার, ৩৪নং স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। (৭৪১৭ এ)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

জনতা স্পেশ্যালে (টুরিস্ট কোচে)

শিবরাত্রে—পশুপতিনাথ (কাঠমুণ্ডু) নেপাল ভ্রমণ যাত্রা ১৯/২ যোগাযোগ পি-৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১ ফোন—৩৪-৯৫০১। (সি ৭৮৬৬)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বিদ্যাসাগর কলেজ (দিবা)

পার্ট ১ বি-এ ও বি এস-সি পরীক্ষার ফরম ১৫ ফেব্রুয়ারি '৭১ তারিখ হইতে বি-এ অনার্সের জন্য এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি হইতে পাস-এর জন্য; এবং বি এস-সি অনার্সের জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারি হইতে এবং বি এস-সি পাস-এর জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ হইতে ইস্যু করা হইবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি '৭১ তারিখের পর পাস ফরম এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি '৭১ তারিখের পর অনার্স ফরম গ্রাহ্য হইবে না। (১১২৭)

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন

প্রস্তাবিত ১৪।২।৭১-এর সম্মেলন বন্ধ রহিল।—সম্পাদক। (সি ৮৫১৫)

রেডিও শিখুন

হাতে কলমে, ১২ মাসের কোর্স ব্যক্তিগত যত্ন। রেডিও সাউন্ড সার্ভিস (ট্রেনিং ডিপো) ১২/৩ডি, জামির লেন। (বালিগঞ্জ স্টেশন, ট্রাম/টার্মিনাস) কলি-১৯। (বিও ৪৩১৯)

সাজেশন ৯০% কমন

স্কুল ফাইনাল হইতে ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের সুবর্ণ সুযোগ। ব্যানার্জী টিউটোরিয়াল হোম ১১সি, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৮০৮২)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

স্কটীশ চার্চ কলেজ
কলিকাতা-৬

১৫ ফেব্রুয়ারি, সোমবার হইতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, শনিবার পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস বন্ধ থাকিবে। অবশ্য কলেজ অফিস ও লাইব্রেরি উহাদের নিজস্ব কাজের জন্য খোলা থাকিবে। কেবল নিম্নোক্ত পর্যায়ের ছাত্রগণকে কলেজ ফী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফরম ও ফী দাখিল করার জন্য এই নির্দিষ্ট তারিখগুলিতে তাঁহাদের ফী বুক দেখাইলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে :

প্রি ইউনিভার্সিটি (আর্টস ও সায়ান্স) বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ২টা—১৫-২-৭১ তারিখ। দ্বিতীয় বার্ষিক আর্টস (কেবল অনার্স ছাত্রগণ)...বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ২টা—১৬-২-৭১ ও ১৭-২-৭১ তারিখ। দ্বিতীয় বার্ষিক সায়ান্স (কেবল অনার্স ছাত্রগণ)...বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ২টা—১৮-২-৭১ ও ১৯-২-৭১ তারিখ।

প্রিন্সিপাল
(১০১৫)

প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

গোল পার্ক, কলিকাতা-১৯

ক্যাজুয়াল বি কম/বি এ প্রার্থীদের নিকট হইতে ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে ইউনিভার্সিটি ফি লওয়া হইবে। (৮৫৭)

আশুতোষ কলেজ

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত তারিখ মধ্যে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কলেজের প্রাপ্যাদি (বকেয়া প্রাপ্যাদি সহ) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফী আদায় দিতে হইবে :

সমস্ত ছাত্র : বকেয়া প্রাপ্যাদি সহ কলেজের যাবতীয় প্রাপ্য ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে আদায় দিতে হইবে।

যে সমস্ত ছাত্র পি ইউ এবং পার্ট ১ পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকে ১৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যে ল্যাবরেটরীর ব্রেকেজ সহ মে মাস (এই মাস ধরিয়া) পর্যন্ত বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্যাদি আদায় দিতে হইবে। তাঁহাদিগকে পরীক্ষার ফরম ইসু করার পূর্বে তাঁহাদের লাইব্রেরি, কমনরুম, এন সি সি ও হোস্টেল ক্লিয়ারেন্স দাখিল করিতে হইবে।

পরীক্ষার ফী দাখিলের তারিখ :
প্রি-ইউনিভার্সিটি ফী : ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি;
বি এ/ বি এস সি পার্ট ১ অনার্স : ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি;
বি এ/ বি এস সি পার্ট ১ পাস : ২৩, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি।

পরীক্ষার ফরম ইসু করার সময় সংশিল্ষ্ট ছাত্রগণকে অবশ্যই নিম্নলিখিত দলিলপত্র পেশ করিতে হইবে : ফী বুক, রেজিস্ট্রেশন রিসিট, পূর্ববর্তী পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ও পাস সার্টিফিকেট (অথবা মার্কসীট) এবং লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও কমনরুম ক্লিয়ারেন্স। বিজ্ঞানের ছাত্রগণকে কিট বক্স (কেমিস্ট্রি) ফেরৎ দেওয়ার জন্য বিভাগীয় প্রধানের সহিত এবং এন সি সি ছাত্রগণকে এন সি সি কিটস ফেরৎ দেওয়ার জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব অফিসারের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।

কে এন সেন
সেক্রেটারি
(১০১৪) আশুতোষ কলেজ

নোটিস

জেলা ২৪ পরগণা,
ডিঃ ডেলিগেট আদালত, আলিপুর
এ্যাক্ট কেস নং ১৬১।১৯৭০ সাকসেশান সার্টিফিকেট

শ্রীমতী ঊষারানী দে ...দরখাস্তকারী
স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ দে
সাং ২৫-বি, লেক এভিনু
থানা টালীগঞ্জ, কলি-২৬

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিণী তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী সুরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের অস্থাবর সম্পত্তি বাবদ সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য একমাত্র ওয়ারিশান বিধায় দরখাস্ত করিয়াছেন এ বাবদ কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ২-৩-৭১ তারিখের মধ্যে নিয়মিত আপত্তি দাখিল করিতে হইবে অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত একতরফা মঞ্জুর করা হইবে।

অদ্য সন ১৯৭১ সালের ৪/২ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর
সেরেস্তাদার
(সি ৮৩৬১) ৯।২।৭১

নোটিস

সংশোধনী

৬-২-৭১ তারিখে সি-৭৭১৬ সংখ্যক নোটিস বিজ্ঞাপনের তৃতীয় লাইনে "শ্রীমতী সুপ্রভা মিত্র" স্থলে শ্রীমতী শুভ্রা মিত্র পড়িতে হইবে। (১০৮২)

নোটিশ
দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস :
৩৬-এ ও বি, প্রতাপাদিত্য রোড,
কলিকাতা-২৬

(১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৬৪০-বি ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর সভ্যদের প্রতি নোটিশ)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, কোম্পানী ১লা জানুয়ারী, ১৯৭১ হইতে ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, শ্রী এস বি দত্তকে বর্তমান অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সহ মাসিক পারিশ্রমিক ১৫০০, (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হইতে বর্ধিত করিয়া ২০০০, (দুই হাজার) টাকা দেওয়ার অনুমোদন লাভের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা স্থির করিয়াছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী
১৯৭১

এ এন হালদার
চেয়ারম্যান
বোর্ড অব ডাইরেক্টরস
(১০৫১ এ)

নোটিশ
দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস :
৩৬-এ, ও বি, প্রতাপাদিত্য রোড,
কলিকাতা-২৬

(১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৬৪০-বি ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর সভ্যদের প্রতি নোটিশ)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, কোম্পানী শ্রী এস বি দত্তকে বর্তমান শর্ত এবং মাসিক ২০০০, (দুই হাজার) টাকা হিসাবে বর্ধিত পারিশ্রমিক ও বর্তমান অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সহ ২৯শে মার্চ, ১৯৭১ হইতে পাঁচ বছরের জন্য পুনরায় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদে নিয়োগ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা স্থির করিয়াছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী
১৯৭১

এ এন হালদার
চেয়ারম্যান
বোর্ড অব ডাইরেক্টরস
(১০৫২ এ)

১৯৭০ সালের কোম্পানী দরখাস্ত নং...

কলিকাতা হাইকোর্ট

আদিম অধিক্ষেত্র

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে

এবং

উক্ত আইনের ৪৩৩, ৪৩৪ এবং ৪৩৯ ধারা অনুসারে

এবং

শ্রীগোবিন্দদেও গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড—১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ব্যাখ্যানুযায়ী একটি বর্তমান কোম্পানী, এবং যাহার রেজিস্টার্ড অফিস উপরোক্ত অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলিকাতা-১ অধীন ৯ নং এজরা স্ট্রীটে অবস্থিত, তৎসম্পর্কে—

শ্রীমতী মনোরমা দেবী লোধা, শ্রীরাজেন্দ্র সিং লোধার পত্নী, সাং ন্যাশনাল টাওয়ার, ১৩, লাউডন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭

......দরখাস্তকারী

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কলিকাতাস্থ মহামান্য হাইকোর্টের এক আদেশ বলে উপরোক্ত কোম্পানী গুটাইয়া লইবার জন্য ঋণের নিমিত্ত হুণ্ডিমূলে উক্ত কোম্পানীর পাওনাদার হিসাবে ১৩, লাউডন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭ ঠিকানার শ্রীমতী মনোরমা দেবী লোধা কর্তৃক মহামান্য উক্ত আদালতে ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারী তারিখে এক দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল এবং ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ তারিখে কোম্পানী সংক্রান্ত মামলার বিচারকারী বিচারপতির এজলাসে উক্ত দরখাস্তের শুনানীর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কোন পাওনাদার, কনট্রিবিউটরী বা অপর কোন ব্যক্তি উক্ত দরখাস্ত মূলে কোন আদেশদানের সমর্থন বা বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাঁহার নাম ও ঠিকানাসহ তাঁহার নিজের বা তাঁহার অ্যাডভোকেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত তাঁহার ইচ্ছাজ্ঞাপক নোটিস দরখাস্তকারী বা তাঁহার অ্যাডভোকেটের নিকট এরূপ সময় পাঠাইবেন, যাহাতে উহা দরখাস্তের শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের অন্তত পাঁচ দিন পূর্বে দরখাস্তকারী বা তাঁহার অ্যাডভোকেটের নিকট পৌঁছে এবং শুনানীর সময় তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অ্যাডভোকেট মারফৎ এতদুদ্দেশ্যে হাজির হইবেন। নির্ধারিত খরচা আদাই দিলে কোন পাওনাদার বা কনট্রিবিউটরীকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক দরখাস্তের একটি নকল দেওয়া হইবে।

দরখাস্তের বিরোধিতা করিয়া কোন এফিডেভিট ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক

নোটিস

হইলে তাহা আদালতে পেশ করিতে হইবে এবং শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের অন্তত ৫ দিন পূর্বে দরখাস্তকারী বা তাঁহার অ্যাটর্নীর উপর উহার একটি নকল জারী করিতে হইবে।

স্বাঃ খৈতান অ্যান্ড কোং,
দরখাস্তকারী পক্ষে অ্যাটর্নী,
১-বি, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
(১০১৬ এ)

টেণ্ডার

দি এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (এগ্রি-মেকাঃ), ইস্টার্ন ডিভিসন, হাউস নং পি-১২/৭৬, কল্যাণী, নদীয়া; সার্কলিপ প্লায়ার, ফেলিয়ার গেজ, ইঞ্জেক্টর টেস্টর, টেপস অ্যান্ড ডাই, ফর্ক রেঞ্জ, মাইক্রো-মিটার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে বি এফ ২৯০৮-তে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। সম্পূর্ণ তালিকা উক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের শংসাপত্র দেখাইলে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রতি প্রস্থ ৪, টাকা দামে টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। অনুমিত বরাদ্দ :—৪০,০০০, টাকা। বায়নার পরিমাণ :—৮০০, টাকা। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে নিয়মমাফিক একটি চুক্তি সম্পাদন করিবার জন্য এই মর্মে পত্র পাইবার ১০ দিনের মধ্যে উহা সম্পাদন করিতে হইবে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশ্যে খোলা হইবে। যে কোনো টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।
৬১০(২) আইপিআর/এ/৭১
(৯৬৪)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, দামোদর ইরিগেশন সার্কেল, কানাইনাটসাল, বর্ধমান—নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য প্রকৃত ও সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারগণের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২) ও ২৯০৮-তে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। টেণ্ডারের কাগজপত্র বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিসনের এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে (উপরোক্ত অফিসারের অফিসের সহিত সংলগ্ন) ক্রয় করা যাইবে। উপরোক্ত অফিসগুলিতে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে। কাজগুলির ইন-চার্জ, এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের নিকট সাইটগুলির বিবরণ পাওয়া যাইবে। আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডিপার্টের যথোপযুক্ত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ (নিয়মানুযায়ী) টেণ্ডারের কাগজপত্র পাইবেন, কিন্তু (আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি-এর) তালিকাভুক্ত নহেন এইরূপ ঠিকাদারগণকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয়ের পূর্বে তাঁহাদের পরিচয়পত্রাদি এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে এবং উপরোক্ত অফিসারগণের যে-কোন একজনের নিকট হইতে লিখিত অনুমতিপত্র লইতে হইবে। টেণ্ডার ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিতপর প্রকাশ্যে খোলা হইবে। কাজের নাম, অনুমিত বরাদ্দ, বায়নার পরিমাণ, কাজ শেষ করার মেয়াদ, বি এফ নং ও টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে নিম্নরূপ : (১) পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানায় মাজরা ইরিগেশন স্কীম সম্পর্কে হেড ওয়ার্কস সাইটে হার্ড স্টোন বোলডার সরবরাহ (পুরুলিয়া ইরিগেশন ডিভিসন, পোস্ট ও জেলা পুরুলিয়া); ৬৭,৫০০, টাকা; ১,৬৮৮, টাকা; ৩ মাস; ২৯০৮; ৪, টাকা। (২) পুরুলিয়া জেলার আর্শা থানায় বন্ধু ইরিগেশন স্কীম সম্পর্কে হেড ওয়ার্কস সাইটে হার্ড স্টোন বোল্ডার সরবরাহ (পুরুলিয়া ইরিগেশন ডিভিসন, পোঃ অঃ ও জেলা পুরুলিয়া); ২,৪০,০০০, ৪,৮০০, টাকা; ৬ মাস; ২৯০৮; ৪, টাকা। (৩) বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানায় সালি রিজার্ভয়ের স্কীম সম্পর্কে হেড ওয়ার্কস সাইটে (রাইট ব্যাঙ্ক ইরিগেশন ডিভিঃ, পোঃ অঃ সোনামুখী, জেলা বাঁকুড়া) শক্ত স্টোন বোল্ডার সরবরাহ; ১,৫০,০০০, টাকা; ৩,৭৫০, টাকা; ৩ মাস; ২৯০৮; ৪, টাকা। (৪) চেঃ ৭৫·৫০, ১০৪·৫০ হইতে এবং ব্রাঞ্চ নং ২ হইতে যথাক্রমে ব্রাঞ্চ নং ১, ২ এবং ২এ বরাবর ডি বি সি-এর চেঃ ৬৮৭·০০ (আর বি) হইতে ওয়াটার কোর্স নির্মাণ (বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশন, কানাইনাটশাল, বর্ধমান); ১,৪৬,৬৫৬, টাকা; ৩,৬৮৮, টাকা; ৬ মাস; ২৯১১(২); ১০, টাকা। (৫) মেমারী ইরিগেশন সাবডিভিশন অধীনে একটি খালাসী শেড নির্মাণ সহ বেহুলা নদীর চেঃ ৯১০·০০-তে রেগুলেটর-কাম-কার্ট ব্রিজ নির্মাণ (লোয়ার দামোদর ইরিঃ ডিভিঃ, পি-১২, সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪); ৬১,৭১০, টাকা; ১,৫৪৩, টাকা; ২ মাস; ২৯১১(২); ১০, টাকা। (৬) মেমারী ইরিগেশন সাব-ডিভিঃ অধীনে একটি খালাসী শেড নির্মাণ সহ বেহুলা নদীর ৮০৪·৬০ চেঃ-তে রেগুলেটর-কাম-কার্ট ব্রিজ নির্মাণ (এল ডি আই ডিভিঃ, পি-১২, সি আই টি রোড, কলি-১৪); ৬২,০৫৪, টাকা; ১,৫৫৩, টাকা; ২ মাস; ২৯১১(২); ১০, টাকা। (৭) মেমারী ইরিঃ সাব-ডিভিঃ অধীনে একটি খালাসী শেড নির্মাণ সহ বেহুলা নদীর ৬৮৫·৫৫ চেঃ-তে রেগুলেটর-কাম-কার্ট ব্রিজ নির্মাণ (এল ডি আই ডিভিঃ, পি-১২, সি আই টি রোড, কলি-১৪): ৬১,৬৩২, টাকা; ১,৫৪১, টাকা; ২ মাস; ২৯১১(২); ১০, টাকা। (৮) ১৯৭০-৭১ সালে পানাগড় সেক্সন অধীনে চেঃ ০ হইতে চেঃ ২৯৯·২০ পর্যন্ত পি বি সি-এর খাত হইতে পলিমাটি অপসারণ ও সাইড স্লিপ অপসারণ (দামোদর হেড ওয়ার্কস ডিভিঃ, পোঃ অঃ দুর্গাপুর-২, বর্ধমান): ২,১৭,৪৬৯, টাকা, ৪,৩৪৯, টাকা; ৩ মাস; ২৯১১(২): ১০, টাকা।
৬১২(২)আইপিআর/এ/৭১
(৯৬৫)

টেণ্ডার

মেদিনীপুর জেলায় কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে ব্যবহারের জন্য কিছু নন-স্ট্যান্ডার্ড ফরম মুদ্রণ ও সরবরাহের নিমিত্ত মেদিনীপুরের চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। টেণ্ডারের কাগজপত্র, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি উক্ত অফিসারের অফিসে পাওয়া যাইবে। বায়না বাবদ ১৫০, টাকার টি আর চালান এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্রসহ টেণ্ডার ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩টার সময় খোলা হইবে। কোনো কারণ না দর্শাইয়া যে কোনো টেণ্ডার বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষিত।
৬৩১ আই পি আর/এ/৭১
(৯৭০)

এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, সুবার্বন ইলেকট্রিক্যাল ডিভিসন, ৭৫, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-২৩ কর্তৃক ওয়াটারকুলার সেট সরবরাহের জন্য প্রখ্যাত সরবরাহক ও প্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে দুই প্রস্থে সীলকরা দরপত্র আহবান করা হইতেছে এবং উহা ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ বেলা ১২-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। বিক্রয় কর, আন্তঃশুল্ক এবং ১১এ, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ স্থিত সাইটে ডেলিভারি চার্জ ধরিয়া দর দিতে হইবে। সরবরাহকগণকে উক্ত সেটটির ফলদায়ক কাজে ব্যবহার করার তারিখ হইতে এই ওয়াটারকুলিং সেটটির সুষম ও নির্ঝঞ্ঝাট কাজের জন্য অন্ততঃ এক বৎসরের পরিষ্কার গ্যারাণ্টি দিতে হইবে। এইরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনের দলিলগত প্রমাণ দেখাইয়া কাজের দিনে অফিস চলাসময়ে উপরোক্ত অফিসারের অফিসে স্পেসিফিকেশন দেখা যাইবে। উপরোক্ত শর্তাদি মানিতে সম্মত নহেন এমন কাহারও দরপত্র দেওয়ার প্রয়োজন নাই। দরপত্র গ্রাহ্য হওয়ার সংবাদপ্রাপ্তির ১৫ দিন মধ্যে কলিকাতাস্থ সাইটে দ্রব্যটি ডেলিভারি দিতে হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন দরপত্র গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।
৬০৪(২) আইপিআর/এ/৭১
(৯৬৩)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (এগ্রি-মেকাঃ) ইস্টার্ন ডিভিসন, পি-১২/৭৬, পোঃ অঃ কল্যাণী, নদীয়া কর্তৃক নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে বি এফ ২৯০৮-তে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে :— (১) ৬" ব্যাসের জি আই শর্টপিস। (২) ৬" এন টি পি ভালভ। (৩) ৬" স্লুশ ভালভ। (৪) ১/৮" পুরু রবার ইনসারসান। (৫) ৫/৮"×২½" নাটও বোল্ট। (৬) ৬" জি আই বেণ্ড। (৭) ৬" ব্যাসের জি আই পাইপ। (৮) ৬" ব্যাসের জি আই ফ্লাঞ্জ। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া প্রতি প্রস্থ বাবদ ৪, টাকা আদায় দিলে ১৭ই ফেব্রুয়ারি '৭১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত অফিসে টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য বিবরণী ক্রয় করা যাইবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি '৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে। অনুমিত ব্যয় বরাদ্দ ৪৯,১০০, টাকা এবং বায়নার পরিমাণ ৯৮২, টাকা।
৬১৪(২) আই পি আর/এ/৭১
(৯৬৬)

বেলেঘাটাস্থ এই প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ফ্যাক্টরি ও বেলঘরিয়া, বি টি রোড, ২৪ পরগনাস্থিত ইহার ইউনিটে গ্রেড-১ ও সিলেকটেড-বি স্টীম কোল সরবরাহের জন্য অ্যাসিঃ ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ (কেমিক্যাল টেকনোলজি), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৭১ অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কলি-১০ কর্তৃক "স্টীম কোল" সরবরাহ দাখিলের শেষ তারিখ ২২-২-১৯৭১" কথাগুলি উপরে লিখিত সীল-করা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে। নমুনা ও বিশ্লেষণী রিপোর্ট সহ টেণ্ডার ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে এই অফিসে পৌঁছা চাই এবং সেইদিনই মধ্যাহ্ন ১২টায় উহা প্রকাশ্যে খোলা হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স, সর্বশেষ আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্রের নকল থাকা চাই। টেণ্ডারের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণীও দাখিল করিতে হইবে : (১) কোলিয়ারির নাম ও ঠিকানা, (২) কোলিয়ারি হইতে শিয়ালদহ ডি ডি লাইন পর্যন্ত আনুমানিক রেলওয়ে মাশুল, এবং (৩) কোলিয়ারি হইতে বেলঘরিয়া রেলওয়ে সাইডিং পর্যন্ত আনুমানিক রেলওয়ে মাশুল। টেণ্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত অফিসারের অনুকূলে আর বি আই চালানে "রাজস্ব জমা" খাতে বায়না হিসাবে ৪০০ টাকা অবশ্যই জমা রাখিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেণ্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্ডারটি হাতে লইতে অপারগ হন তবে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। নিযুক্ত যোগানদারকে সঠিক সরবরাহের সুনিশ্চিতির জন্য জামীন হিসাবে ১০০০ টাকা জমা রাখিতে হইবে (বিনা সুদে)। যথাসময়ে সরবরাহ দিতে না পারিলে জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেণ্ডার বা যে কোন টেণ্ডারের অংশ গ্রাহ্য/অগ্রাহ্য করার অধিকার সংরক্ষিত। (ক) যাঁহাদের বেশ ভাল সংখ্যক কোলিয়ারি আছে এমন খনি-মালিককে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে, (খ) এফ ও আর মাল বোঝাই করার স্টেশন এবং ফ্যাক্টরি সাইটে (বেলেঘাটা ও বেলঘরিয়া উভয় স্থানেরই) বিনা ব্যয়ে ডেলিভারিসহ দর আহবান করা হইতেছে; (গ) উভয় ফ্যাক্টরির জন্য আমাদের কয়লার বর্তমান প্রয়োজন হইবে প্রতি মাসে আনু ১৬ ওয়াগন। নমুনা ও বিশ্লেষণী রিপোর্ট ব্যতীত কোন টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না।
৬১৬(২) আই পি আর/এ/৭১
(৯৬৭)

টেণ্ডার

নিম্নলিখিত কাজের জন্য এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পি ডবলিউ (রোডস), ২৪ পরগনা কনস্ট্রাকশন ডিভিশন, পি-৫ সি আই টি রোড, ৭ম তল, কলিকাতা-১৪ কর্তৃক বি এফ নং ২৯০৮'তে সীল-করা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে। কাজের নাম, ব্যয়বরাদ্দ, বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ :— (১) ব্যারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ (৪র্থ মাইলস্থিত স্ট্যাকিং ইয়ার্ডে ঝামার টুকরা সরবরাহ—ঠিকাদারকেই গুছাইয়া রাখিতে হইবে)—গ্রুপ ১ (৩য় কল); ২,৫০,৪১১ টাকা ৫,০০৮ টাকা। (২)—ঐ—ঐ— গ্রুপ ২ (৩য় কল); —ঐ— —ঐ—। (৩) —ঐ— ৭ম মাইলস্থিত স্ট্যাকিং ইয়ার্ডে ঝামার টুকরা সরবরাহ —ঐ—) —গ্রুপ ৩ (৩য় কল); ২,৫৭,৩৮৩ টাকা; ৫,১৪৮ টাকা। (৪) —ঐ— —ঐ— গ্রুপ ৪ (৩য় কল); —ঐ— —ঐ—। (৫) —ঐ— (৪র্থ মাইলে স্ট্যাকিং ইয়ার্ডে পাথরের খোয়া সরবরাহ —ঐ—) গ্রুপ ২ (৩য় কল); ২,৩৫,৬১২ টাকা; ৪,৭১২ টাকা। (৬) —ঐ—ঐ—গ্রুপ ৩ (৩য় কল); —ঐ—ঐ। (৭) —ঐ—ঐ (৭ম মাইলস্থিত স্ট্যাকিং ইয়ার্ডে পাথরের খোয়া সরবরাহ —ঐ—) গ্রুপ ৪ (৩য় কল); ২,৩৪,৭৬০ টাকা; ৪,৬৯৫ টাকা; (৮) —ঐ—ঐ— গ্রুপ ৫ (৩য় কল) —ঐ—ঐ। (৯) কাঁঠালবেড়িয়া-বাসন্তী-গোদখালি-গোসাবা রোডের উন্নয়ন (৯ম মাইলের অংশ হইতে ১৬শ মাইলের অংশ পর্যন্ত রাস্তার পাশে পাথরের কুচি সরবরাহ) (৩য় কল); ৭১,৮২৭ টাকা; ১,৪৩৭ টাকা। ওয়ার্ক অর্ডার ইসুর তারিখ হইতে কাজ শেষ করার মেয়াদ : ১নং হইতে ৮নং কাজের জন্য ছয় মাস এবং ৯নং কাজের জন্য চার মাস। টেণ্ডার দাখিলের যোগ্য ঠিকাদার :—নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন, অভিজ্ঞ, প্রকৃত যোগানদার এবং পি ডবলিউ ডি'এর তালিকাভুক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর ঠিকাদার। টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র উপরোক্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখা যাইবে এবং নির্ধারিত ফী আদায় দিয়া ও নির্ধারিত প্রো-ফর্মায় আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র ও উপরোক্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের সন্তুষ্টিমত টেণ্ডারদাতার নির্ভরযোগ্যতা ও সঙ্গতির প্রমাণ পেশ করিয়া ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ২টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে ও শনিবার মধ্যাহ্ন ১২টা ও বেলা ১টার মধ্যে উক্ত অফিসেই টেণ্ডার ফরম কিনিতে পারা যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসুর জন্য দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ (বিকাল ৫-৩০টা পর্যন্ত) উপরোক্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত তাঁহার অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে ও সেইদিন বেলা ৩-৩০টায় তৎকর্তৃক খোলা হইবে।
৬১৭(২) আই পি আর/এ/৭১
(৯৬৮)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লু ডি, মেদিনীপুর ডিভিসন, মেদিনীপুর, "চন্দ্রকোণা-ঘাটাল রোডের (১ম হইতে ১৫তম মাইল) বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির মেরামতের নিমিত্ত পাথরের খোয়া সংগ্রহ"—ইহার জন্য পি ডব্লু ডি এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর রোড ও বিল্ডিং ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লু বি এফ ২৯০৮নং-তে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ : ১৪,৩৭৫ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ২৮৮ টাকা। কাজের অর্ডার ইস্যু হওয়ার তারিখ হইতে কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ—এক মাস। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দাখিল করিলে এবং ৪ টাকা (প্রতি প্রস্থ বাবদ) আদায় দিলে উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র এবং সংশিল্ষ্ট অন্যান্য বিবরণী পাওয়া যাইবে। সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার (পি ডব্লু ডি), ওয়েস্টার্ন সার্কল-এর অফিসে এবং মেদিনীপুর/তমলুক/ কাঁথি/ খড়্গপুর/ ঝাড়গ্রাম/ডিগ্রি-এর এস ডি ও, পি ডব্লু ডি-এর অফিসেও উক্ত কাগজপত্র দেখা যাইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২-৩০টা পর্যন্ত উক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে। উক্ত তারিখে টেণ্ডারের কোনো কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে না।
৬৪১(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৯৭৩)

টেণ্ডার

বাঁকুড়া জেলায় নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (পি ডবলিউ ডি), বাঁকুড়া ডিভিসন, পোঃ অঃ বাঁকুড়া কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে। কাজের নাম, ব্যয়বরাদ্দ, বায়নার পরিমাণ, বায়নার টাকা আদায় দেওয়া হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য ন্যূনতম স্থায়ী জমা, কাজ শেষ করার জন্য সময়সীমা, যে নির্ধারিত টেণ্ডার ফরম ব্যবহার করিতে হইবে তাহার নম্বর ও পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের শ্রেণী যথাক্রমে নিম্নরূপ :—(১) বেলিয়াতোড়-দুর্গাপুর রোডের (বেলিয়াতোড় হইতে দুর্গাপুর সেকশন) উন্নয়ন—২য় কল; ১,২৩,৭৭৩ টাকা; ৩,০৯৫ টাকা; ৫,০০০ টাকা; ছয় মাস; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২); ১ম শ্রেণী। (২) ১৯৭০-৭১ সালে বাঁকুড়ায় এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (পি ডবলিউ ডি)-এর আবাস ও অফিস এবং স্টাফদের আবাসিক কোয়ার্টার্স নির্মাণ (দুইটি আর সি সি রিং ওয়েল ইত্যাদি নির্মাণ): ৬,৫৫৬ টাকা; ১৬৪ টাকা; ৬২৫ টাকা; দেড় মাস; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১; ৪র্থ শ্রেণী। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস ও প্রাসঙ্গিক বিবরণাদি উপরোক্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখা যাইবে এবং নির্ধারিত ফী নগদ আদায় দিলে ও আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র পেশ করিলে ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার ফরম ও টেণ্ডারের অন্যান্য কাগজপত্র তথায় ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ (বেলা ৩টা)।
৬৩২(২) আই পি আর/এ/৭১
(৯৭১)

এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (পি ডবলিউ ডি), জলপাইগুড়ি ডিভিসন, পোঃ অঃ জলপাইগুড়ি নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। কাজের নাম, টেণ্ডারের মূল্য, বায়নার পরিমাণ, বায়নার টাকা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য ন্যূনতম স্থায়ী জমার পরিমাণ, কাজ শেষ করার সময়, টেণ্ডার দাখিলের যোগ্য ঠিকাদারগণ এবং টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ নিম্নরূপ :—(ক) ক্রঃ নং ৪৮—"১৯৭১-৭২ সালে জলপাইগুড়ি ডিভিসনের (পি ডবলিউ ডি) বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে রাস্তাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিল্ডিংগুলির মেরামত (২য় শ্রেণীর গ্রুপ)"; গ্রুপের তালিকা অনুযায়ী; ২৫,০০০ টাকা; ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে; পি ডবলিউ ডি/কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেট-এর অধীন ২য় শ্রেণীর রেজিস্টার্ড রোড ও বিল্ডিং ঠিকাদারগণ; ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ (বেলা ১টা পর্যন্ত)। (খ) ক্রঃ নং ৪৯—"—ঐ— (৩য় শ্রেণীর গ্রুপ)" —ঐ—; —ঐ—; ১,২৫০ টাকা; —ঐ—; ৩য় শ্রেণী —ঐ—; —ঐ—। (গ) ক্রঃ নং ৫০—"—ঐ— (স্যানিটারি ও প্লাম্বিং গ্রুপ)"; —ঐ—; —ঐ—; ১০০০ টাকা; —ঐ—; পি ডবলিউ ডি/কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেট-এর ২য় শ্রেণীর রেজিস্টার্ড স্যানিটারি ও প্লাম্বিং ঠিকাদারগণ। (ঘ) ক্রঃ নং ৫১—"—ঐ— (৪র্থ শ্রেণীর গ্রুপ)"; —ঐ—; —ঐ—; ৬২৫ টাকা; —ঐ—; পি ডবলিউ ডি/কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেট-এর অধীন ৪র্থ শ্রেণীর রেজিস্টার্ড রোড ও বিল্ডিং ঠিকাদারগণ; ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। (ঙ) ক্রঃ নং ৫২—"১৯৭১-৭২ সালে জলপাইগুড়ি ডিভিসনের বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে সর্বপ্রকার মালমশলা বহন;" —ঐ—; —ঐ—; ৫০,০০০ টাকা; ৩১ মার্চ, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে; পি ডবলিউ ডি/কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেট-এর ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ শ্রেণীর রোড ও বিল্ডিং ঠিকাদারগণ; —ঐ— বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস, গ্রুপের তালিকা ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র দরখাস্ত-ক্রমে, নির্ধারিত ফী আদায় দিয়া এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া উপরোক্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিস হইতে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১১টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা ও বেলা ১টার মধ্যে) পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার গ্রহণের জন্য ধার্য তারিখে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসু করা হইবে না।
৬৫০(২) আই পি আর/এ/৭১
(৯৭৪)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

১৯৭১ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ১/ডে.সি.ই/বেংড়ুবি

শিলিগুড়ির নিকট (বেংড়ুবি) ফিল্ড মেণ্টিন্যান্স এরিয়ায় একটি বি জি রেলওয়ে সাইডিং-এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	ব্যয় বরাদ্দ	প্রাথমিক বায়না: জামিন জমা	প্রাথমিক বায়না: বায়না	প্রাথমিক বায়না: মোট
১।	শিলিগুড়ি (বেংড়ুবি)-তে ফিল্ড মেনটিন্যান্স এরিয়ার ভিতর একটি বি জি রেলওয়ে সাইডিং-এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজসহ নবনির্মিত ব্যাঙ্ক ফরমেশনের উপরিভাগে ঝাড়াই-না-করা সিঙ্গেল সরবরাহ ও বিছানো।	৫৮,০০০,	২৯০,	১,১৬০,	১,৪৫০,
২.	বেংড়ুবিতে (শিলিগুড়ি) ফিল্ড মেনটেন্যান্স এরিয়ার ভিতরে একটি ব্রডগেজ রেলওয়ে সাইডিং-এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ৫ এবং ও ডি-তে অন্যান্য আনুষাঙ্গক কাজসহ গুডস্ প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ।	২,০০,০০০,	১,০০০,	৪,০০০,	৫,০০০,

উপরোক্ত টেণ্ডার এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, বেংড়ুবি প্রজেক্ট, এন এফ রেলওয়ে, শিলিগুড়ি জং কর্তৃক ২৫-২-১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও ২৫-২-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

টেণ্ডারের প্রতি প্রস্থ কাগজপত্রের জন্য ৫ টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিলে ২৫-২-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিস, বেংড়ুবি প্রজেক্ট, এন এফ রেলওয়ে, শিলিগুড়ি জং ঠিকানায় টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বাহিরের ফার্ম এই টাকা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইতে পারেন।

স্থায়ী আমানতকারিগণ ব্যতীত অপর যাঁহাদের টেণ্ডারের সঙ্গে যথাযথ ধরনে প্রাথমিক বায়নার টাকা থাকিবে না তাঁহাদের টেণ্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। বায়নার টাকা নগদে সিনিয়র অ্যাকাউণ্টস অফিসারের অফিস, প্রজেক্ট সেল, এন এফ রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি ঠিকানায় জমা দিতে হইবে এবং প্রদত্ত ক্যাশ রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

স্বাঃ জি সি মিশ্র,
ডে. চীফ এঞ্জিনিয়ার পক্ষে
এন এফ রেলওয়ে/নিউ জলপাইগুড়ি
ডবলিউ/১/এফএমএ/৮ (৩৪৩)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাসপাতালে

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার বিকালে বাটরা থানার ইছাপুরে সর্বশ্রী অজিত দাঁ (৫০) ও যুগল গিরি (৫০) নামে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির দুজন কর্মী তড়িতাহত হন। এঁদের হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৈদ্যুতিক তার মেরামতের কাজ করার সময় এঁরা আহত হন বলে জানা যায়।

আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট

শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্তঃ কলেজ নক আউট ক্রিকেটের খেলায় আশুতোষ কলেজ ৭ উইকেটে এস এ জয়পুরিয়া কলেজকে পরাজিত করে।

এস এ জয়পুরিয়া—৬১ (এস পাত্র ৩০, প চেল ২১ রানে ৪ উইঃ, বি কুণ্ডু ৯ রানে ৫ উইঃ)। আশুতোষ—৩ উইঃ ৬২ (ডি মিত্র ২৩, কে সাহা ১৯ রানে ২ উইঃ)।

আরও তিনজন খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার পরনে ছিল প্যান্ট ও শার্ট। পায়ে কোন জুতো ছিল না। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছোরাঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে বলে পুলিশসূত্রে জানা যায়। মৃতের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে।

কুপিয়ে খুন

পি টি আই জানান যে, মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানার কাঁওসা গ্রামে উপজাতি জনতা এক ব্যক্তিকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। সরকারীসূত্রে জানা যায় যে, বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রায় ৫০০ লোকের ওই জনতা তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে তারপর তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে।

এ সম্পর্কে ১৭ জনকে এ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্কুলে আগুন

পি টি আই-এর আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ ভট্টপাড়ায় এক দল লোক সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুলস-এর অফিসে হানা দিয়ে আসবাব ও নথিপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। দমকল পৌঁছানোর আগেই সব পুড়ে ছাই। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

মুজাফ্ফরের খুন সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চিত খবর যে ওই কাজ নকশালদের দ্বারা নয়। যে সব পুলিশকে হত্যা করা হচ্ছে তা সবই নকশালরা করছে না।

খড়দহের জোড়া খুন সম্পর্কে দুজন গ্রেফতার

আমাদের শহরতলির সংবাদদাতা জানান: খড়দহের জোড়া খুনের ব্যাপারে পুলিশ শুক্রবার দুজনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। বৃহস্পতিবার খড়দহের রাইয়া গ্রামে নিরঞ্জন ভৌমিক ও সুবোধ চন্দ্রের মৃতদেহ গলাকাটা অবস্থায় একটি ধানক্ষেতে পাওয়া গিয়েছিল। তাদের সম্পর্ক ছিল মামা ও ভাগ্নে।

পুলিশসূত্রে জানা যায়, ধৃত স্ত্রীলোক মৃত সুবোধের দিদি। বিভিন্ন স্থান থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পুলিশ ওই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

ওই সূত্র থেকে অভিযোগ, ধৃত স্ত্রীলোকটির চোরাই চালানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

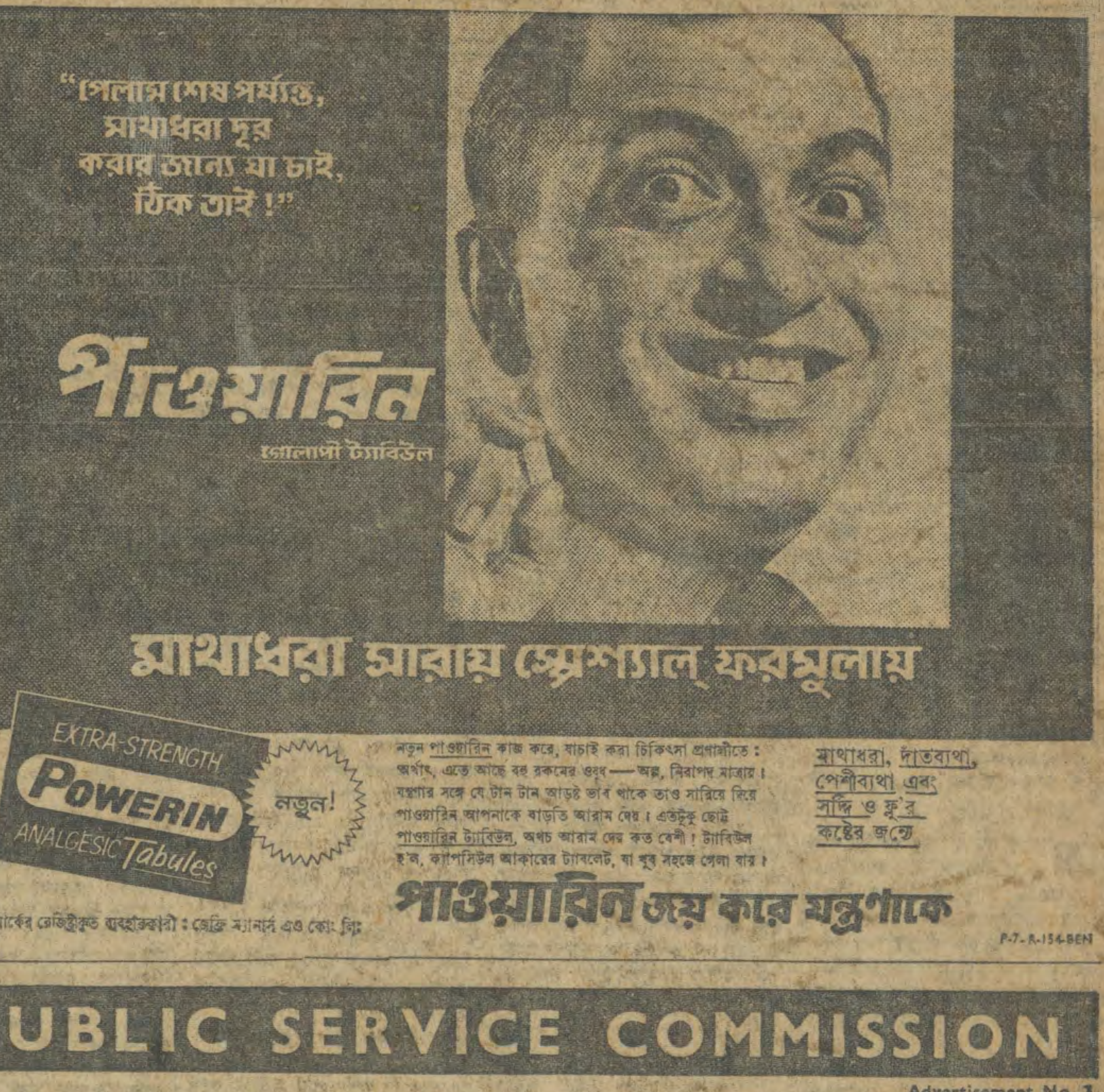

টেণ্ডার

[illegible]

রেলওয়ে

[illegible]

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

নীলাম

[illegible]

কাঠ নীলাম বিক্রয়

[illegible]

রেলওয়ে নীলাম

[illegible]

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 7

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1971 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by five years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 x 10 cms. indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964 and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available, and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 15th March, 1971 (29th March, 1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

Post at S. No. 23 permanent. Posts at S. Nos. 1, 15 and 19, and five posts at S. No. 8 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 3, 5, 17 and 26 temporary but likely to become permanent. Posts at S. Nos. 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 25 and five posts at S. No. 8 temporary but likely to continue indefinitely. Posts at S. Nos. 9, 18 and 20 temporary but likely to continue. Posts at S. No. 2 temporary but likely to continue on long term basis. Post at S. No. 22 temporary but likely to continue on year to year basis.

Three posts at S. No. 2, four posts at S. No. 8 and one post at S. No. 21 reserved for Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1.11.1962 and are released/invalided owing to disability attributable to military service/due to be released, if such suitable candidates are available; otherwise all the above posts are to be treated as unreserved.

Post at S. No. 3 reserved for Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1.11.1962 and are released/invalided owing to disability attributable to military service/due to be released. Posts at S. Nos. 9, 11 and 26 reserved for Scheduled Castes candidates. Posts at S. Nos. 16 and 18 reserved for Scheduled Tribes candidates. Post at S. No. 14 reserved for Scheduled Tribes candidates failing which for Scheduled Castes candidates. Candidates belonging to above categories need only apply for these posts.

Two posts at S. No. 2, one post each at S. Nos. 8 and 20 reserved for Scheduled Castes candidates. One post each at S. Nos. 2, 8 and 21 reserved for Scheduled Tribes candidates. These posts are not to be treated as unreserved, if suitable candidates belonging to these communities are not available.

1. **One Principal, Delhi College of Engineering, Delhi, Ministry of Education & Youth Services.** Pay Rs. 1600—100—2000. Age 55 years and below. Not relaxable for Government servants. Qualifications essential (i) High academic attainment in Engineering or Technology of a recognised university or equivalent. (ii) About twelve years' experience in a responsible position in two or more of the following fields:—(a) Teaching, (b) Research, (c) Industry, (d) Educational administration.

2. **Ten Research Officers (Engineering) (Civil), Central Water & Power Research Station, Poona, Ministry of Irrigation & Power.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age 35 years and below. Qualifications essential: Degree in Civil Engineering of a recognised university or equivalent.

3. **One Scientific Assistant (Physical), Civil Engineering Laboratory, National Test House, Calcutta, Ministry of Supply.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 30 years and below. Qualifications essential: A degree in Civil Engineering, or M.Sc. degree in Pure or Applied Physics, or M.Sc. degree in Applied Chemistry with specialised knowledge of Engineering Materials, or equivalent.

4. **One Assistant Director of Training (TV/Electronics), Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation.** Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1150. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) A degree in Electronics of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' experience subsequent to graduation in a supervisory capacity in a workshop or factory or concern of repute engaged in production or in teaching in a recognised technical institution. *Or* About five years' experience after graduation in Electronics. (iii) Administrative experience.

5. **One Lecturer in Electrical Engineering, Government Polytechnic, Panaji, Government of Goa, Daman & Diu.** Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Second class degree in Electrical Engineering of a recognised university/institution or equivalent. (ii) About two years' professional/teaching experience.

6. **Two Senior Scientific Officers, Grade II, Vehicles Research & Development Establishment, Avadi, Ministry of Defence.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age preferably below 30 years. Qualifications essential (i) Second class degree of a recognised university in Mechanical Engineering or equivalent. (ii) About two years' experience in research/design and development.

7. **One Assistant Electrical Inspector, Delhi Administration, Delhi.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Electrical Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience including one year's experience in a responsible capacity in an electrical/mechanical engineering workshop or in generation, transmission or distribution of electricity or in the administration of Indian Electricity Act and Rules made thereunder.

8. **Ten Junior Mining Engineers, Geological Survey of India, Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Mines & Metals).** Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Mining Engineering of a recognised university or institute or equivalent, or Diploma in Mining of Indian School of Mines & Applied Geology, Dhanbad. (ii) Second class Mine Manager's Competency Certificate under the Metalliferous Mines Regulations, 1961—Unrestricted. (iii) About three years' experience in metalliferous mines/mine valuation/inspection of mines/underground survey and sampling, preparation of assay plans and estimation of reserves.

9. **One Assistant Director (Technical), Department of Food, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Agriculture, or Degree in Science with Chemistry or Zoology as one of the subjects of a recognised university/institute or equivalent. (ii) About three years' experience in various aspects of storage inspection and maintenance of foodgrains.

10. **One Senior Scientific Officer, Grade II, Directorate General of Inspection, Department of Defence Production, Ministry of Defence.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age preferably below 30 years. Qualifications essential (i) At least second class M.Sc. degree in Physical or Inorganic or Organic Chemistry of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' experience in research/design and development/inspection.

11. **One Assistant Research Officer (Scientific—Physics Group), Central Water & Power Research Station, Poona.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age 35 years and below. Qualifications essential: M.Sc. degree in Physics of a recognised university or equivalent.

12. **One Junior Scientific Officer, Central Forensic Science Laboratory, Calcutta, Ministry of Home Affairs.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) M.Sc. degree in Physics of a recognised university/institution or equivalent. (ii) Two years' experience in analytical work in scientific photography.

13. **One Recordist, Film & Television Institute of India, Ministry of Information & Broadcasting.** Pay Rs. 375—25—575. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Science with Physics as a subject of a recognised university. *Or* Diploma in Tele-communication Engineering or Sound Engineering of a recognised institution. (ii) About three years' experience as a sound recordist in a reputed film organisation.

14. **One Editor, Ministry of Law, Legislative Department.** Pay Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800. Age 50 years and below. Not relaxable for Government servants. Qualifications essential (i) Degree in Law of a recognised university, or a member of the English Bar, or an Attorney of a High Court, or equivalent qualifications. (ii) Must have practised in a High Court in India for a continuous period of not less than ten years. *Or* Must have held office in a State Judicial Service or in the law department of a State on the legislative side for a period of not less than ten years. *Or* Must have held a post in the Ministry of Law of the Central Government on the legislative side for a period of not less than ten years. *Or* Must have held the post of a Reader in Law of a recognised university for not less than ten years. *Or* Must have at least ten years' experience in a responsible post in the editorial department connected with law reports published in India or abroad. *Or* Must have at least ten years' experience of statutory drafting or translation in Hindi of Statutes, Rules and Regulations in Central Government/State Government. (iii) Should have high proficiency in Hindi and be able to translate and edit Supreme Court/High Court judgements in Hindi.

15. **One Assistant Director (Sales Tax) (Grade I), Directorate General of Supplies & Disposals, Ministry of Supply.** Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Law of a recognised university, or Barrister of England/Northern Ireland. (ii) About three years' purchase experience in Government, Semi-Government or commercial organisation of repute, with knowledge of Sales Tax Acts and Rules in their application to purchase of stores.

16. **One Assistant Director of Employment Exchanges (Employment Market Information), Directorate General of Employment & Training, Department of Labour & Employment, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation.** Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1150. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) A degree with Statistics, Mathematics or Economics of a recognised university or equivalent. (ii) About seven years' practical experience of employment service operations including about three years' experience of collection, analysis and interpretation of employment market data. *OR* (i) Master's degree in Statistics, Mathematics or Economics of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' practical experience of employment service operations, including about three years' experience of collection, analysis and interpretation of employment market data.

17. **One Statistical Officer, Government of Goa, Daman & Diu.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Master's degree in Statistics or Mathematics/Economics/Commerce (with Statistics) of a recognised university or equivalent. *Or* Degree of a recognised university with Mathematics/Statistics/Economics as a subject, and two years' post-graduate diploma in Statistics of a recognised statistical institute. (ii) About three years' experience of statistical work involving collection, compilation and interpretation of statistical data.

18. **One Research Assistant, Government of Goa, Daman & Diu.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 17 above. (ii) About two years' experience of statistical work involving collection, compilation and interpretation of statistical data.

19. **One Research Officer, Armed Forces Headquarters & Inter Service Organisation, Ministry of Defence.** Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Master's degree in Mathematics with specialisation in Pure Mathematics or Mathematical Statistics of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' research experience in Pure Mathematics or in Mathematical Statistics as evidenced by published papers.

20. **Two Assistant Production Managers (Outdoor Publicity), Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting.** Pay Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience of outdoor publicity in an advertising agency or a commercial firm of repute conducting national publicity campaigns or a Government publicity organisation, including experience of designing and production of outdoor publicity materials like enamel boards, bus plates etc. (iii) Familiarity with different media like hoardings, advertising films, slides, neon-signs, display signs in transport vehicles etc.

21. **Five Senior Artists, Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting.** Pay Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Degree/Diploma in Fine Art or Commercial Art of a recognised university/institution. (ii) About two years' experience of commercial art in an advertising agency or firm of standing or Government department or institution.

22. **One Lady Swimming Coach, Chandigarh Administration, Chandigarh.** Pay Rs. 300—25—600. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) Matriculation of a recognised university or equivalent. (ii) Diploma/Certificate in Swimming of a recognised institution.

23. **One Senior Lecturer in Economics (Post-Graduate Department), D.M. College, Imphal, Government of Manipur.** Pay Rs. 550—40—830—EB—45—1100. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Doctorate in Economics or First class Master's degree in Economics of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' research and/or teaching experience preferably in post-graduate classes in Economics.

24. **One Assistant Director (Costing), Grade I, Office of the Textile Commissioner, Bombay, Ministry of Foreign Trade.** Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Associate of the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost & Works Accountants of India or equivalent. (ii) Some experience of dealing with costing and financial problems.

25. **Two Assistant Administrative Officers, Geological Survey of India, Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Mines & Metals).** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience of establishment and accounts work in a Government department or a public body or an industrial concern of repute.

26. **One Junior Blood Bank Officer, Willingdon Hospital & Nursing Home, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. General Duty Officer Grade I of the C.H.S. Class I.** Pay Rs. 450—30—660—EB—40—1100—50—1250 plus non-practising allowance @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. (Two advance increments in case of post-graduate diploma holders and four advance increments in case of post-graduate degree holders shall also be given). Age 40 years and below. Qualifications essential (i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Five years' experience after registration as a medical graduate. (iii) Experience in the blood bank work.

CORRIGENDA

1. **One Lecturer in Chemistry, National Defence Academy, Kharakvasla, Ministry of Defence.** Reference item 6 of Commission's Advertisement No. 47, published on 21.11.1970. It is notified for general information that the number of posts has since increased to four. The scale of pay has also been revised as Rs. 400—40—800—50—950 plus special allowance of Rs. 150 p.m. The additional three posts are unreserved and age will be 35 years and below. Other conditions remain unchanged. The general candidates, if any, who have already applied in response to Commission's Advertisement No. 47, need not apply again. Closing date for receipt of applications extended to 15.3.1971 (29.3.1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

2. **One Lecturer in History, National Defence Academy, Kharakvasla, Ministry of Defence.** Reference item 13 of Commission's Advertisement No. 47, published on 21.11.1970. It is notified for general information that the number of posts has since increased to three. The scale of pay for the post has also been revised to read as Rs. 400—40—800—50—950 plus special allowance of Rs. 150 p.m. Of the additional two posts, one post each is reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. In the event of non-availability of suitable Scheduled Castes candidates, Scheduled Tribes candidates would be considered and *vice versa*. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended to 15.3.1971 (29.3.1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied need not apply again.

ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 1971

The Union Public Service Commission will hold a combined competitive examination at Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Cuttack, Delhi, Hyderabad, Jaipur, London, Madras, Patiala, Patna, Shillong and Trivandrum commencing on 31st August, 1971, for recruitment to Indian Railway Service of Engineers; Indian Railway Service of Electrical Engineers; Indian Railway Service of Signal Engineers; Indian Railway Service of Mechanical Engineers; Central Engineering Services, Class I and Class II; Central Electrical Engineering Services, Class I and Class II; Indian Inspection Service, Class I (Engineering Branch); Indian Supply Service, Class I; Military Engineer Services, Class I (Building & Roads Cadre and Electrical & Mechanical Cadre); Indian Ordnance Factories Service, Class I; Telegraph Engineering Service, Class I; Central Water Engineering (Class I) Service; Central Power Engineering (Class I) Service; Central Engineering Service (Roads), Class I; and Telegraph Traffic Service, Class II. *Age limits on 1.8.1971:* 20-25 years. Upper age limit relaxable in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and certain other categories including certain categories of departmental candidates. *Qualifications:* A degree in Engineering or a pass in Sections A and B of A.M.I.E. (India) or other qualifications recognised for the purpose. A pass in Graduate Membership Examination of Institution of Tele-Communication Engineers (India), or a pass in Graduate Membership Examination of Institution of Electronics and Radio Engineers, London acceptable for certain Services. Full particulars and application forms obtainable from Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, by remitting Re. 1 by money order or on cash payment at counter. Candidates must clearly state on money order coupons "Engineering Services Examination, 1971" and also give their names and full postal addresses in block letters. Postal orders or cheques or currency notes not acceptable in lieu of money orders. Completed applications must reach Union Public Service Commission by 12th April, 1971 (26th April, 1971 for candidates residing abroad and in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

SELECTION FOR INDIAN NAVY UNDER REVISED SPECIAL ENTRY SCHEME FOR THE COURSE COMMENCING IN JULY, 1971

Selection of Naval Cadets for admission to the Executive Branch of the Indian Navy as Special Entry Cadets under the Revised Special Entry Scheme for the course commencing at Naval Training Establishments in July 1971, will also be made from among those candidates who were recommended by the Union Public Service Commission for admission to the National Defence Academy on the results of the National Defence Academy Examinations held prior to and in December 1968, but who could not be admitted to the National Defence Academy for want of vacancies. Only those who are unmarried will be eligible for consideration. They must also satisfy the following conditions.

Age limits: The candidates must have been born not earlier than 2nd July 1951, and not later than 1st July, 1954. These age limits can in no case be relaxed.

Qualifications: The candidates must have passed one of the following examinations: (A) Intermediate or an equivalent examination of a recognised university/board, securing minimum pass marks in Mathematics, Physics and Chemistry as subjects of examination; or First year examination under the three-year degree course of a recognised university securing minimum pass marks in Mathematics, Physics and Chemistry as subjects of examination; or Pre-Engineering or equivalent examination of a recognised university/institution; or First year examination under the five-year Engineering degree course of a recognised university/institution; *Or* (B) Intermediate or an equivalent examination of a recognised university/board; or First year examination under the three-year degree course of a recognised university, provided that before joining the above course he had passed the Higher Secondary Examination of a recognised board/Indian School Certificate Examination/Pre-University Examination of a recognised university, securing minimum pass marks in Mathematics, Physics and Chemistry as subjects of examination. In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications mentioned above, as educationally qualified, provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his being considered for the Selection.

Note: Candidates will be required to undergo a fresh medical examination before being granted Commission, and will be required to report for this purpose at selected centres.

Candidates who desire to be considered for the above Selection should apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, immediately, submitting the following particulars/documents: (i) Name and full postal address; (ii) Month and year of the National Defence Academy Examination at which he qualified for admission to the National Defence Academy; (iii) Roll number in respect of (ii) above; (iv) Particulars of all examinations passed, commencing with Matriculation or equivalent examination, giving the subjects taken, year of passing, and name of the university/board/institution; (v) Certificate(s), in original (with copy/copies thereof), showing the examinations and the subjects in which the examinations have been passed; (vi) Two passport size (5 cm. x 7 cm. approx.) copies of recent photograph, one of which should be pasted on the first page of the application form and the other firmly attached with the application form. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

Candidates already in Government service (including those employed in Army, Navy or Air Force) must submit their applications through the Heads of their departments/offices concerned or through their Commanding Officers, as the case may be. Applications from all other candidates whether in private employment or in Government owned industrial undertakings, etc. will be entertained direct.

Closing date: Applications (on plain paper) accompanied with necessary documents must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11, latest by 22nd March, 1971 (5th April, 1971 for those residing abroad and in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

Important: Applications/covers containing applications must be superscribed as follows: "Selection for Indian Navy Under Revised Special Entry Scheme for Course Commencing in July, 1971".

davp 560 (46)/70

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

আমরা যখন বলি 'পিতা নোঽসি' তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার অন্তে যে বলে 'পিতা নোঽসি' সে তাঁর সামনে 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ' হয়ে থাকে। —রবীন্দ্রনাথ

ভোটার-প্রসঙ্গ

এখন এক-একটা দিন কাটে, নির্বাচন একটু একটু করিয়া ঘনায়, আর তাহার এক-একটা জটিলতা বা সমস্যা বে-আবরু হইয়া পড়ে। শুধু আতঙ্ক নহে, তাহার সঙ্গে আশঙ্কাও মিশিয়া আছে। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, কথাটা তো আর মিথ্যা নহে! —নির্বাচন সম্পর্কে বর্ণে বর্ণে খাটে।

ভোটাভুটি ভালয় ভালয় পার করিয়া দেওয়া নিশ্চয়ই জরুরী, কিন্তু সে তো পরের কথা। এখানেও আছে "আগে কহ আর"। আগেকার একটা কাজ মোটামুটি সৎ ও নির্ভুল ভোটার-তালিকা, কারণ পহেলা ভেজাল ঢোকে সেইখানে। এই রাজ্যে এবং অন্যত্রও নানা লক্ষণ দেখিয়া ঠাওর হয়, ভেজাল বিস্তর ঢুকিয়াছে। পশ্চিম-বাংলার খোদ মুখ্য নির্বাচন অফিসারই তো সেদিন স্বমুখে কবুল করিয়াছেন, খটকা আছে তাঁহারও। নূতন নামের লক্ষাধিক আর্জি, সেটা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ দুই বছরে কম নাগরিক তো আর সাবালক হন নাই। কিন্তু একটু নাড়াচাড়া করিতেই নাকি ধরা পড়িয়াছে অনেক আর্জির নামই বোগাস।

ভোট বাড়ানোর জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল দুধে যে যার মতো জল মিশাইতে চাহিতেই পারে, কিন্তু পাহারাদারেরা করেন কী? ঠেকানোর কোনও রাস্তা কি আছে? আর একটা কথা। আবেদনের যদি এতই হিড়িক, তবে ভোট লইয়া যত ভয়ের কথা শোনা যায়, ততটা ভয় সত্য-সত্যই হয়তো নাই।

কিন্তু তালিকা প্রণয়নে এবং সংশোধনে, খুব সম্ভব মূল নিয়মেও—অর্থাৎ গোড়াতেই যথেষ্ট গলদ আছে। কত নাম যে অযথা নথিভুক্ত হয়, আর কত নাম যে বিনা অপরাধে বিনা এত্তেলায় কাটা যায়, তাহার হিসাব নাই। শ্রীকামাথ তবু ভাগ্যবান ব্যক্তি—বিখ্যাত বলিয়াই তাঁহার নাম-কাটা সিপাই হওয়ার খবরটা অন্তত রটিয়াছে। কিন্তু সাধারণ কত মানুষ যে এইভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বেকসুর বঞ্চিত, তাহার কোনও সমারি আছে কি? যে-দেশে প্রতীক দিয়া দল আর প্রার্থী বুঝাইতে হয়, সে-দেশে সব মানুষ নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া নিজেদের নানতম নাগরিক পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইবেন এমন একটা আশা বাতুলতা, এমন শর্ত আরোপ করাটাই অন্যায়।

শ্রীকামাথ শুধু প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিকার পান নাই। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আইন দেখাইয়া দিয়াছেন। যে-হেতু দেরি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নাকি আর রদবদলের কথাই ওঠে না—হাকিমের হুকুমের মতোই এই বিধান অনড়। সেনবর্মা সাহেব (শর্মা নহেন) এ দিকে এ দেশের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রকাণ্ড বড় একজন আছি বলিয়া মনে হয়। কখনও তিনি বাধ্যতামূলক ভোটদানের কথা বলেন, কখনও তিনি নির্বাচনী ফলাফল আটকাইয়া রাখেন, প্রতীক ইত্যাদি খয়রাতিতেও তাঁহার মর্জির থই মেলে না, অথচ বিনাদোষে ভোটারের নাম কাটা পড়ার ব্যাপারে তিনি শুধু তাসের দেশের কায়দায় "নিয়ম, নিয়ম" —নিয়মের সাফাই গাহিয়াই থামিয়া গেলেন কেন?

শাস্তি যদি কাহারও প্রাপ্য হয়, তবে তো নির্বাচন-কমিশনের কর্মীদেরও পাওয়া উচিত—যাঁহারা 'হোমওয়ার্কে' গাফিলতি করিয়াছেন। নহিলে প্রাক্তন এম-পি'র নাম তালিকা হইতে বাদ যায় কী করিয়া? যাঁহারা দায়ী, তাঁহাদের হুঁশ থাকা উচিত ছিল। এমন অনেক নাগরিক আছেন, যাঁহারা রাষ্ট্রকে নানাভাবে ট্যাক্স দেন—তাঁহাদের নাম আপনা হইতেই তালিকায় ওঠা উচিত। এজন্য তদ্বির-তদারকের কথাই ওঠে না। কই, আয়-করের ফর্দ হইতে তো এইভাবে কাহাকেও ছাঁটাই হইতে দেখা যায় না! সেখানে সরকারের স্বার্থ জড়িত বলিয়াই কি? আর ভোটার তালিকা হইতে বাদ পড়ায় স্বার্থহানি শুধু বেচারা ভোটারের, সেইজন্য তাহার কথা লইয়া কেহ গা করে না। যদি মূল কানুনে ভ্রান্তি থাকে, তবে সেই কানুনটাই বদলানো দরকার, কারণ কানুনের চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান নাগরিক স্বার্থ ও প্রয়োজন। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইহার পরও কতকগুলি আবশ্যিক শর্ত আছে, যথা নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ভীতিপ্রদর্শন বন্ধ এবং 'প্রক্সি' বা বেনামী ভোট ঠেকানো—কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

নিজের ফাঁদে

নয়াদিল্লি হইতে মার্কিন সরকারকে নাকি জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে টাকার বিনিময়-হার আর-এক দফা কমাইবার বাসনা নাকি ভারত সরকারের নাই। অতি উত্তম কথা। খামখা টাকার বিনিময়-হার সরকার কমাইতে যাইবেনই বা কোন্ দুঃখে আর বাহিরের চাপই বা তাঁহারা এ ব্যাপারে সহ্য করিবেন কেন? আমেরিকা অবশ্য ভারতবর্ষকে সরাসরি আনুষ্ঠানিকভাবে টাকার আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস করিবার জন্য তাগিদ দেয় নাই। মার্কিন সরকারের খাতে যে টাকাটা এ দেশে জমিয়া আছে সে টাকাটা বাজার-দরে ভারতবর্ষে যে সব মার্কিন সরকারী সংস্থা কাজ করিতেছে তাহাদের দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন আমেরিকার জেনারেল অ্যাকাউন্টিং দপ্তর। সরকারী বিনিময়-হার অনুযায়ী এক ডলারের বদলে পাওয়া যায় সাড়ে সাত টাকা, কিন্তু কালোবাজারে মেলে বারো টাকার বেশী। মার্কিন প্রস্তাব মানিলে ভারতবর্ষের লোকসান। কাজেই সে প্রস্তাব যে নয়াদিল্লি প্রত্যাখ্যান করিবে সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

তাহাতে ভারতবর্ষের আপাতত মুখ-রক্ষা হইলেও শেষরক্ষা হইবে? টাকার আর-এক প্রস্থ মূল্যহ্রাস এড়াইতে কি তাঁহারা পারিবেন? দেখিতেছি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভরনর শ্রী এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গারের মনে এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি যদি সামলানো যায় এবং জিনিসপত্রের দাম যদি কমাইয়া ফেলা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু নোট ছাপানো যদি অবাধে চলে এবং তাহার সহিত তাল রাখিয়া জিনিসপত্রের দর যদি বাড়িতে থাকে তাহা হইলে টাকার বর্তমান বিনিময়-হার কি বজায় রাখা যাইবে? আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় হার তো খেয়াল খুশি মতো ঠিক করা যায় না। সে হার মুদ্রার অভ্যন্তরীণ মূল্যেরই প্রতিচ্ছবি। টাকার ক্রয়ক্ষমতা যদি ক্রমাগত কমিতে থাকে তাহা হইলে যে কোনও বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় তাহার মূল্য ক্রমশই কমিয়া যাইবে—যদি-না বিদেশেও মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার অবনতি সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। টাকার মূল্য-হ্রাস যদি একতরফা হয় এবং সে অবস্থার উন্নতির কোনও সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহা হইলে একটা অবাস্তব বিনিময়-হারকে তো আর ধরিয়া রাখা যাইবে না।

মার্কিন সরকার, কিংবা বিশ্ব-ব্যাঙ্ককে দোষ দেওয়া বৃথা। নিজের কবর ভারত সরকার তো নিজেই খুঁড়িয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি আজ দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই দেখা দিয়াছে দরিদ্র দেশগুলিতে তো বটেই—ধনী দেশগুলিতেও। জিনিসপত্রের দাম প্রায় সর্বত্রই উর্ধ্বমুখী। কিন্তু ধনী দেশ-গুলিতে দাম বাড়ে প্রধানত শৌখিন সামগ্রীর। স্বল্পবিত্তেরা তাহাতে বিশেষ বিব্রত হয় না, কেননা নিত্য-ব্যবহার্য পণ্যের দর তেমন বাড়ে না। যেটুকু বাড়ে সেটুকুও আবার সরকারী আনুকূল্য প্রায় পোষাইয়া দেয়। ভারতবর্ষ উলটপুরাণের দেশ। এখানে মুদ্রাস্ফীতিতে ঘায়েল হইতেছে স্বল্পবিত্ত-মধ্যবিত্তের দল। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের অনটন, যা পাওয়া যায় তাহার জন্য নিতাই কাড়াকাড়ি। তাহার ফলশ্রুতি মূল্যবৃদ্ধি। সোস্যাল সিকিউরিটি অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তার বালাই আদৌ এ দেশের কল্যাণরাষ্ট্রে নাই। স্বল্পবিত্ত-মধ্য-বিত্তের দল তাই পড়িয়া মার খাইতেছে। সরকারী নীতির দৌলতে টাকা অনেকের হাতেই আসিতেছে—শহরেও গ্রামেও, কিন্তু টাকা দিয়া তাহারা যে সব জিনিস কিনিতে চায় বাজারে তাহাদের দেখা মিলিতেছে কই? ফলে গভীর অসন্তোষে দেশ ভরিয়া উঠিতেছে।

এমনটা হইত না যদি সরকার বুঝিয়া-সুঝিয়া চলিতেন, তত্ত্বকথার ফানুস না ওড়াইয়া যদি কঠিন মাটিতে পা দিয়া হাঁটিতেন। বিদেশ হইতে বিস্তর টাকা তাঁহারা ধার করিয়াছেন, স্বদেশেও ধার কম করেন নাই, শেষে হালে পানি না পাইয়া দেদার নোট ছাপাইয়াছেন। তাহাতেও কিছু আসিয়া যাইত না যদি টাকাটার সদ্ব্যয় হইত, সে টাকা শিল্পে খাটাইয়া নানা বস্তু উৎপন্ন করা হইত। তা না করিয়া সরকার টাকাটা দরিয়ায় ঢালিয়াছেন বলিয়াই তো বিভ্রাট বাধিয়াছে। সমাজকল্যাণের দোহাই দিয়া তাঁহারা সরকারী উদ্যোগের বিস্তার ঘটাইয়াছেন। সে উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যা। উৎপাদন হয় বাড়ে নাই, নয় নামমাত্র বাড়িয়াছে আর লোকসান হইয়াছে প্রচুর। ধার করিয়া নবাবি করিলে যা হয় তাহাই হইয়াছে। কেমন করিয়া সরকার ঘর সামলাইবেন সে উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অথচ ওই ধার-করা টাকা—ফাঁপাই টাকাও এক রকম ধারই—যদি কাজে লাগানো হইত, উৎপাদনবৃদ্ধি যদি সে মূলধনের সদ্ব্যবহার করিয়া করা যাইত তাহা হইলে জিনিসপত্রের দরও এমন আকাশ-ছোঁয়া হইত না, টাকার ক্রয়ক্ষমতাও কমিত না, বিদেশে ভারতীয় মুদ্রা অন্ত্যজের পর্যায়ে পড়িত না।

গাধার জন্য

বোম্বাইয়ের মধ্য-দক্ষিণ নির্বাচন-কেন্দ্রের এক নির্দল প্রার্থী তাঁহার নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে নাকি একটি গাধা চাহিয়াছিলেন। এত লোকে এত রকমের নির্বাচনী প্রতীক চায়, এই ভদ্রলোক সে-ক্ষেত্রে হঠাৎ গাধার প্রতীক চাহিয়া বসিলেন কেন, খবরে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। খবর পড়িয়া শুধু এইটুকুই বোঝা গেল যে, গাধার কোনও বিকল্পে তিনি বিশ্বাস রাখেন না। "হয় একটি গাধা দাও, নয়তো দুইটি, নয়তো তিনটি"—ইহাই ছিল তাঁহার দাবি। নাকের বদলে নরুন পাইয়াও অনেকে হয়তো খুশী হয়; ইনি কিন্তু গাধার বদলে ঘোড়া পাইয়াও খুশী হইবার পাত্র নহেন। হয় গাধা দাও, নয়তো কিছুই চাই না—ব্যাপারটা ছিল এই রকমের। আর তাই, প্রতীকের তালিকায় যে গাধা নাই, এবং তালিকা-বহির্ভূত কোনও প্রতীক যে কাহাকেও দেওয়া সম্ভব নয়, এই কথা শুনিবামাত্র ভদ্রলোক নাকি নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কেন সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে-প্রসঙ্গে পরে আবার আসা যাইবে। ইতিমধ্যে স্বীকার্য, গাধাকে সকলেই নির্বোধ প্রাণী বলিয়া জানে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিকও নয়। গাধাকে কেন্দ্র করিয়া যত গল্প এ যাবৎ লেখা হইয়াছে, কিংবা যত রকমের কিংবদন্তী এ যাবৎ ছড়াইয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলির মধ্যেই তো এই প্রাণীটির নির্বুদ্ধিতার ছবিটাই স্পষ্ট। ঈশপ নাকি গাধাকে কেন্দ্র করিয়া মোট সাতাশটি গল্প লিখিয়াছিলেন, গল্প আছে কথাসরিৎসাগরেও,—সে-সব গল্প পড়িয়া তো আর গাধাকে বিশেষ চালাক ভাবিবার উপায় নাই, লোকে অতএব এই প্রাণীটিকে একেবারে আকাট বোকা বলিয়াই জানিয়াছে। অথচ প্রাণীটি যে সত্যই নির্বোধ, তাহার তো কোনও বাস্তব প্রমাণ নাই। সত্য বটে, তাহার কণ্ঠ মোটেই মধুর নয়, এবং বিনা-প্রতিবাদে সে অন্যের বোঝা বহন করে, কিন্তু শুধু সেইজন্যই কি আর ষোল-আনা নির্বোধ বলিয়া তাহাকে গণ্য করা উচিত? সন্দেহ বস্তুত অকারণ নয় যে, গাধার চেহারা যেহেতু মানুষের চোখে সুশ্রী ঠেকে নাই, তাই মিথ্যা কিছু গল্প রটাইয়া মানুষ তাহার চরিত্র-সংহার করিয়া ছাড়িয়াছে।

সেই গাধাকে যিনি প্রতীক হিসাবে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার আর-কিছু না থাক্, বুকের পাটা আছে, এটুকু অবশ্যই স্বীকার্য। অন্য প্রতীক তাঁহার পছন্দ নয় কেন, তা লইয়া নিশ্চয় গবেষণা চলিতে পারে। হইতে পারে, গরুর লেজ ধরিয়া লোকে যে-ভাবে বৈতরণী পার হইবার কথা ভাবে, তেমনিভাবে এই ভদ্রলোক হয়তো গাধার লেজ ধরিয়া নির্বাচনী মহার্ণব পার হইবার চেষ্টায় ছিলেন। হয়তো তিনি বিশ্বাস করেন যে, সেই মহার্ণব পার হইবার ব্যাপারে—অন্তত তাঁহার ক্ষেত্রে—গাধাই শ্রেষ্ঠ সহায়; এবং সেই গাধাকেই যখন পাওয়া গেল না, তখন নির্বাচনের পথে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। বলা বাহুল্য, গাধার প্রতীক লইয়া নির্বাচনে নামিবার ইচ্ছাটা অনেকের কাছে হাস্যকর ঠেকিবে। কিন্তু বস্তুত ইহার মধ্যে হাসির কিছু নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রাট দলের প্রতীকও তো গাধা; এবং ওই প্রতীকটা যে ডেমোক্রাটদের সর্বদাই পথে বসাইয়া ছাড়ে, এমন তো নয়। গাধার প্রতীক লইয়া কেহ নির্বাচনে নামিলে অতএব ঠোঁট বাঁকাইবার কিছু ছিল না। বলিতে কী, গাধার তুলনায় বলদেরই বা এমন কী বুদ্ধি বেশী! উপরন্ত প্রতীকটা তো আর ধর্তব্য নয়, মানুষটাই বিচার্য। ভেক দেখিয়া সন্ন্যাসীর বিচার চলে না, তেমনি প্রতীক দেখিয়াই বা প্রার্থী বিচারের উপায় কই?

যৎকিঞ্চিৎ

বৃহত্তর কলিকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প ইদানীং কলিকাতায় নিয়মিত দুধ সরবরাহ করিতেছেন না। গত বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার প্রেস-নোটের মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অন্তত এক মাসের মধ্যে নিয়মিত দুধ সরবরাহের কোন সম্ভাবনা নাই, তিন-চার দিন অন্তর এক দিন দুধ না জুটিতেও পারে। দুধের এই অনিয়মিত সরবরাহের জন্য কর্তৃপক্ষ বেলগাছিয়ায় বোতলে দুধ ভরার যন্ত্রটি বিকল হওয়া এবং বোতলের অভাবের কথা জানাইয়াছেন। কলিকাতা শহরে বোতলের অভাবের কথা এই প্রথম শুনা যাইতেছে না, আগেও বোতলের অভাবে ক্রেতাদের পাত্র লইয়া দুধ আনিতে যাইতে হইয়াছে, এবারেও সে-ব্যবস্থা চালু করা হইত। অবশ্য বোতলে দুধ-ভরার যন্ত্রটি বিকল হইয়া থাকিলে বোতলের অভাবে দুধের সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। বোতলের অভাবের কারণও আমাদের নিকট রহস্য-জনক মনে হয়। কারণ পৃথিবীর কোন ডেয়ারিতেই কখনও দিনে হাজার বা চৌদ্দ হাজার বোতল ভাঙার কথা শুনা যায় নাই। বোতল ভাঙার ঘটনা সত্য হইলে, উহা বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ও জানা দরকার।

সরকারী দুধ

প্রতিটি বোতলের দাম ৪৭ পয়সা, তাই একমাত্র বোতল-সরবরাহকারী ছাড়া আর-কাহারও স্বার্থে দিনের পর দিন এই বোতল ভাঙার কাজ চালু থাকিতে পারে না। বোতল ভাঙা বন্ধ করিতে না পারিলে কাচের বদলে অন্য কোন বিকল্প পাত্রের সাহায্যে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার। দুধ শিশু ও রোগীর খাদ্য। অনিয়মিত দুধ সরবরাহের ফলে উহাদের ভাগ্যে প্রতিদিন দুধ জুটিবে না। শিশুদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ থাকিলে অর্থই হইতেছে উহাদের জীবন ও স্বাস্থ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা। দেখা যাইতেছে, দুগ্ধ-প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের এ ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নাই। নির্বাচনের কাজে কর্মীরা যাহাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, সে-জন্য এক মাসের মধ্যে বিকল যন্ত্রটি সচল করা বন্ধ থাকিতেছে না তো! কলিকাতার শিশুদের পুষ্টির ব্যাপারে এই অবহেলার যুক্তি নাই, সাফাই নাই।

কবিগুরুর মূর্তির শিরচ্ছেদ

আগরতলা অফিস

১২ ফেব্রুয়ারি—উমাকান্ত একাডেমির কাছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি গতকাল রাতে মাথা কাটা অবস্থায় দেখা যায়। দশ বছর আগে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

প্রাক-নির্বাচন সমীক্ষা (৫)

এবার কোচবিহারে প্রচারের ধরন আলাদা

কোচবিহারে এখনও নির্বাচনের হাওয়া ওঠেনি। অবশ্য রাজনৈতিক দল-গুলির চেষ্টার ত্রুটি নেই। আটটি আসনের জন্য প্রার্থীও পঁয়ত্রিশের বেশি।

দল প্রধানত আদি ও নব কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক, সি পি আই এম। বাংলা কংগ্রেস এবং উত্তরখণ্ডের প্রার্থী আছেন তবে সব আসনে নয়। গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে জেলার আটটি আসনের ছ'টিই পেয়েছিলেন অবিভক্ত কংগ্রেস—পরে তার পাঁচজন গিয়েছেন নবতে একজন আদিতে। বাকি দুটি আসন পান ফরওয়ারড ব্লক।

এবার দুই কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক এবং সি পি আই এম—প্রত্যেকেই আটটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন। একাধিক কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস এবং উত্তরখণ্ডেরও প্রার্থী থাকবে বলে শুনেছি।

কিন্তু এত প্রার্থী ও এত রাজনৈতিক দল আসরে নামা সত্ত্বেও বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। মাথাভাঙ্গার মদন বর্মণ কিম্বা তুফানগঞ্জের হীরু রায়ের একই কথা—'কুঠে ভোট?' কোথায় ভোট। দীনহাটার চাষী ধীরেন রায় কিন্তু ভোটের কথা শুনেছেন। আলোর পথে তাঁকে ধরেছিলাম। বললেন—'হ্যাঁ বাবুরা এপাকে আসিছে বটে' তবে 'কে পাশ হবেন' তা তিনি জানেন না।

সি পি আই এম কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীবীরেন দে সরকার কিন্তু স্বীকার করেন না যে, ভোটের টেমপো ওঠেনি। তাঁর বক্তব্যঃ তাঁরা গ্রামাঞ্চলে মিটিং করছেন। প্রচুর লোকও হচ্ছে। উৎসাহও আছে। প্রচণ্ড শীত এবং টিপটিপ বৃষ্টি উপেক্ষা করেও লোকে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের বক্তৃতা শুনেছেন। শুনেছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের মিটিং।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও সভা করে গেলেন। বিরোধীদের মতেও সে জনসমাবেশ অভূতপূর্ব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ সংশয়ও প্রকাশ করলেন 'দেখুন না, এই জমায়েতের প্রতিফলন ভোটের বাকসে কতটা হয়?'

নব কংগ্রেস কর্মী এবং নেতারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সফরে খুবই জোর পেয়েছেন। আদি কংগ্রেস এবং ফরওয়ারড ব্লকও মিটিং করছেন।

'টেকনিক বদল'

তবুও বাইরে থেকে ভোটের হাওয়া বোঝা না যাওয়ার একটা বড় কারণ এবার নির্বাচনী প্রচারের টেকনিক বদলেছে। এসব বড় বড় সভার কথা ছেড়ে দিলে 'ভোট-ফর' স্কোয়াড বা মিটিং-এর সংখ্যা কম। তার জায়গায় চলছে বাড়ি বাড়ি প্রচার। **প্রার্থী এবং দলের স্বেচ্ছাসেবকরা যতদূর সম্ভব বেশি করে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইছেন।**

কারণ হিসাবে ফরওয়ারড ব্লকের জেলা কমিটি সম্পাদক শ্রীদুর্গেশ নিয়োগী বললেন—ছ মাসের কাজ এক মাসে করতে হচ্ছে। কাজেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে ব্যাপক প্রচার না করতে পারলে হাওয়া তোলা যাবে না। এবার তাই স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যান্যবারের তুলনায় আরও বেশি তৎপর হতে হবে।

কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন লড়ছেন এ প্রশ্নের জবাবে সব দলই তাঁদের সর্ব-ভারতীয় নীতির কথা বললেন। কিন্তু স্থানীয়ভাবে কোচবিহারের উন্নতি, পাটের দাম কম হওয়ায় পাট চাষীর দুর্ভোগ, তামাক চাষীর সমস্যা, এই এলাকার অনগ্রসর অর্থনীতি এবং বেকারীর কথাও এসে পড়ছে।

এছাড়া ভোটের পর শান্তি আসবে কিনা গ্রামাঞ্চলে তাঁরা বিশেষ করে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন বলেও বহু স্বেচ্ছাসেবক আমাকে জানালেন।

খোঁজ করে জানা গেল, 'শারিরীক সংঘর্ষ' বা অন্যান্যভাবে এ পর্যন্ত কোচ-বিহারে জনা, বিশেক খুন হয়েছেন।' অবশ্য ইদানীং অন্যান্য জায়গায় তুলনায় কোচবিহারের অবস্থা শান্ত মনে হল। রাত নটায়ও দেখলাম রাস্তায় লোক, জেলা প্রদর্শনীতে দারুণ ভিড়, দোকানপশরায় যেন মেলা বসে গিয়েছে।

রাজনৈতিক নেতাদের আশা এ অবস্থাটা নির্বাচন পর্যন্ত থাকলে ভোট ভালই পড়বে।' এখানে বহু ক্ষেত্রেই শহরের থেকে গ্রামে ভোট পড়ে বেশি। তাই সব দল এখন গ্রামে শক্তি সমাবেশে ব্যস্ত।

সাম্প্রতিক কয়েকটি দল ভাঙ্গা-ভাঙ্গিতে গ্রামাঞ্চলের কোন কোন জায়গায় অবস্থা খানিকটা জটিল করে তুলেছে। কোচবিহার কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন এম এল এ শ্রীযতীন সিংহ, শ্রীরমণী রায় প্রভৃতি নব কংগ্রেস ত্যাগ করে আদিতে যোগ দিয়েছেন।

যতীনবাবুও দেখলাম খুব আশান্বিত। বললেন 'যেভাবে আমরা চলেছি মনে হয় ফল পাব।'

নব কংগ্রেসের নির্বাচন ইনচারজ শ্রীপ্রতাপ সিংহ কিন্তু মনে করেন এ দলত্যাগে তাঁদের ক্ষতি হবে না।

কোচবিহারে ফরওয়ারড ব্লকের প্রাক্তন এম-পি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী চলে এসেছেন নব কংগ্রেসে। গত নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থীকে ৪৩ হাজার ৮৩৬ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন।

কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে এবার তিনি নব কংগ্রেসের প্রার্থী। মেখলিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত ফরওয়ারড ব্লকের এম-এল-এ শ্রীঅমর রায় প্রধান তাঁর প্রতি-দ্বন্দ্বী। এই লোকসভা আসনে আদি কংগ্রেসের প্রার্থীও প্রাক্তন এম এল এ শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মণ। সি পি এমের পক্ষে লড়ছেন শ্রীনগেন রায়।

বিধানসভায়

বিধানসভা আসনের দক্ষিণ কোচ-বিহার কেন্দ্রের 'কালী-বিশু' লড়াই এবার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই কেন্দ্র থেকে অবিভক্ত কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে শ্রীসন্তোষ রায় (কালী) ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯-এ দুবারের নির্বাচনেই জয়ী হন। এবার তিনি নব কংগ্রেসের প্রার্থী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আদি কংগ্রেসের শ্রীসুধীরচন্দ্র নিয়োগী (বিশু)। ইনি প্রাক্তন এম এল সি এবং কোচবিহার কংগ্রেসের বহুদিনকার নেতা। শুধু তাই নয় এতদিন এঁরা দুজন রাজনৈতিক দিক থেকেই এক ছিলেন না—ছিলেন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে। 'দুই বন্ধুর' এ লড়াই তাই সবার কৌতূহল জাগিয়েছে। তার উপর ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীবিমল বসুও এবার এই কেন্দ্রে সরে এসেছেন। গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তিনি কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র থেকে জেতেন। এখানে সি পি এমের প্রার্থী শ্রীগোপাল সাহা—কোচবিহার লোকাল কমিটির সম্পাদক। তিনি এখন জেলে।

তুফানগঞ্জের চারটি অঞ্চল এই কেন্দ্রের অন্তর্গত। মোট ভোটারের শতকরা চল্লিশ জন তফসিলী সম্প্রদায়ের।

কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে হচ্ছে চেয়ার-ম্যান ভাইস চেয়ারম্যানের লড়াই। এ কেন্দ্রে নব কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসুনীলকুমার কর—কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান। ফর-ওয়ারড ব্লক প্রার্থী শ্রীমোহিতলাল চক্রবর্তী ওই পৌরসভার ভাইস চেয়ার-ম্যান। এখানে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীদ্বিজেন দত্তও অঞ্চল পরিষদের সভা-পতি। সি পি এমের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন শ্রীশিবেন চৌধুরী। সি আর পি খুনের একটি অভিযোগ সম্পর্কে তিনি এখন জেলে। বাংলা কংগ্রেসও এখানে দাঁড়াচ্ছেন।

কোচবিহার পশ্চিম কেন্দ্রে গত অন্ত-র্বর্তী নির্বাচনে জয়ী হন অবিভক্ত কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মণ। তিনি এবার লোকসভায় দাঁড়াচ্ছেন। আদি কংগ্রেসের হয়ে এ কেন্দ্রে এবার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করছেন শ্রীমুরারি পাটোয়ারি। নব কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীরজনীকান্ত দাস। ফরওয়ারড ব্লকের শ্রীধনেন্দ্রনাথ বর্মণ এবং সি পি আই এমের শ্রীসুধীর প্রামাণিক।

মাথাভাঙ্গার ৮টি অঞ্চল এই কেন্দ্রে পড়েছে। কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ গ্রাম্য। শহর দূরস্থান বড় গঞ্জ বা বন্দর পর্যন্ত নেই।

সিতাই কেন্দ্রে নব কংগ্রেসের প্রার্থী ডঃ মহম্মদ ফজলে হক। গতবার তিনি জেতেন। এখানে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শ্রীমোদনাথ রায় মণ্ডল। ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী দিনহাটা কলেজের অধ্যাপক হীতেন নাগ। সি পি আই এম প্রার্থী শহীদার রহমান।

এ কেন্দ্রে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা শতকরা ২৭।

ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীকমল গুহ এবারও দিনহাটা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আছেন নব কংগ্রেসের শ্রীযোগেশ সরকার। আদি কংগ্রেসের শ্রীজহীরুদ্দিন মিঞা, সি পি আই এমের শ্রীননীগোপাল রায়।

কমলবাবু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে এখান থেকে জেতেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅনিমেষ মুখার্জির কাছে তিনি হেরে যান।

মেখলিগঞ্জে ১৯৬৭, ১৯৬৯—দুবারই জেতেন ফরওয়ারড ব্লকের শ্রীঅমর রায় প্রধান। এবার তাঁকে লোকসভায় দিয়ে ফরওয়ারড ব্লক এখানে দিয়েছেন নতুন প্রার্থী শ্রীমিহিরকুমার রায়। তিনি মেখলি-গঞ্জের লোক। জনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অমরবাবু হলদিবাড়ির বাসিন্দা। এখানে নব কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীমণিভূষণ রায় স্থানীয় কংগ্রেসকর্মী। আদি কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ বর্মণ এবং সি পি আই এম প্রার্থী শ্রীক্ষীরপ্রসাদ বর্মণও নিজ নিজ দলের স্থানীয় কর্মী।

মাথাভাঙ্গায় এবারও সি পি আই এমের পক্ষে শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারও তাঁর প্রতি-দ্বন্দ্বী শ্রীবীরেন রায়। শ্রীডাকুয়া ১৯৬৭ সালে এই কেন্দ্রে জেতেন। ১৯৬৯ সালে অবিভক্ত কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীরায়ের কাছে হারেন। বীরেনবাবু এবার দাঁড়াচ্ছেন নব কংগ্রেসের টিকিটে। তাঁর অন্যান্য প্রতি-দ্বন্দ্বীর মধ্যে আছেন আদি কংগ্রেসের শ্রীকামিনী বর্মা এবং ফরওয়ারড ব্লকের শ্রীমুকুন্দ বর্মণ।

—বিধান সিংহ

শিক্ষাজগতে দুঃসময়, কলেজে কলেজে অনধ্যায়

বিশেষ প্রতিনিধি

বৃহত্তর কলকাতার বেশ কিছু কলেজে দিনের পর দিন ধরে অনধ্যায় চলছে। ক্লাশ বন্ধ। পরীক্ষা বন্ধ। অধ্যাপকেরা ক্লাশ নিতে সাহস পাচ্ছেন না, অধ্যক্ষরা প্রাণের ভয়ে সন্ত্রস্ত। প্রায় ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। একজন অধ্যক্ষের ভাষায়ঃ বাংলাদেশে এমন দুঃসময় আর আসেনি।

বর্তমানে কলকাতা ও আশে-পাশের যে সব কলেজ বন্ধ আছে তার একটি তালিকা প্রকাশ করা যাকঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ, মৌলানা আজাদ কলেজ, আশুতোষ কলেজ, মণীন্দ্রনন্দী কলেজ, শ্রীশচন্দ্র কলেজ, কাশীশ্বরী কলেজ, সেণ্টপলস কলেজ, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, যোগেশ চৌধুরী কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ, আশুতোষ কলেজ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সাময়িকভাবে বন্ধ স্কটিশ চার্চ কলেজ।

এতো গেল বন্ধ কলেজের কথা। যে সব কলেজ খোলা সেগুলির অধিকাংশ বন্ধেরই সামিল। প্রায়ই একটা না একটা কারণে ধর্মঘট। অ্যানুয়াল পরীক্ষা ও টেসট পরীক্ষা বন্ধ। হাঙ্গামা হবার ভয়ে কোথাও কোথাও ল্যাবরেটরি বন্ধ। লাইব্রেরীর সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নৈশ কলেজগুলিতে শেষের দিকে দুটো করে পিরিয়ড কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫৫ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা করে ক্লাস হচ্ছে। শিক্ষক ছাত্র সবারই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাড়া। ছাত্রদের উপস্থিতির হারও কমে গিয়েছে।

সংকট কখনও একা আসেনা। বন্ধ কলেজগুলিতে বেতন নেবার জন্য অফিস খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু পড়ার বদলে শুধু বেতন দিতে বহু ছাত্রের উৎসাহ নেই। একজন বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, কী করে অধ্যাপকদের বেতন দেব জানিনে। একেইতো বেসরকারী কলেজগুলোতে এত আর্থিক সংকট তার ওপর আদায় না হলে খুবই মুশকিলের কথা। উত্তরকলকাতায় ঐ বন্ধ কলেজের অধ্যক্ষ জানালেন, ইউ জি সির কাছে আমাদের ৭০ হাজার টাকা বিল বাকী পড়ে আছে। ১৫ শতের বেশী ছাত্র না নেবার ক্ষতিপূরণ বাবদ ঐ টাকা তাঁদের পাওনা। তদুপরি টুইশন ফিস আদায় হচ্ছে না।

বন্ধ কলেজগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ। গত ৪ ডিসেম্বর থেকে একনাগাড়ে ক্লাস বন্ধ। হামলার ফলে ফিজিকস ও বোটানির ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত। কলেজের ভিতর সঙ্গীন হাতে সি আর পি পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু কবে এ কলেজ খুলবে তার সঠিক হদিশ অধ্যক্ষ দিতে পারেন না। ও'রা ভয় পাচ্ছেন, খুললেই আবার যদি হামলা হয়। অধ্যাপকেরা আগে একবার বাড়িতে ক্লাস নিয়েছিলেন। এবার তাঁরা সাহস করছেন না। বিপন্ন ছাত্রেরা অধ্যাপকদের দরজায় দরজায় ধর্ণা দিচ্ছেন। তাঁদের কেরিয়র নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা।

প্রেসিডেন্সির ফিজিকস অনার্সের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রের সঙ্গে কথা হল। ন্যাশনাল ট্যালেণ্ট বৃত্তি পাওয়া ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করেছিল। ফিজিকসে যেখানে কম করে ১৮টি প্র্যাকটিক্যাল দরকার সেখানে ৮টি প্র্যাকটিক্যাল হয়েছে। হতাশ, বিমর্ষ ছেলেটি এবার মে মাসে তার সহ-পাঠীদের সঙ্গে ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসবে। টেসট দিতে হয়নি। সেকেণ্ড ইয়ারে ক্লাস কমই হয়েছে। এখন ফাইন্যাল পরীক্ষাও হবে কিনা কে জানে। জানাল, স্যরদের কাছে আমরা বার বার বলছি আমরা পড়তে চাই। কিছু ছেলের জন্য এভাবে আমাদের কেরিয়র নষ্ট করবেন না। তা ও'রা বলছেন, আমাদের নিরাপত্তা কোথায়?

প্রেসিডেন্সির একজন ছাত্রের অভিভাবক বেশ রুষ্ট হয়ে বললেন, ভাবতে পারেন আজ প্রায় আড়াই মাস ধরে একটি ছেলে বাড়িতে বসে। মনের ওপর সাংঘাতিকভাবে চাপ পড়ছে। কর্তৃপক্ষই তাদের অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন। মহাকরণে জবাব চাইতে গেলে জবাব দেবার লোক পাওয়া যায় না।

মণীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই তাঁদের কলেজ লাগাতার বন্ধ। সেকেনডইয়ার পুরো সেসনটাই মাটি। থারডইয়ারে যারা পড়ে, তাদের ক্লাসই এখনও শুরু হয়নি। প্রায় চার হাজার ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের হামলায়। অধ্যক্ষ বললেন, ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে পরীক্ষা-মূলকভাবে কলেজ খোলা হবে। হামলা হলে সামার ভেকেশান দিয়ে দেবেন। না, পুলিশ দিয়ে কলেজ খোলা রাখতে চান না। এতে আরও হামলা বাড়তে পারে।

আশুতোষ কলেজের একজন মুখপাত্র জানালেন, ২১ ডিসেমবর কলেজে হামলা হয়। তারপর ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ। ৬ জানুয়ারি খোলে। তারপর আবার গণ্ডগোল। ১৮ জানুয়ারি থেকে এখন কলেজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ ছুটিতে। কোন অধ্যাপক নাকি অস্থায়ী উপাধ্যক্ষের দায়িত্বভার নিতে রাজি হচ্ছেন না। অধ্যক্ষ অসুস্থ বলে ছুটিতে। নতুন উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হলে কলেজ খোলার চেষ্টা হবে।

এই ধরনের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সর্বত্র। অভিভাবক মহল অসহায়, নিদারুণভাবে বিভ্রান্ত। কয়েকজন শিক্ষক বললেন, শিক্ষা বাঁচানো শিক্ষক-দের একার দায়িত্ব নয়। অভিভাবকেরা যদি এগিয়ে না আসেন, তাহলে তাঁরা নিরুপায়। অভিভাবকেরা বলছেন, স্কুল-কলেজ চালু রাখার দায়িত্ব সরকারের। সরকার দায়িত্ব চাপাচ্ছেন অভিভাবক ও ছাত্রদের ওপর। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ঐ চরম নৈরাজ্য থেকে মুক্তি কি, এ প্রশ্ন অনেক শিক্ষাবিদকে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু কেউই কোন সঠিক পথের হদিশ দেখাতে পারেননি।

অবরোধ, তারচুরি ট্রেন চলায় বাধা

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ট্রেন চলাচল বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। কিছু সংখ্যক যাত্রী লাইনের উপর বসে পড়ে। এ ছাড়া রেলের কিছু কর্মচারীর ধর্মঘটও ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ।

শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় ৫ ও ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। একদল লোক চাঁদপাড়া ও বনগাঁ স্টেশনের মাঝে নতুন স্টেশনের দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে লাইনের উপর বসে থাকায় এই বিঘ্ন ঘটে।

এ ছাড়া রেলের তার চুরি হয়ে যাবার ফলে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটের মধ্যে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছি ও পাঁশকুড়ায় রেল কর্মী বিক্ষোভের ফলে এদিন এই রেলের হাওড়া-খড়গপুর বিভাগে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পুরী, বোমবাই প্রভৃতি কয়েকটি দূরপাল্লার অপ ট্রেন বাতিল হয়ে যায়। এবং মাদরাজ মেল দেরিতে ছাড়ে।

বন্যা-অগ্রিম দেবার দাবিতে সকালে সাঁতরাগাছির লোকো-কর্মীরা বিক্ষোভ ও লাইন অবরোধ করেন। এঁদের দাবি অবিলম্বে প্রতিশ্রুত বন্যা অগ্রিম দিতে হবে। বিক্ষোভের ফলে এই লাইনে সব বাষ্পীয় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে দূরপাল্লার ডাউন ট্রেনগুলি হাওড়ায় আসে। এবং বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলে কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

পরে কর্তৃপক্ষ কর্মীদের দাবি সম্পর্কে বিচার বিবেচনার আশ্বাস দিলে সন্ধ্যা সাতটায় অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। রাত্রে অবশ্য ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ঠিকা-কর্মীদের পাকা চাকরির দাবিতে একদল ঠিকা রেল কর্মী এদিন সকাল থেকে পাঁশকুড়া স্টেশনের কাছে বিক্ষোভ জানান। পরে, রেল কর্তৃপক্ষ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি এঁদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হলে সকাল নটায় অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়।

রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর ট্রেন বন্ধ

পলাশীর সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার সকালের দিকে রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। কালীনারায়ণপুর ও বীরনগরের মধ্যে বৈদ্যুতিক তার চুরির ফলেই নাকি ওই অঘটন।

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

কী নিয়ে মাথাব্যথা?

পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী ছাত্রসমাজকে জানাবার। দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানের প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র-যুবসমাজকে তাঁরা নকল করেন নি। ঘটনাটি এমন কি ঘটেছে? ভিয়েতনামে বৃষ্টি? বালিভিয়ার ঝড়? ম্যাকনামারার ভারত ভ্রমণ? তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। শুধুমাত্র ভারতীয় বিমান ছিনতাই এবং পাকিস্তানের উসকানি ও সাহায্যে তার নিশ্চিহ্নকরণ। এর জন্যই অন্যান্য প্রদেশে ছাত্র-যুব মনে এত বিক্ষোভ? পুলিশের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে বলা—জাতীয় অপমান অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করি। হায়! হায়! পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবর রহমনও প্রতিবাদে মুখর। নিশ্চয়ই তিনিও বুরজোয়া শোধনবাদী! প্রগতিশীল বামপন্থীরা যে-কলকাতা করপোরেশন কুক্ষিগত করবার পর মশক-দংশন সামলাতে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলেছেন তাঁরা তো পাকিস্তানের এই দংশনকে আমলই দেন নি। মুলতুবি প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করে দিয়েছেন। ভুট্টোগোষ্ঠীর প্রকাশ্য সমর্থনে বিমান-দস্যুরা যে কার্যে নেমেছে তা তাদের জন্মদাতা পিতাকে বিচলিত করতে পারে, কারণ তিনি নিশ্চয়ই ইঙ্গ-মারকিন গোষ্ঠীর দালাল বা একজন শ্রেণীশত্রু! কিন্তু প্রকৃত গণ-আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত অন্তর্জাতিক মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যাকার ছাত্রনেতারা এই ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? —তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৪।

পল্লী যুবকদের বীরত্ব

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর থানার অধীন দোনাইপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রায় ১০০ ঘর লোকের বাস। এ বছর পর পর দু'বার উক্ত গ্রামে ডাকাতি হয়। গত ২৭ জানুয়ারি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত্রি ছিল এবং রাত্রি ১২টার সময় ১৫।১৬ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত গ্রামের পাটিকাড়ি মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয়। পরিবারের লোকজনদের অযথা প্রহার ও ভীতি প্রদর্শন করে নগদ টাকা অলঙ্কার তৈজসপত্র প্রভৃতিতে ৪।৫ হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র অপহরণ করে। ইতিমধ্যে বাড়ির একটি স্ত্রীলোক ডাকাত দলের ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সুযোগে একদিকের কাটার বেড়া ডিঙিয়ে অন্য বাড়িতে যায় এবং গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তোলে। সংবাদ পাওয়ামাত্র দোনাইপুর যুবক সংঘের সভ্য শ্রেণীর কিশোর ও তরুণ যুবক দল ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা এসে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে ডাকাতেরা তাদের কাজ শেষ করে পলাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ও মুহুর্মুহু বোমা ফাটাতে ফাটাতে গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। উক্ত তরুণ যুবক দল (যাদের বয়স ১৮ থেকে ২৪ বৎসরের বেশী হবে না এবং কয়েকজন দারুও ছিল) সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে উক্ত মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত ডাকাত দলের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ডাকাত দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে কয়েকজন ডাকাত ও একজন তরুণ গ্রামবাসী বোমার আঘাতে কিঞ্চিৎ জখম হয়। কিন্তু যুবকদল তাতে দমেনি ও পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হয়নি। অবশেষে গ্রাম থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে মাঠের মধ্যে দুজন ডাকাত হঠাৎ জলের মধ্যে পড়ে যায় তখন তরুণ দল তাদের ঘিরে ফেলে এবং সংঘর্ষে একজন ডাকাত মাঠে মারা যায় এবং একজনকে আহত অবস্থায় যুবকেরা কাঁধে করে রাত্রি ৩টার সময় গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসে। প্রায় দু' মাইল দূরে লাভপুর থানা। সেখানে অতিপ্রত্যুষেই এই লোমহর্ষক ঘটনার সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু থানা থেকে কোন পুলিস না আসায় জেলা ম্যাজিসট্রেটকে টেলি-ফোনে জানানোর পরে বিকাল ৩।৪টার সময় সিউড়ি ও লাভপুর থেকে পুলিশ আসেন ও তদন্ত করেন এবং ধৃত ডাকাতকে চালান দেন ও মৃত ডাকাতের লাশ নিয়ে যান। দোনাইপুর যুবক সংঘের কিশোর ও তরুণ সভ্যগণের এই অসাধারণ সাহসিকতা নিঃসন্দেহে অতীব প্রশংসনীয় ও পুরস্কারের যোগ্য। আমার বিনীত প্রার্থনা, বীরভূম জেলা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশদভাবে তদন্ত করার পর উক্ত সংঘের যুবকদের মধ্যে গ্রামরক্ষীদল গঠন করে তাদের ক্যাপটেনের হাতে একটি বন্দুক দেবার ব্যবস্থা এবং তাদের উৎসাহিত করার জন্য কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করুন।—শশধর মণ্ডল, বীরভূম।

পলিটেকনিকের শিক্ষক

পলিটেকনিক আরম্ভ হবার সময় থেকে বহিরাগত শিক্ষকগণ আমাদের জন্য পারট টাইম শিক্ষকতা করে আসছেন। তাঁদের শিক্ষকতায় সমস্ত ছাত্রগণ খুবই লাভবান হয়েছেন। সাত বৎসর পর হঠাৎ কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ কারণ না দেখিয়ে তাঁদের অপসারিত করে দিবা বিভাগের শিক্ষকদের ঐ সমস্ত পদে বহাল করা হয়েছে। এই কারণে সান্ধ্যবিভাগের সমস্ত ছাত্রই খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং ক্লাস বর্জন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে চলতে থাকলে ছাত্ররা কোনরকম বাধানিষেধ মানবেন না, পরিশেষে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এই রকম পরিস্থিতিতে পলিটেকনিকে অচলা-বস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্ররা মনে করেন যদি দিবা বিভাগের শিক্ষকদেরই প্রয়োজন তাহলে পলিটেকনিক প্রথম আরম্ভকালীন সময় থেকেই তাঁদের নিয়োগ করা যেত।

আবার পলিটেকনিকের প্রধান (কো-অরডিনেটর) এক বছর হল সান্ধ্যবিভাগে অনুপস্থিত।

আমি পলিটেকনিকের কো-অরডিনেটর মহাশয়কে জানান সত্ত্বেও ছাত্রদের জন্য যথোপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এই রকম পরিস্থিতিতে আমি ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পলি-টেকনিকের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছাত্রদের দাবিগুলি নীচে দিলামঃ—

১। পুরাতন বহিরাগত শিক্ষকদেরই নিজ নিজ পদে বহাল করতে হবে।

২। নতুবা একেবারে বেকার শিক্ষিত-দের ঐ সকল পদে নিযুক্ত করতে হবে।

৩। নতুন কো-অরডিনেটর দিতে হবে।—ভবানীপ্রসাদ ব্যানারজি, সাধারণ সম্পাদক, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা পলিটেক-নিক (সান্ধ্য বিভাগ)।

এ ছাড়া

গত ২৬-১০-৭০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্লক সিড ফারম, জামালপুর, পোঃ মসাগ্রাম, জেলা বর্ধমান থেকে (বই নং ৩, রসিদ নং ৫০০৪৭৩) বোরো চাষের জন্য ২৪ কেজি লাঠিশাল ধান খরিদ করি। কিন্তু উক্ত ফারম ম্যানেজার মহাশয়ের নির্দেশমত যথাযথ তত্ত্বাবধান করা সত্ত্বেও বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় নি। আমার মত স্থানীয় বহু চাষী একই ফললাভ করেছেন। ফলে বীজের অভাবে বন্যা-পীড়িত কৃষিজীবীদের অসুবিধার অন্ত নেই।

ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার দিকে কৃষি-বিভাগ যেন দৃষ্টি দেন। —শ্রীহরনাথ মিত্র, বর্ধমান।

বিশেষজ্ঞ কমিটিতে বৈমানিকদের প্রতিনিধি এখনো যাননি

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—ইনডিয়ান কমারসিয়াল পাইলটস অ্যাসোসিশেন টেকনিকাল কমিটিতে ২ জন প্রতিনিধি এখনো পাঠাতে পারেননি। আভরা যাত্রী বিমানের কুশলতা ও সামর্থ্য যাচাই করার জন্য সরকার এই কমিটি গঠন করেছিলেন।

এই বিমানের ওড়ার সামর্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে গত ডিসেমবরে বৈমানিকরা আন্দোলন করেছিলেন। মাসাধিককাল-আগে অ্যাসোসিয়েশনকে দুজন প্রতি-নিধি ওই কমিটিতে মনোনীত করে পাঠাতে বলা হয়। কিন্তু কোন প্রতি-নিধি না আসায় গতকাল প্রথম কমিটির বৈঠক বসেছিল। মাসখানেক পরে কমিটি রিপোরট পেশ করবেন। —পি টি আই

পৌরকর্মী ধর্মঘট পিছিয়ে দেওয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গ পৌরকর্মী ফেডা-রেশনের অ্যাকশন কমিটি জানিয়েছেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীকিদোয়াইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হওয়ায় ১২ ফেব্রুয়ারি মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বসিরহাটের সভায় হামলার অভিযোগ অস্বীকারে সি পি এম

নিজস্ব সংবাদদাতা

মারকসবাদী কমিউনিসট পার্টির ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীনীরেন ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, বসিরহাটে সি পি আইয়ের সভায় বোমা পড়ার ব্যাপারে তাঁদের দলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা অসত্য।

বাংলা কংগ্রেস
'সুবিধাবাদী স্থানীয়ভিত্তিক সমঝোতার বিরুদ্ধে'

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যের কোথায়ও কোনও দলের সঙ্গে 'সুবিধাবাদী স্থানীয়ভিত্তিক সমঝোতা' করবেন না—শুক্রবার বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলী দলের সমস্ত লোক্যাল ইউনিটের প্রতি ওই নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

এদিন সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পর দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল-ধাড়া সাংবাদিকদের কাছে ওই সংবাদ দেন।

রাজ্যের কোন কোন জায়গায় বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে ওই দলের কাছে খবর এসেছে। এজন্য তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে 'গণতান্ত্রিক সংহতির' শরিক দলের বাইরে অন্য কোন দলের সঙ্গে যাতে বাংলা কংগ্রেসের কোনরকম সমঝোতা না হয় তার প্রস্তাব নেন।

প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলা কংগ্রেস কোনরকম গোঁজামিল জাতীয় সমঝোতায় আস্থাশীল নয়। এই দল সমমনোভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদী গণ-তান্ত্রিক দলের একটি নির্বাচনী ফ্রনট চেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কয়েকটি দল ইতিহাসের শিক্ষা থেকে পাঠ নেওয়ায় ব্যর্থ হন এবং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলান না। অবশ্য কয়েকটি দল যেমন পি এস পি এবং এস এস পির একাংশ এবং এস পি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে গণতান্ত্রিক সংহতি নামে একটি জোট গঠন করে। লক্ষ্য হচ্ছে জনবিরোধী, জাতীয়তা বিরোধী বিভেদপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

শ্রীধাড়া জানান, স্থানীয়ভিত্তিক সম-ঝোতার ব্যাপারে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত চেষ্টা হয়েছে। 'আমার কাছেও কয়েকটি দল অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি আমল দিইনি।'

শ্রীধাড়া জানান, বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলী বৃহস্পতিবার বসির-হাটে সি পি আই নেতাদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে নির্বিঘ্নে প্রচার-প্রচারণা করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত্রে হুগলি জেলার বিনপুকুরে অধ্যাপক জয়দেব বন্দ্যো-পাধ্যায় নামে একজন বাংলা কংগ্রেস কর্মীকে আক্রমণের উল্লেখ করেও শ্রীধাড়া এই ঘটনার নিন্দা করেন। শ্রীধাড়া জানান অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধাড়া বলেন, 'আমি বাংলা দেশের সব জেলাতেই সম্প্রতি ঘুরে ফিরেছি। আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি সি পি এম কোন অবস্থাতেই এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তবে আমি বিশ্বাস করি এবার কোন একটা দল ক্ষমতায় আসবে।'

শ্রীধাড়া বলেন, আমাদের নির্বাচক-মণ্ডলী বেশ সচেতন। তাঁরা এবার হিসেব নিকেশ করেই ভোট দেবেন।

বাংলা কংগ্রেসের অফিস সূত্রে জানা যায় ঃ বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সংহতির রাজ্য বিধানসভায় ১৬৫ থেকে ১৭০টির মত প্রার্থী রয়েছেন এর মধ্যে ১৫০ থেকে ১৫৫টির মত বাংলা কংগ্রেসের। বাকি ১৫টি সংহতির অন্য তিন শরিকের।

বাংলা কংগ্রেসের বিধানসভা প্রার্থী তালিকা থেকে দেখা যায় এই দল গত ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে সি পি এম জয়ী হয়েছে এমন ৩৮টি আসনে, সি পি আই জয়ী হয় এমন ১৭টি আসনে, ফরওয়ারড ব্লক জয়ী হয় এমন ৮টি আসনে, এস ইউ সি জয়ী হয় এমন ৬টি আসনে, কংগ্রেস জয়ী হয় এমন ২৫টি আসনে, আর এস পি জয়ী হয় এমন ৫টি আসনে এবং অন্যান্য দল জয়ী হয় এমন ১৪টি আসনে এবার লড়াই করছে।

পূর্বতন বিধানসভার বাংলা কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে এবার ১১ জন নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না।

এই এগার জন হচ্ছেন ঃ শ্রীসাহাদৎ হোসেন (ফরাক্কা), শ্রীকুবের হালদার (সাগরদীঘি), শ্রীঅবিনাশ বসু (কুমার-গঞ্জ), শ্রীসলিল মণ্ডল (চাপড়া), শ্রীবিশ্বব্রত রায়চৌধুরী (মুগবেড়িয়া), শ্রীনিরঞ্জন ভদ্র (কোতলপুর) শ্রীদেবেন দাশ (দাঁতন), শ্রীদ্বারিকাপ্রসন্ন রায় (মহম্মদ বাজার), শ্রীঅবনী সাহা (ইন্দাস), শ্রীমতী পারুল সাহা (গাইঘাটা), শচীন মণ্ডল (মগরাহাট পশ্চিম)।

জ্যোতিবাবুই বা কেন তমলুকে দাঁড়াচ্ছেন না ?

—সুশীল ধাড়া

স্টাফ রিপোরটার

"শ্রীজ্যোতি বসু কেন তমলুকে দাঁড়ালেন না? আমরা ত কিছুদিন আগেই জ্যোতিবাবুকে তমলুকে দাঁড়ানোর জন্য চ্যালেনজ জানিয়ে-ছিলাম।"

বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া শুক্রবার সাংবাদিকদের কাছে ওই কথা বলেন।

জনৈক সাংবাদিক শ্রীধাড়াকে প্রশ্ন করেছিলেন, সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন—"সাহস থাকে ত অজয়বাবু তমলুক ছেড়ে দিয়ে শুধু বরানগরে দাঁড়ান।" আপনি কী বলেন?

তির্যক

দীনবন্ধু স্মরণ

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন এনডরুজ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের চেষ্টা করেছিলেন। এবং একাজের জন্য ভারতীয়দের প্রধান ত্রুটিগুলি উল্লেখ করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি।

দীর্ঘ ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মত মানুষকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, আজ সেখানে 'দীন' এনডরুজকে আমরা কীভাবে সম্মান দেখাবো।

শ্রীকাকাসাহেব কালেলকর এনড-রুজকে ইংরাজদের মধ্যে তাঁর দেখা সবচেয়ে বড় 'সন্ত' বলে অভিহিত করেন।

অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলা-নবিশ বলেন, এনডরুজ শুধু হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধির আলোকে বিচারকরে ভারতকে ভালবেসেছিলেন।

স্বাগত জানিয়ে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, বিশ্বভারতীর জন্য আর কোন বিদেশী তাঁর মত দান করেন নি। বলা বাহুল্য ভারতের জন্য তিনি আত্ম নিবেদন করেছিলেন। শ্রীসীতা-রাম সাকসেরিয়াও বক্তৃতা করেন।

সমাধিস্থলে

সকালে এনডরুজের সমাধিস্থলের অনুষ্ঠানে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রদ্ধা জানান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সচিব বিচারপতি শ্রী এস এ মাসুদ ও বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরণজিৎ রায় সমাধিতে মালা দেন।

সেনট পলস গিরজায়

সন্ধ্যা ৬টায় সেনট পলস গিরজায় দীনবন্ধু শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে দীনবন্ধু জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উৎসব শুরু হয় বিশপস কলেজের কয়ার ও অক্সফোর্ড মিশন অরকেস্ট্রা দিয়ে। দীনবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পশ্চিম-বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান।

ব্রিটেনের ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রীমাইলস ছিলেন প্রধান বক্তা। সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন কুমারী সুকৃতি চক্রবর্তী।

কলকাতার আর্চ বিশপ এল টি পিকাচে ও বিশপ শ্রীঅমৃতানন্দও দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে বলেন দীনবন্ধু ও নিবেদিতা এ দুজনই ভারতে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ উপহার। অসট্রেলিয়ার কলকাতায় ডেপুটি হাই কমিশনার, ইয়ং মেনস ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সৌরভ মুখারজি প্রমুখেরাও দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীমাসুদ ন্যাশনাল কমিটি ও বিশ্ব-ভারতী, শান্তিনিকেতনের তরফ থেকে দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শান্তিনিকেতনে

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ১২ ফেবরুয়ারি—আজ এখানে মন্দিরে দীনবন্ধু স্মরণ উপাসনায় আচার্যের কাজ করেন ফাদার দাঁতিয়েন। বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন মোহনলাল বাজপেয়ী। এনডরুজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর লেখা পড়া হয়, গানও হয়। চীনভবন হলে এক আলোচনা-চক্র, তাতে সভাপতি ছিলেন জি রাম-চন্দ্রন।

রবীন্দ্রভবনে এনডরুজ সম্পর্কে এবং কলাভবনে এনডরুজের আঁকা ছবি নিয়ে দুটি প্রদর্শনী হয়। বিশ্ব-ভারতীর সব বিভাগ এইদিন বন্ধ থাকে।

সেনট পলস গিরজার অনুষ্ঠানে দীনবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করছেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

১৫ ফেবরুয়ারি থেকে পঃ বঙ্গে পরিবারভিত্তিক ভূমি আইন চালু

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার রাজ্যপালের ভূমি রাজস্ব দফতরের উপদেষ্টা শ্রীসুকুমার মল্লিক মহাকরণে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, আগামী ১৫ ফেবরুয়ারি থেকে সম্প্রতি সংশোধিত পরিবার-ভিত্তিক ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর হচ্ছে।

শ্রীমল্লিক বলেন, সরকার আশা করেন, ওই সংশোধনের ফলে ২ থেকে ৩ লক্ষ একর জমি সরকারে বর্তাবে এবং তা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য পাওয়া যাবে। সেচযুক্ত এলাকায় ৫ জনের অধিক পরিবার ১২॥ একর (৫ হেকটেয়ার) এবং সেচহীন এলাকায় পরিবার প্রতি ১৭॥ একর (৭ হেকটেয়ার) জমি সর্বোচ্চ বলে ধার্য হবে।

মাছের ভেড়ি এবং মাছ চাষের পুকুর ইত্যাদি ওই আইনের আওতায় পড়বে না।

দুর্গাপুরে ইসপাত কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

মোটের উপর সম্মত হন। কিন্তু আই এন টি ইউ সি পরিচালিত হিন্দুস্থান স্টিল ওয়ারকারস ইউনিয়ন কয়েকটি ব্যাপারে দ্বিমত হন এবং আরও বর্ধিত হারে 'ইনসেনটিভ' দাবি করেন।

কলকাতায় শ্রম কমিশনারের দফতরে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে পরি-চালন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন পারসোনেল ম্যানেজার শ্রী এস সি সরকার প্রভৃতি। আই এন টি ইউ সি পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীলাবণ্য ঘটক এবং সম্পাদক শ্রীআনন্দগোপাল মুখো-পাধ্যায়। বৈঠকের পর তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শ্রম কমিশনার বলেন, শনিবার তিনি এই বৈঠক সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে একটি রিপোরট দিতে পারেন।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

রাত্রে পি টি আই-এর মাধ্যমে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত দুর্গাপুর ইসপাত কারখানার কর্তৃপক্ষ বলেন যে, কর্তৃপক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক সাহায্য এবং সংশোধিতভাবে উৎসাহ-দান 'স্কিম' চালু করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আপস আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। এই 'স্কিম' গ্রহণ করলে সকল কর্মীর আয় অনেকটা বেড়ে যেত বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা।

যান্ত্রিক গোলযোগে দিল্লিগামী ক্যারাভেল বিমান দেরিতে ছাড়ে

স্টাফ রিপোরটার

যান্ত্রিক ত্রুটি থাকায় শুক্রবার কলকাতা থেকে দিললিগামী ভারতীয় বিমানবাহিনীর ক্যারাভেল বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

সকালের ক্যারাভেলটি বিলম্বে সকাল ৭টার কিছু পরে দমদম ছেড়ে যায়।

মুদ্রাস্ফীতি জাতীয় চরিত্রের 'সংকট'

— এইচ ভি আয়েঙ্গার

বোমবাই, ১২ ফেবরুয়ারি—রিজারভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভরনর শ্রী এইচ ভি আয়েঙ্গার আজ এখানে বলেন, ভারতে মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার সমাধানের রাস্তা হল ঃ কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলাপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ। উৎপাদন বাড়াবার জন্যও আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করতে হবে।

সর্বস্তরের মানুষ যদি উৎসর্গিত মন নিয়ে কাজ করেন এবং শৃঙ্খলা-পরায়ণ হন—তাহলে দ্রুত আর্থিক উন্নতি করা যায়। তাহলে স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হবে না।

তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন, স্বাধীন গণতন্ত্রে আমরা এ-পথ না নিলে শেষ পর্যন্ত হয়ত একনায়কত্বের দুর্ভোগ ও বিভীষিকার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হতে পারে।

সিডেনহাম কমারস কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী ট্রাসটের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা চক্রের দ্বিতীয় বক্তৃতায় শ্রীআয়েঙ্গার ওই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

তিনি মুদ্রাস্ফীতিকে জাতীয় চরিত্রের সংকট বলে অভিহিত করেন। মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বাড়াতেই হবে। শিল্পোৎপাদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলি উৎপাদন সম্পর্কে আগ্রহী নয়—তারা মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারেই শুধু আগ্রহী।

—পি টি আই

অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

বেঙ্গল চেমবার অব কমারসের অনুষ্ঠানে বি বি ঘোষ

স্টাফ রিপোরটার

আজকাল দলে দলে সংঘর্ষ চলছে; অনেক জায়গায় উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবণতা। জীবনহানি ঘটছে। অনেকের মনে আশঙ্কা জাগছে, এ রাজ্যে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। শুক্রবার রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ ওই পরিস্থিতির উল্লেখে ঘোষণা করেন, যাতে অবাধ নির্বাচন হতে পারে এবং ভোটদাতাগণ নির্ভয়ে তাঁদের মনোনীত সরকার গড়তে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শ্রীযুত ঘোষ এদিন বেঙ্গল চেমবার অব কমারস অ্যানড ইনডাসট্রির বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি। আশা প্রকাশ করেন, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত স্থায়ী সরকারই বর্তমান রাজ্যের পরিস্থিতি উন্নয়নে সক্ষম হবে।

এদিন শ্রীঘোষ তাঁর দীর্ঘ ভাষণে রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা, বেকার সমস্যা, নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করেন।

তিনি শিল্পপতিদের প্রতি বলেন, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির উন্নতি হলে তাঁরা অর্থ বিনিয়োগ করবেন, এই মনোভাব অনুযায়ী কাজ করলে তাঁরা ভুল করবেন। রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং এই রাজ্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে নিঃসংশয়চিত্তে তিনি শিল্পপতিদের নিকট এই রাজ্যে শিল্প প্রসারের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে তিনি বণিকসভাগুলিকে উদ্যোগী হতে বলেন।

বেকার যুবকদের স্ব-নির্ভর হবার জন্য সরকার ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে সাহায্য দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সরকার থেকে নানা প্রকার সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে বলে শ্রীঘোষ জানান।

প্রারম্ভে বেঙ্গল চেমবার অব কমারস অ্যানড ইনডাসট্রির সভাপতি শ্রী এ কে সেন তাঁর ভাষণে রাজ্যের নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭১-৭২ সালের জন্য সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীভাস্কর মিত্র এবং সহ-সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন শ্রী এ এন হাকসার।

লাওসে জরুরী অবস্থা ঘোষণা

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

পারেন এবং তা কো-চেয়ারম্যানদের কাছে (ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন) পাঠাতেও পারেন। কিন্তু কো-চেয়ারম্যান দুজনের একজন অপরজনের সঙ্গে একমত নন বলে এতে কোন লাভ হবে না। কমিশন অবশ্য ঘরোয়াভাবে আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

কয়েকজন সাংবাদিক নিহত

সায়গন, ১১ ফেবরুয়ারি—লাওসের যুদ্ধে গতকাল এগারোজন অসামরিক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন সাংবাদিক এবং বিভিন্ন পত্রিকা বা সংবাদ-সংস্থার ফোটোগ্রাফার। আশংকা করা হচ্ছে যে, এঁদের কেউই বেঁচে নেই। একটি দক্ষিণ ভিয়েতনামী হেলিকপটারে করে এঁরা যখন হো চি মিন সড়কের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হেলিকপটার-টিকে গুলি করে ফেলে দেওয়া হয়।

নিহতদের মধ্যে আছেন—জাপানের এক সংবাদ সংস্থার কর্মী কেইশা-বুরো সিমামোতো, দঃ ভিয়েতনামী সামরিক বিভাগের ফোটোগ্রাফার সারজেনট তু ভু, এ পি-র ফোটো-গ্রাফার হেনরি হুয়েট, লাইফ পত্রিকার লারি ব্যারোজ ও ইউ পি আই-এর ফোটোগ্রাফার কেনট পোটার। এছাড়া ছিলেন দুজন প্রবীণ দঃ ভিয়েতনামী অফিসার ও কর্মী এবং চালক মিলিয়ে চারজন।

এইদিন আরও একটি দঃ ভিয়েত-নামী হেলিকপটার ধ্বংস হয়েছে।

গঙ্গারামপুরেও ১০ মারচ নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

ষ্ঠিত হয়, সরকার সেজন্য সব রকম চেষ্টা করছেন।

মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবন বলেন, গঙ্গারামপুর কেন্দ্রের ক্ষেত্রে মনো-নয়নপত্র পেলে শেষ তারিখের পর এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখের আগে ডাঃ ভূপেশ চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। তাই ওই কেন্দ্রে সি পি আই-এর কোন প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ এখন আর নেই। কিন্তু তাই বলে আইনের বিধান তিনি যা বুঝেছেন, তাতে ওই কেন্দ্রে নতুন নির্বাচনের আদেশ দেওয়ারও কোন সুযোগ নেই। একমাত্র মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর নির্বাচন প্রার্থীদের কারো মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে নতুন করে নির্বাচন করার বিধান আছে। এ সম্পর্কে তিনি কয়েক বছর আগে বিহারের একটি কেন্দ্রের জনৈক প্রার্থীর মৃত্যুর "কেস ল-এর" উল্লেখ করেন। শ্রীরাঘবন বলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি বৃহস্পতিবারই মুখ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে (দিল্লিতে) পরামর্শ করেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ওই কেন্দ্রে যথারীতি ১০ মারচ নির্বাচন হবে।

প্রার্থীদের পুলিশ পাহারা দেওয়ার প্রশ্ন

বর্তমান আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতির পটভূমিকায় কোন নির্বাচন প্রার্থী পুলিশ পাহারা দেওয়ার জন্য সর-কারের কাছে অনুরোধ করেছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঘোষ বলেন, কিছু প্রার্থী "প্রটেকশন" চেয়েছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে তা দেওয়া হয়েছে। ওই ধরনের কোন অনুরোধ এলে সরকার সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে যথারীতি ব্যবস্থা নেবেন।

এস ইউ সি-র নির্বাচনী ইস্তাহারে অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের যে দাবি উঠেছে, সে সম্পর্কে শ্রীঘোষ বলেন, অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নও ওঠে না।

সুন্দরায়ার মতে কেন্দ্রে ইন্দিরাজী জিতবেন

বিজয়বাড়া, ১২ ফেবরুয়ারি—সি পি এম-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরায়া বলেছেন যে, কেন্দ্রে আপাতত 'প্রতিক্রিয়াশীল জোট' সরকার গড়তে পারবে না। তাঁর ধারণা, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবেন। তবে এবার শ্রীমতী গান্ধীকে সি পি আই, ডি এম কে এবং আদি কংগ্রেসের একাংশের সাহায্য নিতে হবে।

শ্রীসুন্দরায়া অভিযোগ করেন যে, কেরল ও পঃ বঙ্গে সি পি আই নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সি পি এম-কে ধ্বংস করতে চাইছে।

শ্রীসুন্দরায়া নির্বাচনী সফরে অনধ্রে এসেছেন।

ভারতে আজ বদলের পক্ষে-বিপক্ষে শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে

— শ্রীমতী গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ ফেবরুয়ারি—ভারতে আজ এক দিকে পরিবর্তনের পক্ষে এবং অন্য দিকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত চলেছে। সব দেশেই কোন-না-কোন সময়ে এরকম ঘটে। তবে ভারত দেশ হিসাবে বৃহৎ ও বিচিত্র বলে, আমাদের সমস্যা ব্যাপক বলে, আর সারা দুনিয়ার চোখের সামনে শান্তিপূর্ণ-ভাবে ঘটছে বলে গোটা ব্যাপারটা বাইরে থেকে খুব নাটকীয় বলে মনে হতে পারে। —প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 'ফরাসী জাতীয় রেডিও' সংস্থার প্রতিনিধি শ্রীজাঁ পোজিয়ু-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, ভারত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রই জনগণের অধিকারের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। চেষ্টা যা চলছে তা শুধু গণতন্ত্রকে আরও অর্থবহ করে তোলবার জন্যই।

বিভিন্ন বিষয়ে ইন্দিরাজীর অভি-মতের মর্ম এইরকম ঃ

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলায় ভারত আগ্রহী। সেজন্য হুমকি ও উসকানিমূলক অপপ্রচার বন্ধ হওয়া দরকার। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ রচিত হলে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভাবা যাবে।

কৃষি ও শিল্প। তথাকথিত সবুজ-বিপ্লবের ফলে সেচকরা জমির মাত্র এক-পঞ্চমাংশে সুফল ফলেছে। সেচের কাজ ভালোভাবে চলছে। বীজ ও সার সরবরাহের কাজও ভালোভাবে হচ্ছে। কৃষিতে অনেক অগ্রগতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু আরও হওয়া দরকার।

বৃহৎ শিল্পে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত স্বয়ংভর হয়েছে। কিছু কিছু বড় জিনিস (যেমন, বয়লার) বিদেশে প্রতিযোগিতা করে বিক্রি করার 'অরডার' পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক রূপান্তর নয়, উন্নততর জীবনযাত্রার মানের জন্যও চেষ্টা চাই। আর এখানেই কিছু লোক পরিবর্তনে ভয় পাচ্ছেন। এঁরা হলেন তাঁরা, যাঁরা এতকাল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, তিনি সব রকমের গান ভালো-বাসেন। তবে তাঁর বিশেষ পছন্দ—লোক-সংগীত এবং মার্গসংগীত। পাশ্চাত্ত্য 'ক্লাসিকাল'ও তাঁর পছন্দ।

তিনি জানান যে, তিনি ব্যালে এবং শান্তিনিকেতনে থাকতে মণিপুরী নাচ কিছু-কিছু শিখেছিলেন কিন্তু পরে আর চর্চা করতে পারেন নি। তবে নাচ দেখতে তাঁর ভালো লাগে।

আর তাঁর বিশ্বাস যে, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক জীবন, ঘরের জীবন, বাইরের জীবন—এ সবই একই ব্যাপার। জীবনকে টুকরো-টুকরো দেখা যায় না, আর বোধ হয় সেভাবে দেখা ঠিকও নয়।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

মেডিকেল কলেজে হঠাৎ কর্মী ধর্মঘট

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

জানা গিয়েছে যে, শুক্রবার বিকালে মহাকরণে স্বাস্থ্য বিষয়ে রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীকিদোয়াইয়ের সঙ্গে কর্মী প্রতিনিধিদের আলোচনার ভিত্তিতে এই মীমাংসা হয়। স্থির হয়েছে, উক্ত নারসকে যে অরডার দেওয়া হয়েছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হবে। ইতিমধ্যে সোমবার পর্যন্ত তিনি ছুটিতে থাকবেন। সোমবার আবার এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ওই নারসকে বদলির বিষয়টি আলোচিত হবে।

এদিন হঠাৎ রোগী ভরতি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং আউটডোরে ওষুধ বিতরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপস্থিত রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। কার্যত সুপারিনটেনডেনট ডাঃ ডি রায়মহাশয় এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট ডাঃ এম এল দত্ত রায় তাঁদের কক্ষে আটক হয়ে থাকেন। ডাঃ রায়মহাশয় বিকালে মহাকরণের বৈঠকে যোগ দিতে পারেন নি।

সকালে রান্না হয়ে যাওয়ার পর কর্মবিরতির দরুন ছাত্র ও স্টাফেরা রোগীদের খাদ্য বিতরণ করেন। রাত্রে দুধ রুটির ব্যবস্থা হয়। তবে টেলিফোন সংযোগ স্থাপিত হতে বেশ কয়েক দিন লাগবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সে কয় দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল টেলিফোনে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে।

এদিন মেডিকেল কলেজের একজন মুখপাত্র বলেন, এক ওয়ারড থেকে অন্য ওয়ারডে জনৈকা নারসকে বদলি করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নারসরা অবশ্য ধর্মঘট করেননি। কাজ বন্ধ করে দেন চতুর্থ শ্রেণীর কিছুসংখ্যক কর্মী।

একজন প্রবীণ চিকিৎসক আক্ষেপ করে বললেন ঃ বেলা বারটায় একটা জরুরী অপারেশন। টেলিফোনে খবরটা জানাতেও পারলাম না। টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে।

টেলিফোন অপারেটারের ঘরে ঢুকে সব কিছু কে বা কারা তছনছ করে দেয়। বিকাল পর্যন্ত টেলিফোন ঠিক হয়নি।

জনৈকা ভদ্রমহিলা জানান যে, হঠাৎ-ধর্মঘটীদের একদল যখন হাসপাতালের টেলিফোন অপারেটিং কক্ষে (পি বি এক্স) গিয়ে হানা দেন এবং সেখানে কর্মরতা ২ জন মহিলা অপারেটারকে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেন তখন তাঁরা তা করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, এর আগে বহু ধর্মঘট হয়েছে। কখনও টেলিফোন ব্যবস্থাকে তার আওতায় আনা হয়নি। বিশেষ করে হাসপাতালের টেলিফোন অকার্যকর করে দিলে কিছুতেই চলতে পারে না। তা সত্ত্বেও ওই ধর্মঘটীরা বিক্ষোভ জানাতে থাকেন। শেষে টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়। ওই ২ জন মহিলার তখন আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের কর্তব্যচ্যুত হতে চাননি। এটা সত্যই প্রশংসার যোগ্য বলে ওই ভদ্রমহিলা মন্তব্য করেন।

আমেরিকায় যামিনী রায়ের ছবির প্রদর্শনী

নয়াদিল্লি, ১২ ফেবরুয়ারি—ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের তিরিশটি ছবির একটি প্রদর্শনী হবে। ১৯ মারচ থেকে ২৫ এপরিল পর্যন্ত প্রদর্শনীটি চলবে।

—ইউ এন আই

অটো পার্টস কিনতে
স্বতঃ নির্বাচন

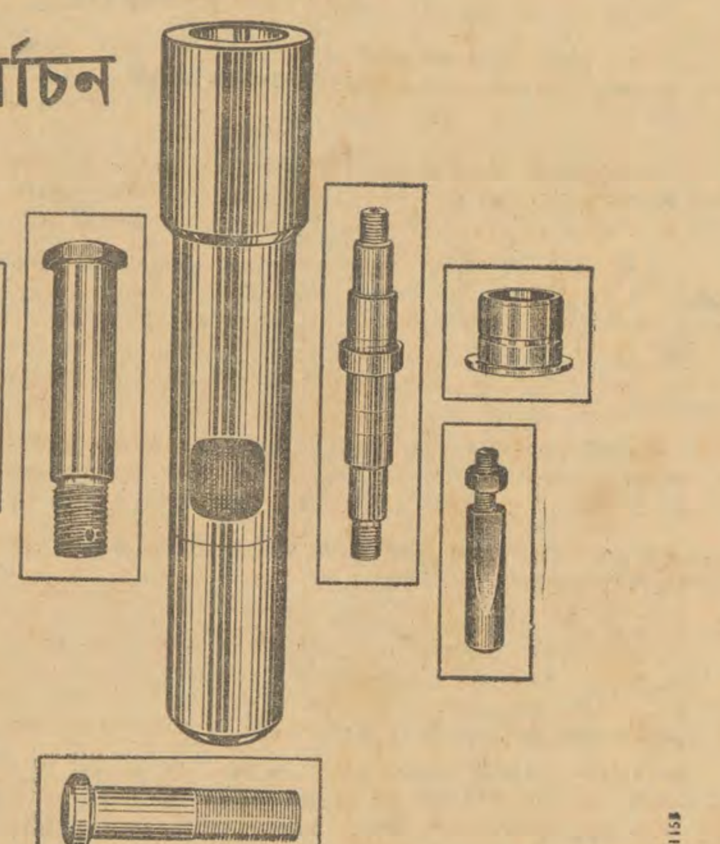

SRMT

নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন কিংপিন ইউনিট, কিংপিন, শ্যাকল পিন ও বোল্ট ওয়াটার পাম্প শ্যাফট, হাব বোল্ট ইত্যাদি; ট্রাক ও বাসের জন্য।

পার্কিনের জন্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট রিয়ার এণ্ড অয়েল সীল, পাম্প ড্রাইভ শ্যাফট ও বুশ ইত্যাদি।

প্রস্তুতকারক ঃ

শ্রীরামদাস মোটর ট্রান্সপোর্ট প্রাইভেট লিঃ পোঃ বঃ নং ৪২, কাঁকিনাড়া-১ (অঃ প্রঃ)

FDSSRMT1158

আয়োডেক্স®
মচকালে ও পেশীর ব্যথায় মালিশ করুন
নিশ্চিত আরাম পাবেন

■ বেদনার প্রকৃত উপশম হয়
■ ফোলা ও প্রদাহ কমায়
■ দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষসমূহ সারিয়ে তোলে

আয়োডেক্স নিশ্চিত আরাম দেয় কিভাবে
বিজ্ঞানসম্মত ফর্মুলায় তৈরী আয়োডেক্সে তিনটি বিশেষ ওষুধ আছে বলেই—বেদনা, ফোলা ও প্রদাহ এবং শরীরের কোষের ক্ষতিতে নিশ্চিত আরাম এনে দেবে।
স্পেশাল বেস্—চামড়া নরম রাখে, যন্ত্রণা কমায়, শরীরের কোষসমূহ সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেয় ব'লে বেশ গভীরে প্রবেশ করে।
রিসাবলাইমড আয়োডিন—রয়েছে ব'লে চামড়া খসখসে হয় না বা চিড় ধরে না। জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়াই দ্রুত বেদনার উপশম হয়। এছাড়া রক্ত চলাচল সতেজ ক'রে শরীরের ক্ষতি-গ্রস্ত কোষগুলো দ্রুত সারিয়ে তোলে।
মেথিল স্যালিসিলেট—দ্রুত ক্রিয়াশীল-শক্তিশালী এক বেদনানাশক।

আয়োডেক্স
মোচকানোর যন্ত্রণায় ● ফোলা ও প্রদাহে ● পেশীর ব্যথায় ও পেশীর পরিশ্রমে ● পিঠের ব্যথায় ●গাঁটের ব্যথায়

বেদনার কবল থেকে প্রকৃত আরাম পেতে হ'লে আয়োডেক্স

® রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

SK&F স্মিথ ক্লাইন এণ্ড ফ্রেঞ্চ-এর তৈরী

ASP-SKF-IA-BEN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অশোকা ১২॥ ৩॥ ৬॥
নবরাগ (২য় সপ্তাহ)

অলকা ৬৭-২০২১ রবিবার সকালে
Killers Carnival (A)
(রঙীন)

নারায়ণী তাপানিয়ঃ ৫৬-৩৩৩৮ ২॥, ৪॥, ৭॥টা
খামোশি

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১৯ ১২, ৩, ৬টা
জনী মেরা নাম (রংগীন)

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৬ ১২, ৩, ৬
ভাগ্য

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫ ১২ ৩ ৬
নবরাগ (২য় সপ্তাহ)

রূপায়ন (সেনেমা) ৪৫-২৭৩৩ ২ ৫, ৮টা
ভাগ্য

শ্যামলী ৬৭-২৩৩৮ ১ ৪ ৭টায়
জিগরী দোস্ত

রম্ভা বিরাটি ১২৮ ৩৮, ৬৮
নবরাগ (২য় সপ্তাহ)

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥
এখানে পিঞ্জর (৪র্থ সপ্তাহ)

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭টায়
এহসান

রূপম ফোন : ৩৪-৪০১৭ ১, ৪ ও ৭টায়
ভাগ্য

বিনোদিনী বাগবাজার ১, ৪, ৭টা
দক্ষযজ্ঞ

পূরবাসা ৪৬-২৩৩২ ১ ৪॥ ৭॥
গীত (৩য় সপ্তাহ)

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০৩ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
খামোশি

উজ্জ্বলা প্রত্যহ বেলা ১২টা শাম্মী শর্মিলা অভিনীত
An Evening in Paris (color)

জম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় আশা পারেখ, মনোজকুমার, প্রাণ
দো বদন (ইস্টম্যানকলার)

সর্বজন উপভোগ্য
১২শ সপ্তাহ !
রামানন্দ সাগরের
গীত
হিন্দ পূর্বাশা

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নূতন নাটক —
সীমা
— প্রস্তুতির পথে —
মহলার জন্য আজ ও কাল অভিনয় বন্ধ রহিল

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২
আজ এবং কাল ২॥ ও ৬টায়
শেষ অভিনয় আসন্ন
বেগম মেরী বিশ্বাস
কাহিনী : বিমল মিত্র
রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী, সাবিত্রী, সত্য, কাগক, তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজ : শনিবার : ৬টায়
কাল : রবিবার : ২॥ ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল
শ্রেঃ : জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, মিণ্টু, তুষার, মানস, বাসু, রত্না, ইন্দিরা, মমতা, সাধনা ও সরযু দেবী

অঙ্গার
আজ ৬॥টায়
রবি ৩ ও ৬॥ ● বৃহঃ ৬॥
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

কাল সকাল ১০টায়
রঙ্গনায়
পাঞ্চজন্য প্রযোজিত
সমরেশ বসুর
'অকাল বৃষ্টি'
নির্দেশনা—মন্টু গুপ্ত
হলে টিকিট।
(সি ৭৪৮৪)

নিউ তরুণ (বরানগর)
প্রত্যহ বেলা ১টা, ৪টা ও ৭টায়
বছরের শ্রেষ্ঠ সামাজিক সমস্যার ছবি !
"CONQUERORS OF THE GOLDEN CITY" (A)

৫০ সপ্তাহ
উত্তম-সাবিত্রী
নিশিপদ্ম (A)
শ্রী * প্রাচী * ইন্দিরা
১২, ৩, ৬ ২, ৫, ৮ ৩, ৬, ৯
ও অন্যত্র

রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া নিবেদিত
উদয়শঙ্করের
শঙ্কর কীর্তি
আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস

বিরাট ৫ম সপ্তাহ
মেরা নাম জোকার

এখানে পিঞ্জর

হর পার্বতী

রঙ্গনায় আজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় শিল্পী যাযাবরের ২টি নাটক কবিতা সিংহ/অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত
সব হিসেবের বাইরে
প্রমত্ত প্রহসন
নির্দেশনা : জগন্নাথ বসু
মঞ্চালোক : হীরক মুখোপাধ্যায়
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে
(সি ৪৬২৭)

মুক্ত অঙ্গন শৌভনিক
৪৬-৫২৭৭
আজ সন্ধ্যা ৬/৩০টায়
শৌভনিক-এর / বাদল সরকারের
এবং ইন্দ্রজিৎ
কাল—মলাটের রঙ মুহূর্ত

শ্রেষ্ঠ শিল্পীসমন্বয়ে নিয়মিত অভিনয়
অমাবস্যার গান
রচনা—নারায়ণ গাঙ্গুলী সুর—অনিল বাগচী
নাটক—বিধায়ক ভট্টাঃ আলো—তাপস সেন
আজ বিকাল ৫টায়
মহাজাতি সদন
৮॥—৮॥ হলে টিকিট ● ৩৪-৬৬৬৫

১১শ ও অন্তিম সপ্তাহ
শশী কাপুর - হেমা মালিনী অভিনীত
সুবোধ মুখার্জীর
অভিনেত্রী
সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
প্যারাডাইস ২॥, ৫৮, ৯টা
স্বর্ণা (বাতাইতলা)
রূপম্ : হিন্দ : লাইটহাউস
(পাটনা) (কটক) (দ্বারভাঙ্গা)
রবিবার সঃ ১০॥ প্যারাডাইসে—'আম্রপালী'

মনের নব নব মুগ্ধ মুহূর্ত

নবরাগ
প্রত্যহ ১২টা, ৩টা, ৬টা ও ৮-৪৫
মিনার-বিজলী-ছবিঘর
পদ্মশ্রী • অশোকা • শ্যামাশ্রী • রম্ভা
জয়শ্রী • মায়াপুরী • উদয়ন • মায়া
গৌরী • রূপালী • জ্যোতি • প্রফুল্ল
রম্যা • কল্যাণী • আরতি • অভিনয়
অনুরাধা

সগৌরবে ২৭শ সপ্তাহ !
রূপসী
রাধা (২॥, ৫৮, ৮॥) পূর্ণ (২॥, ৫৮, ৮৮)
কল্পনা (২য়) ॥ বনশ্রী (২য়) ॥ মায়া (২য়)
শিবানী (২য়) ॥ গোধূলি (আসানসোল)
ছায়াগীতি ॥ অমৃতলাল টকীজ ॥ রূপনারায়ণ
রূপছায়া ॥ চিত্রবাণী ॥ শ্যামা
রবিবার সকালে : পূর্ণতে—
THE FUNNIEST MAN IN THE WORLD

ভাগ্য যাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছিল, প্রতিটি দর্শকের সে সহান, ছাত্রের কেন্দ্র-বিন্দু........

ভাগ্য

মেরা নাম জোকার

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

চমকপ্রদ কাহিনী

রহস্যঘন নাটকীয়তা, রোমান্স ও মধুর গান সব শ্রেণীর দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখছে

এহসান
ম্যাজেস্টিক - নাজ - খান্না
বীণা - ভবানী - চিত্রপুরী

দীপ্তি
৩০০ রাইফেলস
300—RIFLES

শুরু থেকে শেষ অবধি অভিভূত করে রাখবে !

খামোশী

রমণীয় ছবি !
লোভনীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী !!
সুন্দর মুখের মেলা !!!
শাওন ভাদোঁ
লিবার্টি

১৮৪ রানে ইংলনডের ইনিংস শেষ

সিডনী, ১২ ফেব্রুয়ারি—বৃষ্টিভেজা সিডনী মাঠে ইংলনডের প্রথম ইনিংস ১৮৪ রানে শেষ হয়ে গেলেও মাত্র ১৩ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ২টি উইকেট ফেলে দিয়ে ইংলনডও পাল্টা আঘাত হেনেছে। সপ্তম ও শেষ টেস্টের প্রথম দিনের এই ফলাফল খেলার জয়-পরাজয় মীমাংসার ইঙ্গিতবহ। এই সিডনী মাঠেই চতুর্থ টেস্ট জিতে ইংলনড ১—০ টেস্টে এগিয়ে আছে।

অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল পিচের অবস্থা দেখে টসে জয়ী হয়েও ইংলনডকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। খেলার আরম্ভের ৪ ঘণ্টা আগে থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকে। কিন্তু খেলা আরম্ভের আগে বৃষ্টি থেমে রোদ্রে মাঠ ভেসে যাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর জন এডরিচ আউট হতেই ইংলনডের পতন শুরু হয়। এবং মাত্র ৯ রানের মধ্যে ৩টি উইকেট পড়ে যায়। ইলিংওয়ারথ ও অ্যালান নট ৪ উইকেটে ৬৯ রানকে ৯৮ রানে টেনে নিয়ে যান। এরপর আবার পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু অধিনায়ক ইলিংওয়ারথ অসাধারণ দৃঢ়তায় ব্যাট চালাতে থাকেন। ৬টি বাউন্ডারি সমেত ৪২ রান করে তিনিও বিদায় নেন।

আজ স্ট্যাকপোল দুটি চমৎকার ক্যাচ ধরে ফ্লেচার ও নটকে আউট করেছেন। জেনার এবং ও'কিফে পেয়েছেন ৩টি করে উইকেট।

চা-পানের সময় ১৮৪ রানে ইংলনডের ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া ১৩ রান তুলতেই ইস্টউড ও স্ট্যাকপোলের উইকেট হারায়।

স্কোর

ইংলনড—প্রথম ইনিংস

জন এডরিচ ক জি চ্যাপেল ব ডেল	৩০
লাকহারস্ট ক রেডপাথ ব ওয়ালটারস	০
কে ফ্লেচার ক স্ট্যাকপোল ব ও'কিফে	৩৩
হ্যাম্পশায়ার ক মারশ ব লিলী	১০
ডলিভেরা ব ডেল	১
আর ইলিংওয়ারথ ব জেনার	৪২
অ্যালান নট ক স্ট্যাকপোল ব ও'কিফে	২৭
জন স্নো ব জেনার	৭
পি লেভার ক জেনার ব ও'কিফে	৪
ডি আন্ডারউড নট আউট	৮
আর উইলিস ব জেনার	১১
অতিরিক্ত	১১
মোট	১৮৪

উইকেট পতন—১।৫, ২।৬০, ৩।৬৮, ৪।৬৯, ৫।৯৮, ৬।১৪৫, ৭।১৫৬, ৮।১৬৫, ৯।১৬৫।

বোলিং—লিলী ১৩-৫-৩২-১, ডেল ১৬-৮-৩২-২, ওয়ালটারস ৪-০-১০-১, চ্যাপেল ৩-০-৯-০, জেনার ১৬-৩-৪২-৩, ও'কিফে ২৪-৮-৪৮-৩।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস

কে ইস্টউড ক নট ব লেভার	৫
কে স্ট্যাকপোল ব স্নো	৬
আর মারশ নট আউট	২
ইয়ান চ্যাপেল নট আউট	০
অতিরিক্ত	০
মোট (২ উইকেটে)	১৩

(রেডপাথ, ওয়ালটারস, গ্রেগ চ্যাপেল, জেনার, ও'কিফে, লিলী ও ডেল ব্যাট করতে বাকি)।

উইকেট পতন—১।১১, ২।১৩।

বোলিং—স্নো ৩-১-৭-১, লেভার ৩-১-৬-১। —রয়টার

ভারতের ২ উইঃ ১০৬ রান

মনটিগো, ১১ ফেব্রুয়ারী—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতির একাদশের চারদিন-ব্যাপী খেলা মধ্যাহ্ন ভোজের ২০ মিনিট পরে আরম্ভ হয়। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ ভিজে ছিল। উভয় দলের অধিনায়ক ও আমপায়ারদ্বয় মাঠ দেখে খেলা বিলম্বে আরম্ভ হবে বলেই ঠিক করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমপায়ারদ্বয় খেলার নির্দেশ দেন। বোরড সভাপতির একাদশের অধিনায়ক কানহাই টসে জয়ী হয়ে ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান।

স্কোর

ভারত প্রথম ইনিংস

এ মাঁকড় নট আউট	৪৪
কে জয়ন্তীলাল ব জুলিয়ান	৩৩
ওয়াড়েকার ক লুইস ব ব্যারেট	৩
ডি সারদেশাই নট আউট	২০
অতিরিক্ত	৬
মোট (২ উইঃ)	১০৬

উইকেট পতন :—১।৫০, ২।৫৮।

বোলিং :—কে বয়েস ১০-১-৩১-০; জি শিলিংফোরড ৮-৩-১৮-০; বি জুলিয়ান ১৩-৬-১৫-১; এ ব্যারেট ১৪-২-৩২-১; এম ফস্টার ৪-২-৪-০। —রয়টার

ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা

ব্রিজ টাউন, ১১ ফেব্রুয়ারি—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কনট্রোল বোরড ঘোষণা করেছেন যে, ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট পর্যায়ের খেলায় যে দল বিজয়ী হবে ও যে খেলোয়াড় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে তাকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

যে দল খেলায় জিতবে তাকে ৫০০ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডলার বা ১৮৭২ টাকা দেওয়া হবে। টেস্ট পর্যায়ের খেলা যদি ড্র হয় তা হলে ৫০০ ডলার উভয় দলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক টেস্টে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে ২৫০ ডলার বা ৯৩৬ টাকা দেওয়া হবে। —রয়টার

কলকাতা রেস

অশ্বঘোষণা

অশ্বঘোষ

১ম বাজী—রাজা, ইসতারনী মরগ। ২য় বাজী—মেরীজান, গোলডেন আরমার। ৩য় বাজী—ভিনেটা হিমকন্যা। ৪র্থ বাজী—সুইট এলার, ডিয়ারহার্ট। ৫ম বাজী—শের খান, রিগাল কামিশন (ফ্লুক : কনকদীপ)। ৬ষ্ঠ বাজী—ফ্যানসি প্ল্যান্ট, দি পেনিটেনন্ট (ফ্লুক : মারকসম্যান)। ৭ম বাজী—গোলান্ডার, ব্রাইট জেম (ফ্লুক : সান চাইল্ড)।

আজকের পক্ষীরাজ
মেরীজান
জ্যাকপটের অশ্বসমন্বয়
৩।২, ৪।২।২, ৬, ৪।৬, ৪, ৩
রেস আরম্ভ বেলা ১-৩০ মিঃ।

ইস্ট বেংগল কোয়ারটার ফাইনালে

ইস্টবেঙ্গল টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। পরের খেলায় তারা ই এন আরের সঙ্গে খেলবে। বৃহস্পতিবার টালিগঞ্জের ১৪২ রানের উত্তরে ইস্টবেংগল ১ উইকেটে ৪৮ রান করেছিল। শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল ৩ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে।

শনিবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ :—রাজস্থান ক্লাব : বি এন আর (ইস্টবেংগল—৪টা) ই আর এ এ : উয়াড়ি (ইস্টবেংগল—৩টা); মহমেডান স্পোরটিং : পুলিশ (মহঃ স্পোরটিং—৪টা); মোহনবাগান : এনটালি (মোহনবাগান—৪টা)।

আগড়পাড়া মহাজাতি বিদ্যা-পীঠের বার্ষিক ক্রীড়া

আগড়পাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠ প্রাইমারী স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত রবিবার স্থানীয় 'সংহতির' প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সমাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীজহরলাল দাশগুপ্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

আসাম সরকার

ডিরেক্টরেট অব স্টেট লটারিজ, আসাম, গৌহাটি

গৌহাটি, তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

দশম খেলার ফলাফল

নং ডি এস এল ১২২/৭১(১০) : গৌহাটির রবীন্দ্র ভবনে ১৯৭১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী বেলা ১০-৩০টায় অনুষ্ঠিত আসাম স্টেট লটারীজের দশম খেলার ফলাফল নিম্নোক্তরূপ হইল :—

দুইটি প্রথম পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১,০০,০০০ টাকা
(দুইটি সিরিজের প্রত্যেকটিতে একটি)

AA 193865 BB 312408

দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকটি ২০,০০০ টাকা
(দুইটি সিরিজের প্রত্যেকটিতে একটি)

AA 059763 BB-253363

ছয়টি তৃতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকটি ৫,০০০ টাকা
(দুইটি সিরিজের প্রত্যেকটিতে তিনটি)

AA 086285 AA 193775 AA 057669 BB 153612 BB 178720 BB 227024

দশটি চতুর্থ পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১,০০০ টাকা
(দুইটি সিরিজের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি)

AA 139658 AA 227567 AA 095243 AA 174116 AA 178769
BB 175866 BB 246624 BB 171329 BB 382570 BB 048125

পাঁচশতটি পঞ্চম পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১০০ টাকা
(দুইটি সিরিজের প্রত্যেকটিতে ২৫০টি)

সিরিজ AA

যে সমস্ত টিকিটের নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা নিম্নরূপ : 0683, 6854, 6850, 8615, 3242 এবং 0104. তৎসহ নিম্নবর্ণিত দশটি টিকিট নম্বর, যথা—098709, 145589, 108963, 191242, 208374, 094566, 105435, 042859 226720 এবং 133087

সিরিজ BB

যে সমস্ত টিকিটের নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা নিম্নরূপ : 8480, 7319, 2843, 8738, 3625 এবং 9026. তৎসহ নিম্নবর্ণিত দশটি টিকিট নম্বর, যথা—344074, 031976, 381814, 105375, 149743, 344110, 374792, 243243 334753 এবং 177052

১ম পুরস্কার-বিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণকে স্বয়ং গিয়া তাঁহাদের টিকিট দাখিল করিতে এবং অন্যান্য পুরস্কারের টিকিট হোল্ডারগণকে পুরস্কারের টাকার জন্য স্ট্যাম্পড রিসিটসহ টিকিটের উল্টো পিঠে তাঁহাদের স্বাক্ষর ও তাঁহাদের পুরা ঠিকানা লিখিয়া দিয়া গৌহাটিস্থ আসামের ডিরেক্টর অব স্টেট লটারিজ-এর নিকট রেজিস্টার্ড ডাকে টিকিট পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। আসাম রাজ্য মধ্যেকার পুরস্কার-বিজয়ী টিকিট হোল্ডারগণ তাঁহাদের স্ব স্ব জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট তাঁহাদের টিকিট পেশ করিতে পারেন। ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার তিশ দিন মধ্যে পুরস্কার-বিজয়ী সমস্ত টিকিট পেশ করিতে হইবে।

বিক্রয়কারীদিগের বোনাস দাবির ক্ষেত্রে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার-বিজয়ী টিকিটের প্রকৃত বিক্রেতাগণকে ফলাফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পুরস্কারের টাকার জন্য যথাযথ আগ্রম রসিদসহ পুরস্কার-বিজয়ী টিকিটের কাউন্টারফয়েল দাখিল করিতে হইবে। অনুরূপভাবে এজেন্টদিগের বোনাসও ৩০ দিনের মধ্যে দাবি করিতে হইবে।

এই খেলায় সর্বোচ্চসংখ্যক টিকিট বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত এজেন্টগণ তাঁহাদের প্রত্যেকের পার্শ্বে প্রদর্শিত বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন :

১। শ্রী বি. কে. ঘোষ, ওহিদ মার্কেট, গৌহাটি
সহায়তা করিয়াছেন : মিসেস এস. পাল, ১৩/১ এম জি রোড, কলি-৮; এস. কে. পাল, বরপেটিয়া; বোস ব্রাদার্স, টাংলা, ও পি. শর্মা, নওগাঁ; পমপম লটারী এজেন্সি, শিলচর; জি. এল. আগরওয়ালা, গৌহাটি; লটারীঘর, মালিগাঁও; পি. বি. সাহা, গৌহাটি; এস. কে. দাস, ই সি রেস্তোরাঁ, শিলং এবং বি. কে. ঘোষ, করিমগঞ্জ। ১,০০০ টাকা

২। মেসার্স সৌভাগ্য ভারতী, গোলাঘাট। সহায়তা করিয়াছেন : সীতারাম দেওরা, ডিব্রুগড়; শঙ্করলাল মোদী, ডিব্রুগড়; জালান লটারী হাউস, তিনসুকিয়া; ওমপ্রকাশ, গৌহাটি; এস. এল. ঘোষ, গৌহাটি; এস. কে. চ্যাটার্জি, গৌহাটি; চন্দন দাশগুপ্ত, গৌহাটি; তপন চৌধুরী, গৌহাটি; এস. কে. দাস, তেজপুর এবং ভাগ্য প্রকাশ, গোলাঘাট। ৫০০ টাকা

৩। মেসার্স আসাম লটারী এজেন্সী, জোড়হাট। সহায়তা করিয়াছেন : আর. কে. শেঠী, ডিফেন্স সিনেমা, জোড়হাট, মিসেস এস. পি. বড়কাকতি, জোড়হাট এবং মেসার্স মধুর এজেন্সী, কলিকাতা। ২৫০ টাকা

অন্যান্য প্রধান এজেন্ট : মেসার্স ডি. কুমার, ১২ মলা মক অমরনাথ এস্টেট, কনট প্লেস, নয়াদিল্লী; ইকবালচাঁদ খুরানা, ৩ খুরশিদ মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লী; মেসার্স ভাগ্য এজেন্সি, ১৬৯/জি, এম জি রোড, কলি-৭; খগেন্দ্র দাস, বড়পেটা; সুকুমার ভট্টাচার্য, কাজাইন, কাছাড়; এস. কে. পাল, বরপেটিয়া, কে. সি. গোস্বামী, নাকুম এবং কল্যাণ সিং, গোয়ালপাড়া।

আসাম স্টেট লটারীজ ঘোষণা করিতেছেন : ১১শ খেলা
খেলার তারিখ ১১-৩-১৯৭১
তিন সিরিজে টিকিট : A, S এবং L
প্রথম পুরস্কার ২,০০,০০০ টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া)
এবং আরও বহু আকর্ষণীয় নগদ পুরস্কার
টিকিট বিক্রয় চলিতেছে...তাড়াতাড়ি করুন আজই টিকিট কিনুন

বিঃ দ্রঃ—খেলার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী হইবেন না, তবে ফলাফল মুদ্রণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

স্বাঃ ডি. পি. বড়ুয়া
ডিরেক্টর অব স্টেট লটারীজ, আসাম, গৌহাটী।

PRESSMAN

ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে জয়ী

ইস্টবেঙ্গল ২ : পোর্ট কমিশনারস ১
(হাপিং ও চাঁদ সিং) (এন সিং)

ইস্টবেঙ্গল আগের খেলায় রাজস্থানের সঙ্গে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ করে একটি পয়েন্ট নষ্ট করলেও শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল নিজ মাঠে পোর্ট কমিশনারসকে ২—১ গোলে পরাজিত করে আবার জয়ের পথে ফিরে এসেছে।

• প্রথমার্ধে ৭ মিনিটে পোর্ট কমিশনারসের এন সিং সট করলে ইস্টবেঙ্গলের পি কাপুর বলের উপর বসে পড়ায় পোর্ট দল পেনাল্টি পুস পায়। এন সিং পেনাল্টি পুস থেকে নিজ দলকে এগিয়ে রাখেন। ১৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের জেনিংস একটি বল আয়ত্তে না রাখতে পারায় হাপিংয়ের কাছে বল আসে, তিনি গোল করতে কোন ভুলচুক করেন না ১—১। ২৮ মিনিটে গোবিন্দের কাছ থেকে বল পেয়ে চাঁদ সিং সুন্দর হিটে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে হাপিং ও শেষের দিকে গোবিন্দ একটি করে সহজ গোলের সুযোগ হারান।

সাউথ ইস্টারন রেল সেমি-ফাইনালে

স্টাফ রিপোরটার

সাউথ ইস্টারন রেল সেন্টার রেলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে আন্তঃ রেল ক্রিকেটের সেমিফাইনালে নরদারন রেলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। দিল্লিতে ১৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি সেমিফাইনাল খেলাটি হবে।

সেনট্রাল রেল—১০২ ও ২৪৩ (পি কুমার ৩৮, আর আগরা ৩০, জে নওয়াগার ৩০; পি বসু ২০ রানে ৪ উইঃ, এস নাথ ৩০ রানে ৪ উইঃ)। এস ই রেল—২২৬ ও বিনা উইঃ ৮১ (জি চক্রবর্তী ৩৬ নঃ আঃ)।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক স্পোরটস

আজ, শনিবার বেলা সাড়ে ৩টায় নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইনসপেকটর জেনারেল শ্রী পি কে বসু।

অত্যাশ্চর্য্য বনৌষধি পুনর্নবা ও উজ্জ্বল-জ্যোতি পাতার রস হইতে প্রস্তুত নেত্রবিন্দু
পুণর্জ্যোতি
ক্ষীণদৃষ্টি, ঝাপসা দেখা, চক্ষু সহজে ক্লান্ত হইলে এবং দুরারোগ্য চক্ষু পীড়ায় অদ্ভুত কার্য্যকরী।
মূল্য প্রতি শিশি ৪ টাকা
প্যাকিং ও ডিঃ পিঃ চার্জ ১৭৫ ন. প.
নিও-হারবল ড্রাগস
২৩।৩২, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
সর্বত্র ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

এ· এস· লটারী
৮ম খেলা—১৪-৪-৭১
প্রথম পুরস্কার—এক লক্ষ টাকা
প্রতি টিকিট—৫০ পঃ
চীফ এজেন্ট
পি· এন· মণ্ডল
(১) ১২২/১বি, আচার্য জগদীশ বোস রোড, কলিকাতা-১৪
(২) গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট

Wanted AGENTS!

মাসিক ৭৫০ টাকা বা উত্তম কমিশন। শাল শাড়ী, স্যুট লেংথ, রেডিমেড পোষাক, সোয়েটার ইত্যাদির অর্ডার বুক করুন। অনভিজ্ঞ ও বেকারদের শেষ সুবর্ণ সুযোগ। বিনামূল্যে শর্তাবলী ও নমুনার জন্য লিখুন।
BANGALORE AGENCIES
(16) Shakti Nagar, Delhi-7

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

মহমেডানের প্রথম খেলায় জয়

স্টাফ রিপোরটার

মহঃ স্পোরটিং—২ : এরিয়ান—১
(ওমপ্রকাশ, ইত্তেমাদ) (কে গুই)

প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে থেকেও এরিয়ান মহমেডান স্পোরটিং-এর কাছে ১—২ গোলে পরাজিত হয়েছে। মহমেডানের এটি প্রথম খেলায় প্রথম জয়।

১৫ মিনিটের সময় হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে এরিয়ান গোল করে। টি ভৌমিকের ক্রস পাশ থেকে বল পেয়ে কে গুই গোল করে নিজ দলকে এগিয়ে দেন ১—০।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটেই ওমপ্রকাশ গোল শোধ করেন ১—১। ৫ মিনিটে পি দস্তিদার পাস থেকে ইত্তেমাদ জয়সূচক গোলটি দেন ২—১।

গ্রীয়ার ২ গোলে পরাজিত

ডবলিউ বি পুলিশ—২ : গ্রীয়ার—০
(আর প্রধান, কমল থাপা)

শুক্রবার মহমেডান মাঠে সিনিয়র ডিভিসন হকি লীগের খেলায় ডবলিউ বি পুলিশ ২—০ গোলে গ্রীয়ারকে পরাজিত করে।

প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫ মিনিটে ডবলিউ বি পুলিশের রতন বাহাদুর প্রধান প্রথম গোল করেন এবং ২৫ মিনিটে লেফট আউট কমল থাপা আরও একটি গোল করায় পুলিশ ২—০ গোলে জয়লাভ করে।

ফৌজ ভরসা জোগাবে না, আতঙ্ক ছড়াবে

—প্রমোদ দাশগুপ্ত

স্টাফ রিপোরটার

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মনে করেন, এবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে সেনাবাহিনীর আগমন। কারণ, তাঁর ভাষায়, "সেনাবাহিনী ভরসা জোগাবে না, বরং আতঙ্ক ছড়াবে।"

সি পি এম নেতা আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের হাবভাব দেখে মনে হয় না তাঁরা নির্বাচন করতে চান। কারণ, যাঁরা নির্বাচনে কাজ করছেন তাঁদেরই পুলিশ ধরছে। 'বিশেষ করে আমাদের পারটির লোকজনদের। আর কাউকে ধরছে না, যেহেতু আর সবাই সরকার পক্ষের লোক।'

প্রমোদবাবুর বক্তব্য : এবারের নির্বাচনের আর একটা অসুবিধা হল যে, যারা হেরে যাবে আশঙ্কা করছে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় আছে।

তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, এসব সত্ত্বেও সি পি এম পশ্চিমবঙ্গের এবারের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবেই।

টালিগঞ্জ-চণ্ডীতলা এলাকায় গুলি

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার সকালে টালিগঞ্জের চণ্ডীতলা অঞ্চলে পুলিশবাহিনী বোমার দ্বারা আক্রান্ত হলে পুলিশ সাত রাউণ্ড গুলি চালায়। এতে একজন আহত হয়—কিন্তু তাকে সঙ্গীরা নিয়ে যায় বলে পুলিশ জানায়। এ ব্যাপারে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; তারা নকশালপন্থী।

সন্ধ্যায় পূর্ব পুটিয়ারি পুলের কাছে যাদবপুর থানার কয়েকজন পুলিশকর্মীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। এতে একজন পুলিশ কর্মী আহত হন।

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাতের তাপমাত্রা কমবে। শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিঃ সেঃ বা ৮৬.৭ ডিঃ ফাঃ (স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিঃ বেশি), সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৪ ডিঃ সেঃ বা ৬৭ ডিঃ ফাঃ (স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিঃ বেশি); আর্দ্রতা ছিল, সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ, সর্বনিম্ন ২৮ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়নি।

মেয়ো হাসপাতালে আর্থিক সংকট, প্রাপ্য গ্র্যানট দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি

দীর্ঘদিন ধরে সরকারী ঘাটতি অনুদান বাকি থাকায় মেয়ো হাসপাতালে দারুণ আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে যদি সরকারী ঘাটতি-সাহায্য না পাওয়া যায় তা হলে হাসপাতাল কর্মীদের মাসিক বেতন দেওয়া সম্ভব হবে না।

এই সমস্যা সমাধানে শুক্রবার হাসপাতালের সাধারণ সভায় রাজ্য সরকারকে আর্থিক সাহায্যদানে এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়েছে অথবা হাসপাতালকে জাতীয়করণ করে সরকারীভাবে পরিচালনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

হাসপাতালের সারজন সুপারিনটেনডেনট ও সম্পাদক ডাঃ সুনীলকুমার বসু গত অকটোবরে স্বাস্থ্য দফতরে এক স্মারকলিপিতে হাসপাতালের আর্থিক সঙ্কটের কথা জানিয়েছেন।

সং-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

অ-রাজনৈতিক ছাত্র ও যুব সম্মেলন—সকাল ৯টায় ৪এ বঙ্কিম চাটারজি স্ট্রীট, মহাবোধি সোসাইটি হলে দুদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন। উদ্বোধক—উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। **নির্বাচনী সভা**—৫টায় হাজরা পারকে সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রনটের প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা। **হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**—(৪ নস্করপাড়া লেন) ৫॥টায় আশ্রম ভবনে স্বামী নিরাময়ানন্দের 'গীতা' পাঠ ও আলোচনা। **কলকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়**—(১।৫ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট) ৫॥টায় স্বর্গত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর স্মৃতিসভা। **নির্বাচনী জনসভা**—আড়াইটায় বড়বাজার গামালায় বাজাজ স্ট্রীটে জনসংঘের জনসভা। প্রধান বক্তা—শ্রীহরিপদ ভারতী। **জাতীয় মহিলা সম্মিলনী**—৪টায় তথ্য কেন্দ্রে সমিতির 'প্রতিষ্ঠা দিবস' অনুষ্ঠান। **জনসভা**—৫টায় ভদ্রেশ্বর বড়ো দেওয়ালতলায় নব কংগ্রেসের সভায় প্রধান বক্তা শ্রীকণী ঘোষ। **পারক সারকাস সংগীত সম্মেলন**—আজ, রাত ৮টায় কলামন্দিরে তৃতীয় দিনের অধিবেশন। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন—ওড়িশী নৃত্যে—শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী; কণ্ঠ-সংগীতে—ওস্তাদ আমির খাঁ ও সুনন্দা পট্টনায়ক; সরোদে—ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ; সেতারে—নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসুমতীর কর্মীদের সাহায্যে অর্থভাণ্ডার গড়ার সিদ্ধান্ত

'বসুমতী' বন্ধ হওয়ার ফলে বিপন্ন সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের ক্লেশ লাঘব কল্পে আনন্দবাজার সংস্থার সাংবাদিকবৃন্দ গত ৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এক সভায় অর্থভাণ্ডার গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। অপর একটি প্রস্তাবে ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'প্রতীক ধর্মঘট' সম্পর্কে আই জে এ ইউনিট কমিটির আহ্বায়কের বিবৃতি অননুমোদিত, পক্ষপাতদুষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর বলে বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অধিকাংশ সাংবাদিকই আই জে এ-র 'গঠনতন্ত্র বিরোধী ও অবৈধ' ওই তারিখের ধর্মঘটের সামিল হননি।

নব কংগ্রেসপ্রার্থী অনিল সেনের মনোনয়ন বৈধ

আগরতলা অফিস

১২ ফেব্রুয়ারি—ত্রিপুরা পশ্চিম কেন্দ্রের আজ নব কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅনিলকুমার সেনের প্রার্থীপদ বৈধ বলে রিটারনিং অফিসার ঘোষণা করেছেন। গতকাল কয়েকজনের প্রতিবাদের ফলে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ
১ এর মধ্যে ২ এর বিশেষ সুযোগ
১১,০০,০০০ টাকার
(এগারো লক্ষ টাকা)
প্রতুল প্রথম পুরস্কার
তৎসহ অতিরিক্ত আকর্ষণ
৫ মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত
প্রাত্যহিক খেলা
এবং ৭ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে
নিয়মিত প্রধান খেলা
এখন প্রতিটি টিকিট প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও নিয়মিত প্রধান খেলার ৩০টি সুযোগের পরিবর্তে ৫৮টি সুযোগ পাইতেছে।
আজই আপনার টিকিট কিনুন
একটি দিন হারানো মানেই একটি সুযোগ নষ্ট
প্রচারক : ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ, সেক্টর ১৭, চণ্ডীগড়

উত্তর কলকাতার একটি বাড়িতে মৃতদেহ

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার সন্ধ্যায় বিডন স্ট্রীটের একটি বাড়ির মধ্যে শ্রী এস কে দেব (৬৯) নামে এক প্রবীণ ভদ্রলোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করা হয় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

উত্তর কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশী তদন্ত চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, যে ঘরে শ্রীদেবের মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই ঘরের তিনটি আলমারি থেকে গহনা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছে। ওই সময়ে বাড়িতে তাঁর পরিবারের আর কেউই ছিলেন না। গৃহের ভৃত্যরাও নাকি নিখোঁজ।

টাটা ইসপাতের কর্মচারী ছুরিকাহত

জামশেদপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি—আজ সকালে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির একজন কর্মচারী যখন কাজে যাচ্ছিলেন একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে ছুরিকাঘাত করে।

আহত ব্যক্তিকে টাটা মেইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

আর একটি পুলিশ রিপোরটে জানা যায়, আজ রাত্রে সোনারি এলাকার নিকটে একটি ছাত্র যখন সাইকেলে করে যাচ্ছিল একদল দুর্বৃত্ত তাকে অপহরণ করে ট্যাকসিতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

—পি টি আই

নিন্দা, অস্বীকার

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—সি পি আই তাদের নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্তের উপর বোমা আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করে আজ বলেন, গতকাল বসিরহাটের নির্বাচনী সভায় সি পি এম-এর ভাড়াটে গুণ্ডারা ছিল। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—সি পি এম বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক কৌশলের একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ করে নিয়েছেন।

—ইউ এন আই

'সর্বৈব মিথ্যা'

বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্রে মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির প্রার্থী শ্রীনারায়ণ মুখারজি শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, আগের দিন বসিরহাট সুর্যকান্ত পারকে 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিসট পারটির সভা সি পি এম-কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সংবাদটি সর্বৈব মিথ্যা'।

শোক-সংবাদ

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ বসু (৭৪) গত বুধবার রাতে তাঁর দমদমস্থিত নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব বিজ্ঞাপন ম্যানেজার স্বর্গত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মধ্যম ভ্রাতা। তাঁর তিন পুত্র ও ৪ কন্যা বর্তমান।

ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান আজ রাওয়ালপিণ্ডিতে পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রী জেড এ ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও দেশের নতুন সংবিধান তৈরির প্রস্তুতির কাজে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

রেডিও পাকিস্তান থেকে বলা হয়, তাঁরা দুইজনে একসঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন কিন্তু আলোচ্য বিষয়গুলির কথা তাঁরা প্রকাশ করেননি।

ইতিমধ্যে শ্রীভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পারটি পিপলস গারডস নামে আধা-সামরিকবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন।

পি টি আইর সংবাদে বলা হয়, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পারটির প্রখ্যাত নেতা শ্রীসালাউদ্দিন খান এখানে বলেন, এই ধরনের আধা সামরিক সংস্থা যদি রাজনৈতিক দলগুলিকে গঠন করতে দেওয়া হয় তাহলে তার ফল মারাত্মক হবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশে আধা সামরিকবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। —ইউ এন আই

ফুলের মেলা

স্টাফ রিপোরটার

আলিপুরে এগ্রি হারটিকালচারাল সোসাইটির বার্ষিক ফুলের মেলা শুক্রবার থেকে সোসাইটির উদ্যানে শুরু হয়েছে। চলবে রবিবার পর্যন্ত। দেশ-বিদেশ থেকে আগত নানান ফুল ও পাতাবাহার গাছ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এই মেলা। উদ্যোক্তাদের মতে, এবারের মেলায় যে সমস্ত ফুল অংশ নিয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে বিদেশে উৎপন্ন ফুলের সমকক্ষ। এক ফুট লম্বা গাছে ১৬ থেকে ১৮ ইনচি পর্যন্ত 'ডালিয়া' মেলায় দেখানো হয়েছে।

'এয়ার ইনডিয়ার' তরফ থেকে একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত মণ্ডপে অসট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, কায়রো ও ব্যাঙ্কক থেকে আনা নানান ফুলের প্রদর্শনীও রয়েছে।

এ বছরের মেলায় যাঁরা উন্নত ধরনের ফুল ফুটিয়ে পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন : সর্বশ্রী পি এন তালুকদার, ডঃ এম এস রনধাওয়া, ডঃ বি পি পাল, এম এল বিড়লা, এস কে মিত্র, জে আর সাতরা প্রমুখ।

প্রদর্শনীর শেষ দিন অর্থাৎ রবিবার অপরাহ্নে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চ্যাটারজি বিজয়ীদের পুরস্কার দেবেন। প্রদর্শনীটি শনিবার দুপুর দেড়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা এবং রবিবার সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সাধারণের খোলা থাকবে।

বাড়ীতে কম খরচে আধুনিক রুচির পোষাক তৈরী করুন।
উষা সেলাই স্কুলে সেলাই ও এমব্রয়ডারী শিখুন
বিশদ বিবরণের জন্য আপনার নিকটস্থ উষা সেলাই স্কুলে অথবা ফোন ঃ ২৩-৮২২৬ নম্বরে যোগাযোগ করুন
এ ছাড়া চৌরঙ্গীতে (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) সেলাই স্কুলে বিশেষ সান্ধ্য ক্লাসেরও ব্যবস্থা আছে
UM/75 BEN
(১০৯৩ এ)

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ
১২-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ টাকা টিকিট নং A-214823
প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি দ্বিতীয় পুরস্কার

1. E-044463	2. B-129992	3. E-290659	4. A-420399
5. B-159105	6. B-335449	7. B-051848	8. E-366254
9. A-271187	10. E-448492	11. C-093107	12. F-136823
13. B-386801	14. B-032178	15. E-110194	16. C-145736
17. D-008400	18. D-285355	19. B-339251	20. A-422150

আজই আপনার টিকিট কিনুন। যে টিকিট আপনি কিনিবেন তাহাতে দৈনিক খেলার পুরস্কার এবং ৭-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রধান খেলার ১১,০০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।
দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ ক'রে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্‌কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

সুস্নিগ্ধ এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে মোক্ষম কাজ করে।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

পরখ করার জন্য বিশেষ সুবিধা!
'ক্লিনিক' শ্যাম্পু অর্ধেক দামে পাবেন!

বহুদিন ধ'রেই একটি সত্যিকারের খুস্‌কি-নিবারক শ্যাম্পু আপনি চাইছিলেন। গোড়াতেই পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য আমরা এই বিশেষ সুবিধা দিচ্ছি—'ক্লিনিক' শ্যাম্পুর প্রথম শিশি খুচরো দামের অর্ধেক দিয়েই পাবেন। খুচরো দাম ৪টা ৫০পঃ আর আপনাকে দিতে হবে ২টা ২৫পঃ। আজই আপনার অর্ধেক-দাম রেহাই পাবার ডিসকাউন্ট কুপনের জন্য লিখুন।

কেটে নিয়ে ডাকযোগে পাঠান
মিঃ আর. ভট্টাচার্য
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড
টোব্যাকো হাউস, ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, কলিকাতা-১
প্রিয় মহাশয়,
আমি নতুন 'ক্লিনিক' শ্যাম্পু পরখ ক'রে দেখতে চাই। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে অর্ধেক দাম রেহাই পাওয়ার একটি ২টা ২৫ পঃ মূল্যের ডিসকাউন্ট কুপন পাঠাবেন।
ধন্যবাদান্তে—
স্বাক্ষর :
নাম ও
ঠিকানা
বড় বড় অক্ষরে লিখুন

দেরী করবেন না। এই বিরাট পয়সা-সাশ্রয়ের সুযোগ দেওয়া হবে কলকাতা শহরবাসী যে ৫০০০ ব্যক্তি প্রথম লিখবেন একমাত্র তাঁদেরই।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।
HDL 2045

সারা দুনিয়ার শ্রমিক এক হও!

কিম ইল সুঙ

কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট

পূর্বানুবৃত্তি

[এই রিপোর্টের প্রথম অংশ এই পত্রিকার ৯-২-৭১ তারিখের সংখ্যার ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে]

আমাদের সমস্ত পার্টি সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিকশ্রেণী ও সমবায় কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীকে বিপ্লবমুখী করার ও শ্রমিক-শ্রেণীরূপে পরিণত করার পার্টি-লাইন উচ্চে তুলে ধরতে হবে এবং এই কাজকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের পার্টি সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষকে নিজেদের কমিউনিস্ট লাইনে পুনর্গঠিত করতে হবে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে এবং বিশেষ করে, সবার আগে নিজেদের বিপ্লবমুখী করে তুলতে হবে। পরিবারবর্গকে বিপ্লবমুখী করা থেকে শুরু করে আমাদের অধঃস্তন কর্মীদল, কর্মীদল এবং জনগণের প্রতিবেশী ইউনিটকে বিপ্লবমুখী করে তুলতে হবে এবং কর্মস্থল ও রি-কেও বিপ্লবমুখী করে তুলতে হবে এবং ক্রমে সমগ্র সমাজকে বিপ্লবমুখী করে তুলতে হবে ও শ্রমিকশ্রেণীরূপে পরিণত করতে হবে। এইভাবে আমরা আমাদের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে একনিষ্ঠ বিপ্লবীরূপে পরিণত করতে পারব এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সত্যিকারের নির্মাতা হিসাবে গড়ে তুলতে পারব।

৪· জাতির প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বর্ধন

কমরেডগণ,

আমাদের দেশের পরিস্থিতি এখনও সঙ্কটময় ও দুর্যোগপূর্ণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্র তীব্রতর করে তোলা হয়েছে এবং আর একটি যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্র আরও ভালভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ছত্রছায়ায় জাপ সমরবাদীরাও কোরিয়ার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্র তীব্রতর করে তুলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়নক চক্রকে জিইয়ে রাখা হয়েছে তাদের প্রভুদের সমরনীতি চালাবার জন্য।

বর্তমান পরিস্থিতিকে সামলানোর জন্য আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ দ্রুততর করতে হবে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষমতা আরও জোরদার করতে হবে। সমগ্র জাতিকে সশস্ত্র করে তোলা, সমগ্র দেশকে একটি দুর্গে পরিণত করা ও সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করার যে লাইন পার্টি দিয়েছে, আমাদের তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে।

প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা হচ্ছে সমগ্র জাতিকে সশস্ত্র করে তোলা। সমস্ত মানুষকে ঐকান্তিকতা নিয়ে সামরিক বিষয়াবলী শিখতে হবে এবং সামরিক ট্রেনিংয়ে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। যখন সমস্ত মানুষ সশস্ত্র হয়ে উঠবে, যখন সমস্ত মানুষ শত্রুকে ঘৃণা করতে শিখবে, যখন সমস্ত মানুষ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেবে, তখনই যে কোন শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব।

আমাদের পিপলস্ আর্মির ওপর ন্যস্ত আছে আমাদের মহান সমাজতান্ত্রিক বল এবং আমাদের জনগণের স্বাধীনতা ও সুখ রক্ষা করার সম্মানজনক দায়িত্ব। পিপলস্ আর্মির সংগ্রাম করবার শক্তি জোরদার করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সৈনিকদের রাজনীতিগতভাবে ও আদর্শগতভাবে শিক্ষিত করে তোলা এবং তার ভিত্তিতে তাদের যুদ্ধের কলাকৌশল পর্যালোচনা করতে ও তাকে সুসংস্কৃত করে তুলতে নিয়োজিত করা।

আমাদের দেশে রয়েছে বহু পর্বত ও নদী এবং দীর্ঘ উপকূল ভাগ। আমরা যদি আমাদের দেশের এই ভৌগোলিক সংস্থানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি এবং বড় বড় ইউনিটের যুদ্ধের সঙ্গে ছোট ছোট ইউনিটের যুদ্ধ ও স্থায়ী বাহিনীর যুদ্ধের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধের সাযুজ্যসাধন করতে পারি, তবে আমরা শত্রুকে, তা' সে আধুনিক সামরিক কৌশলে যতই সজ্জিত হোক না কেন, সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হবো। আমাদের দেশের পিতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে এবং আজকের ভিয়েতনামের যুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং পিপলস্ আর্মিকে আধুনিকীকরণের ব্যাপারে আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় এবং সেই-ভাবেই সমরবিজ্ঞান ও সামরিক কলাকৌশলকে বিকশিত করতে হবে।

যুদ্ধবিদ্যাকে এমনভাবে আমাদের পূর্ণরূপ দিতে হবে, যাতে পিপলস্ আর্মির ত্রুটিগুলো শুধরে যায়, তার দুর্বল অংশগুলো শক্তিশালী হয় এবং পার্টির সামরিক কলাকৌশলের চিন্তাধারার সঙ্গে আরও বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এরই ওপর ভিত্তি করে আমাদের সামরিক বিজ্ঞান ও সামরিক কলাকৌশলের উন্নতিবিধান করতে হবে এবং পিপলস্ আর্মির অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক কারিগরী দ্রব্যাবলীর অনবরত উন্নতিসাধন করে যেতে হবে। পিপলস্ আর্মির সৈনিকদের যুদ্ধের ট্রেনিং এমনভাবে দিতে হবে, যাতে তাদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে পারা যায়।

আমাদের দেশ ছোট ও সদ্য উন্নত। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, আমরা সামরিক কারিগরী যন্ত্রপাতিতে এখনও উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম নই। যুদ্ধের তীব্রতা নির্ধারিত হয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক কৌশলে। সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক কারিগরী শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের পিপলস্ আর্মির রয়েছে রাজনৈতিক আদর্শগত শ্রেষ্ঠত্ব। পিতৃভূমি ও জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার উচ্চ আদর্শ ও বৈপ্লবিক চেতনা আমাদের পিপলস্ আর্মির বৈশিষ্ট্য, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণমুখী সশস্ত্রবাহিনীর এ জিনিস নেই। এই রাজনৈতিক আদর্শগত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে বলেই আমাদের পিপলস্ আর্মি কলাকৌশলের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ শত্রুকে তৎপরতার সঙ্গে পরাজিত করতে পারে।

জাতির প্রতিরক্ষা ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য সমগ্র পার্টি ও সমগ্র জনগণকে সমর-প্রস্তুতি আর দ্রুতবেগে চালানোর জন্য প্রবৃত্ত হতে হবে। সমস্ত পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষকে সমস্ত শৈথিল্য পরিহার করতে হবে এবং তীব্র বৈপ্লবিক তৎপরতা বজায় রাখতে হবে ও নিজেদের সদা-প্রস্তুত রাখতে হবে। আমাদের হতাশায় বিচলিত হলে চলবে না, বরঞ্চ যুদ্ধোন্মাদনার সংশোধনবাদী আদর্শগত মনোভাবের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতা রক্ষা করতে হবে।

যুদ্ধের ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করে রণাঙ্গনে ও পশ্চাদভাগে জনশক্তি ও মালপত্রের চাহিদা দীর্ঘ সময় ধরে পরিপূর্ণভাবে মেটানো গেছে কি না তার ওপর। জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রাম তীব্রতর করে প্রয়োজনীয় মালপত্রের প্রচুর মজুত আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এইভাবে আমরা জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার আদর্শ প্রয়োগের জন্য মালপত্রের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়ে তুলতে পারবো।

কমরেডগণ, আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বস্তুতঃপক্ষে আত্মরক্ষা ধরনের এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের দেশ ও আমাদের জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই তা পরিকল্পিত। অন্যকে ভীতি-প্রদর্শন আক্রমণের কোন উদ্দেশ্যই আমাদের নেই। অন্যকে ভীতি-প্রদর্শন বা আক্রমণের সঙ্গে আমাদের পার্টির নীতির কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশ শান্তিপ্রিয় সমাজতন্ত্রী দেশ এবং আমাদের জনগণও একান্ত-ভাবে শান্তি কামনা করে। কেউ যেন আমাদের শান্তির জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শান্তিকে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে না করে। আমরা যুদ্ধ রোধ করতে চাই, কিন্তু তাই বলে যুদ্ধের ভয় আমরা করি না। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি অস্ত্রের উপর নির্ভর করে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে আমরা তাদের প্রত্যেকটি সৈনিককে ধ্বংস করবো।

৫· জনগণের জীবনযাত্রার সুষম উন্নয়ন

কমরেডগণ,

আমাদের পার্টির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান আদর্শ হচ্ছে জনগণের কল্যাণের ধারাবাহিকভাবে উন্নতিবিধান করা। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠনের জন্য আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য প্রাচুর্যময় জীবন আনয়ন এবং সবদিক দিয়ে তাদের সচ্ছল করে তোলা।

সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বেই আমরা অনেক কিছু করেছি এবং যে আর্থনীতিক পরিসম্পৎ গড়ে তুলেছি, তার পরিমাণ প্রচুর। কিন্তু এখনও আমরা বিপ্লব চালাচ্ছি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের অর্ধাংশ দখল করে আছে ও প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক কার্যাবলী চালিয়ে যাচ্ছে এবং পিতৃভূমির ঐক্যসাধনের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি—এই যে অবস্থা, তার মধ্যে আমরা বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপন করতে পারি না, বরঞ্চ বিপ্লবের যুগে জনসাধারণের উপযোগী মিতব্যয়ীর জীবনযাপন করতে হবে।

বর্তমানে আমাদের সম্মুখে যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে তা হচ্ছে শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে জীবনধারণের পার্থক্য বিদূরিত করা। বস্তুতঃ, আলোচ্য সময়কালে আমাদের পার্টি গ্রামাঞ্চলের চেহারা পরিবর্তিত করে ফেলেছে এবং কৃষকদের জীবনধারণের মানের দ্রুত উন্নতিবিধান করছে এবং কৃষক সমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব জোরদার করে সমাজতান্ত্রিক গ্রামাঞ্চল গড়ার জন্য প্রচুর কাজ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামগুলো অতীতে এত অনগ্রসর ছিল যে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিকে এগুলো এখনও শহরের পিছনে পড়ে আছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের গভীর দৃষ্টি দিতে হবে।

কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে গ্রামগুলোকে ভালোভাবে গড়ে তোলা ও তাদের ভূমিকা বাড়িয়ে তোলা।

গ্রাম হচ্ছে প্রশাসনিক নেতৃত্বের সর্বনিম্ন ইউনিট। এই প্রশাসনিক নেতৃত্বই সমস্ত রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের সংযোগসাধনের ভিত্তি। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের উন্নতিবিধান ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন গ্রামগুলোর ভূমিকার ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। গ্রামগুলোকে আরও ভালভাবে আমাদের গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের ভূমিকার উন্নতিবিধান করতে হবে, আর এইভাবেই জীবন-ধারণের মানে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে যে পার্থক্য রয়ে গেছে, তার দ্রুত অবলুপ্তির জন্য জনগণের জীবনধারার আরও উন্নতিসাধন করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে রেফ্রিজারেশন প্ল্যাণ্ট, ফল ও তরিতরকারী প্রসেসিং ফ্যাক্টরি

ও মাংস প্রসেসিং ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা প্রয়োজন, তাহলেই কৃষকদের উৎপন্ন মাংস, ফল, তরিতরকারী ও অন্যান্য কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য যথাসময়ে কেনা যাবে ও প্রসেস করা যাবে।

গ্রামের ও শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য দূরীভূত করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাম্য রি-তে বাস-সার্ভিসের প্রবর্তন করা। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামগুলো ও রি-র মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী রাস্তাগুলোর উন্নতিবিধান করতে হবে এবং প্রত্যেক গ্রাম্য রি-তে বাস-সার্ভিস খুলতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে জলের বন্দোবস্ত অবশ্যই করতে হবে—গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জলের ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবগুলি গ্রামেই জলের সুব্যবস্থা করতে হবে, তা হলেই গ্রামীণ নারীদের মাথায় করে জলের হাঁড়ি বইতে হবে না এবং সমস্ত গ্রামবাসী আরও স্বাস্থ্যসম্মত ও সাংস্কৃতিক পন্থায় জীবনধারণ করতে পারবে।

কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন ও গ্রামের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর উন্নততর জীবনের সুনিশ্চিতির জন্য বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করতে হবে।

জনসাধারণের আবাসের সমস্যার আরও সন্তোষজনক সমাধানের জন্য অনেক বাসগৃহ নির্মাণের কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমানের আবাসের স্বল্পতা হ্রাসের জন্য ও বর্ধমান জনসংখ্যার আবাসের ভবিষ্যৎ চাহিদা মিটানোর জন্য প্রতি বছর শহরগুলোতে ১০০,০০০ পরিবারের ও গ্রামাঞ্চলে ১৫০,০০০—২০০,০০০ পরিবারের বাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সমগ্র জনসাধারণের একটি আন্দোলন আমাদের চালাতে হবে। সেই সঙ্গে, শ্রমজীবী মানুষ যাতে আরও আরামপ্রদ ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য পিয়াওইয়াঙে ও অন্যান্য বড় বড় শহরে কেন্দ্রীয় হীটিং সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

আগামী কয়েক বছরে আমাদের সমগ্রভাবে ফ্যাক্টরি ও অফিস কর্মীদের মজুরি হার উন্নত করতে হবে, বিশেষ করে নিম্ন মজুরি পর্যায়ের ফ্যাক্টরি ও অফিস কর্মীদের মজুরি তীব্রভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, নিত্যব্যবহার্য পণ্যের বর্ধিত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত ভোগ্যপণ্যের দাম কঠোরভাবে কমাতে হবে।

জনসাধারণের জীবন আরও ভালভাবে রক্ষা করার জন্য এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য আমাদের পাবলিক হেলথ সার্ভিসের আরও উন্নতিসাধন করতে হবে। আমাদের তৈরি করতে হবে আরও হাসপাতাল, বাড়াতে হবে মেডিক্যাল কর্মীদের সংখ্যা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ করতে হবে আরও বেশী ওষুধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি। বিশেষ করে, আমাদের গ্রামের হাসপাতালগুলোকে আরও ভালভাবে গড়ে তুলতে হবে, গ্রামের নারীদের জন্য প্রসূতিসদনের ব্যবস্থাদি আরও শক্তিশালী করতে হবে, গ্রামীণ রি-র ক্লিনিকগুলোকে হাসপাতালে পরিণত করতে হবে এবং সমস্ত রি-তে শিশুদের ওয়ার্ড স্থাপন করতে হবে।

এইভাবে আমরা সমগ্র শ্রমিক ও কৃষকের জীবনধারণের মান সমান-ভাবে উন্নত করবো এবং আমাদের দেশের সমগ্র শ্রমজীবী মানুষকে অধিকতর সুখী জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারবো।

গ· দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লব ও পিতৃভূমির ঐক্য সাধনের জন্য

কমরেডগণ,

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লব সমগ্র কোরীয় বিপ্লবেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরীয় বিপ্লবের জাতীয় বিজয় লাভের জন্য প্রয়োজন প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশে সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামকে আরও অগ্রসর করা।

আলোচ্য সময়কালে দক্ষিণ কোরীয় পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ কোরিয়াকে আরও ব্যাপকভাবে তাদের সামরিক ঘাঁটি হিসেবে পরিণত করেছে এবং তাদের আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতি আরও তীব্র করেছে। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় ও শ্রেণীবিরোধ আরও তীব্র হয়েছে এবং শ্রমিক, কৃষক ও জন-সাধারণের অন্যান্য অংশের বৈপ্লবিক অগ্রগতি আরও প্রসারিত হয়েছে, ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব; সেই সঙ্গে তা আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর ও তাদের ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবও বটে। এই বিপ্লবের প্রধান কাজ হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীকে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিতাড়িত করা ও তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অবসান ঘটানো এবং প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা স্থাপন করা ও দক্ষিণ কোরীয় সমাজের গণতান্ত্রিক উন্নয়ন সাধন।

দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবের চালিকাশক্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার নির্ভরযোগ্য মিত্র কৃষকসমাজ ও প্রগতিশীল ছাত্র যুবা, বুদ্ধিজীবী, দেশ-প্রেমী সৈনিক, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কিছু কিছু জাতীয় পুঁজিপতি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের বিরোধী ছোট ছোট সম্পত্তিবান শ্রেণীর লোকেরা।

দক্ষিণ কোরিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রাম দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল ছাত্র যুবা, বুদ্ধিজীবী, দেশপ্রেমী সৈনিক, দেশপ্রেমী জাতীয় পুঁজিপতি, ছোট ছোট সম্পত্তিবান লোক ও জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে একটি ন্যায়-সঙ্গত সংগ্রাম।

মুক্তির সময় থেকে শুরু করে একেবারে আজকে পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।

বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ধীরে ধীরে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ উত্তর অর্ধাংশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজ-তান্ত্রিক গঠনমূলক কাজে অনন্য সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে অদম্য সংগ্রাম চালায়।

এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবীরা ও জনগণ বহু রক্তপাত করে এবং মর্মস্পর্শী বহু প্রতিহিংসা ভোগ করে। কিন্তু তাদের আত্মত্যাগ ও অসাফল্য ব্যর্থ হয়নি; এগুলোই তাদের কাছে বৈপ্লবিক সংগ্রামের এই মূল্যবান সত্যটি উদ্ঘাটিত করে দেয় যে, হিংস্র শত্রুকে কেবল-মাত্র সংগঠিত বাহিনী দ্বারাই পরাজিত করা সম্ভব।

দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবীরা বিপ্লবী শক্তিগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ও সংগ্রামে সুসংহত নেতৃত্ব দেবার জন্য একটি পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবীদের অক্লান্ত সংগ্রামের ফলে ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশের জন্য আবশ্যিক প্রয়োজনীয় মানসিক চেতনার ফলেই ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবীদের পার্টি গড়ে উঠলো।

এই প্রগ্রেসিভ পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ফ্যাসিবিরোধী ও শান্তিপূর্ণ একতাকে মূল চাবিকাঠি করে সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন স্তরের দেশপ্রেমী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সংঘবদ্ধ করা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভাড়াটিয়াদের জাতীয় অনৈক্য ও ফ্যাসিবাদ প্রবর্তনের নীতির বিরোধিতা করার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। প্রগ্রেসিভ পার্টি দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিপুল মর্যাদা অর্জন করে, এবং বিশেষ করে পার্টির আয়োজিত শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধনের কর্মসূচী দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করে। এই বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণিত হয় এই ঘটনাটিতে যে, ১৯৫৬ সালে ক্রীড়নক রাষ্ট্রপতি 'নির্বাচনে' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের প্রচণ্ড দমনমূলক কাজ ও জালিয়াতি-জুয়াচুরি সত্ত্বেও প্রগ্রেসিভ পার্টির 'প্রার্থী' কুড়ি লক্ষেরও বেশী, অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক সিংম্যান রী-র চাইতে সামান্য কম ভোট পায়। এই ঘটনা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত করেছে যে, দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ফ্যাসিস্ট শাসন ও তার জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টির নীতির বিরোধী এবং পিতৃভূমির শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধন ও সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশে পরম আগ্রহী। প্রগ্রেসিভ পার্টির প্রভাব দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকায় ও বৃদ্ধি পেতে থাকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভাড়াটেরা এত আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, তারা রক্তক্ষয়ী দমনমূলক কাজ চালায়, প্রগ্রেসিভ পার্টির অসংখ্য সদস্যকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করার এবং তার নেতা মিঃ চো বং আমকে হত্যা করার বর্বর নীতি অনুসরণ করে এবং জোর করে পার্টি ভেঙে দেয়। ফলে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রগ্রেসিভ পার্টির অস্তিত্ব রইল না। যদিও প্রগ্রেসিভ পার্টি দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের শত্রুবিরোধী সংগ্রামী চেতনাকে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে এবং নিজস্ব বিপ্লবী বাহিনীকে রক্ষা করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয় তবু সে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় ঐক্যসাধনের এবং মার্কিন বিরোধী, একনায়কতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর করার চেতনা উজ্জীবিত করতে যথেষ্ট প্রেরণা জোগায়।

প্রগ্রেসিভ পার্টি ভেঙে যাবার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরের দল দক্ষিণ কোরিয়ার দেশপ্রেমী জনগণকে দমন করার নীতি আরও তীব্র করে তোলে। কিন্তু সর্বপ্রকার দুঃখযন্ত্রণা ও কষ্টভোগ সত্ত্বেও দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের কঠিন বৈপ্লবিক সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে এবং বিপ্লবী শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৬০ সালের জনগণের অভ্যুত্থান দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতির পথে একটি নতুন মোড়ের সূচনা করে। এপ্রিলের অভ্যুত্থান ছিল দক্ষিণ কোরীয় জনগণের ঘৃণারই বিস্ফোরণ—এরাই দীর্ঘকাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিল; এই অভ্যুত্থান ছিল মার্কিন বিরোধী জাতীয় মুক্তির জন্য একটি গণ সংগ্রাম—সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক এই সংগ্রামে জড়িত ছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুরানো দাস সিংম্যান রী-র ক্রীড়নক সরকারের শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের হাতে উচ্ছেদ ঘটলো। যুদ্ধের পর মার্কিন-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এটিই হলো দক্ষিণ কোরীয় জনগণের প্রথম বিজয়। এপ্রিলের গণ-অভ্যুত্থান দক্ষিণ কোরীয় জনগণের বীরত্বপূর্ণ তেজ উদ্ঘাটিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, জনসাধারণ যদি তাদের শক্তি সংহত করে ও নিপীড়কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তবে তারা শত্রুর যে কোন ঘাঁটি বিধ্বস্ত করতে পারে। ১৯শে এপ্রিলের অভ্যুত্থান দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনেরই সঙ্কট সূচিত করে এবং পরিস্থিতি বিপ্লবের আরও অনুকূল করে তোলে।

এপ্রিল মাসের জনগণের অভ্যুত্থানের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার দেশপ্রেমী জনসাধারণের বৈপ্লবিক অগ্রগতি দিনের পর দিন তীব্রতর হতে থাকে এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলির আবির্ভাব ঘটে ও তার ফলে সোস্যালিস্ট মাস্ পার্টি জন্মলাভ করে। দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবীদের নির্দেশনায় সোস্যালিস্ট মাস্ পার্টি নিজের আশু কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং পিতৃভূমির স্বাধীন ঐক্যের জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে ব্যাপক জনসাধারণ এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বিশদ সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা পরিচালিত করে। পার্টি ব্যাপক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর যুক্তফ্রণ্ট কোয়ালিশন 'স্বাধীন জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল' গঠন করে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের সম্মিলিত সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত করে। সোস্যালিস্ট মাস্ পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রামের প্রচণ্ড আগুন সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়াকে পরি-ব্যাপ্ত করে ফেলে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র যুবা ও জনসাধারণ 'ঐক্যই জীবনের একমাত্র পথ', 'হে দক্ষিণ এসো, চলো যাই উত্তরে, আমরা মিলিত হবো পানমুনজমে!'—এই স্লোগান তুলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বেড়া ভেঙে ফেলবার জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শুরু করে।

তবে, সোস্যালিস্ট মাস্ পার্টি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দক্ষিণ কোরিয়া দখলের অবসান ঘটাতে ও তার ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্র ধ্বংস করতে ছাত্র, যুবার বৈপ্লবিক অগ্রগতিকে সংগ্রামে উন্নীত করতে সক্ষম হয়নি, কিংবা পারেনি। শ্রমিক ও কৃষক সহ সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণকে সংগ্রামে সংগঠিত ও সমাবিষ্ট করতে। মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীরা যখন প্রতিবিপ্লবী 'সামরিক কুপ' ঘটাবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল 'সামরিক দস্যুদলকে' প্ররোচনা দেয় এবং বিপ্লবী বাহিনীর ওপর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চালায় তখন সোস্যালিস্ট মাস্ পার্টি তাকে কঠিন পাল্টা আঘাত হানতে ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ছাত্র, যুবার সংগ্রাম দমন করা হয়।

১৬ই মে-র 'সামরিক কুপ'-এর পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচররা দক্ষিণ কোরিয়ায় নগ্ন মিলিটারি ফ্যাসিস্ট শাসন প্রবর্তন করে। তারা দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার পদদলিত করে এবং জোর করে সমস্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক পার্টি ও গণসংস্থা ভেঙে দেয়, সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয় এবং হাজার হাজার বিপ্লবী দেশপ্রেমী মানুষকে গ্রেপ্তার, বন্দী ও হত্যার বর্বর কার্যাবলী চালায়। শত্রুর এই বর্বর দমনমূলক কাজের ফলে সোস্যালিস্ট মাস্ পার্টি ধ্বংস হয়ে যায় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলো প্রচণ্ড ক্ষতি ভোগ করে।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে এই সংগ্রামের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী ও দেশপ্রেমী জনসাধারণ আরও বেশী সজাগ হয়ে ওঠে এবং সংগ্রামের বহু মূল্যবান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে শান্তিপূর্ণ কোন পন্থা নেই এবং কেবলমাত্র গণ-আন্দোলনই বিপ্লবকে জয়ের পথে পরিচালিত করতে পারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ কোরিয়ার একের পর এক প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদল জনগণের সমর্থিত প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের, যখন ক্ষমতা দখলের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখনই, নির্বিচার হত্যা করেছে। যখনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জনগণের গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছে তখনই বর্বর দমনমূলক নীতি দ্বারা তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। পিতৃভূমির ঐক্যের স্লোগান তুলে প্রগ্রেসিভ পার্টি যখন নির্বাচনে জনপ্রিয়তা লাভ করলো তখনই তাকে ধ্বংস করা হলো, এবং সোস্যালিস্ট মাস্ পার্টিকেও জোর করে ভেঙে দেওয়া হলো কারণ এই পার্টি পিতৃভূমির ঐক্যের জন্য জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জনসাধারণকে পরিচালিত করেছিলো ও জনসাধারণের মধ্যে বিপুল মর্যাদা

বিজ্ঞাপন

লাভ করেছিলো। নিজেদের পিতৃভূমি ও জাতির স্বার্থে যারাই বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করতে চান তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলী চালানো শত্রুর একটি চিরাচরিত পদ্ধতি। মুক্তির অল্পকাল পরেই শত্রু মিঃ রিয়ো উন্‌-হিয়ঙ-কে হত্যা করে, কারণ তিনি দেশের শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধনের সমর্থক ছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক দল ও গণসংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের যুক্ত সম্মেলনে যোগদানের পর মিঃ কিম গু যখন প্রগতিবাদী হয়ে উঠলেন তখন তাঁকেও হত্যা করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী ও দেশপ্রেমী জনগণ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদল যেখানে নম্রভাবে তাদের শাসন-ক্ষমতা ত্যাগ করবে না বরঞ্চ প্রগতিবাদী শক্তিগুলোকে দমনের জন্য বেপরোয়াভাবে প্রতিবিপ্লবী হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করেছে, এই অবস্থার মধ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পন্থাই ক্ষমতা দখলের একমাত্র উপায়। তারা এই অমূল্য শিক্ষা গ্রহণ করলো যে, বিপ্লবে জয়লাভ করতে হলে তাদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রীকরণের সক্রিয় গণসংগ্রাম চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক হিংসাত্মক কাজ দিয়ে শত্রুর প্রতিবিপ্লবী হিংসাত্মক কাজ প্রতিরোধ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিশেষ করে, ১৯শে এপ্রিলের গণ-অভ্যুত্থান ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষাই দেয় যে, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভিতর দিয়েই জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করতে পারে, এবং এই সংগ্রাম তখনই জয়যুক্ত হতে পারে যখন শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র, যুবা সহ জনসাধারণের বিপুল অংশকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সমাবিষ্ট করা যাবে।

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রক্তের মূল্যে লব্ধ মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবীরা সামরিক ফ্যাসিস্ট শাসকদের হীন দমন অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের উন্নতি বিধানের জন্য তাদের সবকিছু নিয়োগ করে। শ্রমিক শ্রেণীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি স্থাপনের মধ্যেই তারা দক্ষিণ কোরিয়ার পূর্বেকার বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্বলতা অতিক্রম করবার এবং বিপ্লবকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবার ও সমস্ত দুর্যোগ ও অসুবিধার মধ্যেও রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশন গঠন ত্বরান্বিত করার পন্থা খুঁজে পায়।

ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবীদের ও জনসাধারণের সুকঠোর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভিতর দিয়েই জন্মলাভ করে। শ্রমিক শ্রেণীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির আবির্ভাবের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ তাদের শ্রেণীগত ও জাতীয় স্বার্থের সত্যিকারের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে একটি নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক সেনানীমণ্ডলী লাভ করে।

রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশনের রাজনৈতিক চেতনা এবং তার সংগ্রামের লক্ষ্য গত বছর অগস্ট মাসে সিউলে সেন্ট্রাল কমিটির নামে প্রচারিত রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশনের ইস্তাহার ও কর্মসূচীতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশনের ইস্তাহার ও কর্মসূচীতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্টির নিয়ামক আদর্শ হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জুচে আদর্শ, এবং তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন করা। তার আশু লক্ষ্য হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত ঔপনিবেশিক ও আধা-ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার বিলোপসাধন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব চালিয়ে তার কবরের ওপর জনগণের গণতান্ত্রিক রাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পিতৃভূমির ঐক্যসাধনের মহান কর্তব্য সাধন করা।

রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশন সংগ্রামের যে লক্ষ্য ও কর্মসূচী নির্ধারিত করে দিয়েছে তাতে দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়নের আইনসিদ্ধ চাহিদা ও সর্বমতসম্মত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং, এগুলো দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্ত দেশপ্রেমী, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও পিতৃভূমির স্বাধীন শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধনের জন্য যুক্ত রাজনৈতিক কর্মসূচী হয়ে ওঠে এবং সমগ্র দক্ষিণ কোরীয় জনগণের সংগ্রামের লক্ষ্য গঠন করে।

রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশনের সংস্থাগুলো বিশ্বাসঘাতী 'দক্ষিণ কোরিয়া—জাপ আলাপ-আলোচনা'র বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালের তেসরা জুনের অভ্যুত্থান, 'দক্ষিণ কোরিয়া—জাপ চুক্তি' অগ্রাহ্য করার জন্য ১৯৬৫ সালের অগস্ট সংগ্রাম, ১৯৬৭ সালের ক্রীড়নক রাষ্ট্রপতি ও ক্রীড়নক জাতীয় অ্যাসেম্বলির 'নির্বাচন'-বিরোধী সংগ্রাম ও অন্যান্য বহু সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং এখন দক্ষিণ কোরীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পার্টি সুদৃঢ় বিপ্লবী ট্রেনিং গ্রহণ করেছে এবং দক্ষিণ কোরীয় জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও আস্থা অর্জন করেছে।

আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবীরা, রিভলিউশনারি পার্টি ফর রিইউনিফিকেশনের সংস্থাগুলোকে সংহত করার সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমী জনসাধারণকে তার চারিপাশে সমাবিষ্ট করছে এবং গোপনে, পাহাড়ে-পর্বতে, কারাগারে ও ফাঁসির মঞ্চে বীরত্বপূর্ণ মার্কিন-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চালাচ্ছে।

কমরেডগণ, দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের পরাজিত করবার জন্য ও বিপ্লবে জয়লাভ করার জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী শক্তিগুলোকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করে তোলা। বিপ্লবী শক্তিগুলো যখন যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত হবে কেবল তখনই শত্রুর প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ যথাসময়ে প্রতিহত করা এবং সম্পূর্ণ তৎপরতার সঙ্গে মহান বৈপ্লবিক ঘটনার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

বিপ্লবী শক্তিগুলোকে তৈরী করার ব্যাপারে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ তা হচ্ছে বিপ্লবের সেনানীমণ্ডলী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলা এবং বিপ্লবের প্রধান বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের তার চারিপাশে সমাবিষ্ট করা। যেখানেই শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য বিপ্লবী জনগণ রয়েছে সেখানেই পার্টির শক্তিকে সম্প্রসারিত করা ও জোরদার করা এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের গভীরভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবীদের চালাতে হবে। পার্টির গণভিত্তি সম্প্রসারিত করা ও সংহত করার জন্য প্রয়োজন মেহনতী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গণসংস্থা গড়ে তোলা ও সেগুলোকে সুদৃঢ় করা।

বিপ্লবের প্রধান বাহিনীকে উত্তমরূপে গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবে আগ্রহী সমস্ত শ্রেণীকে একটিমাত্র রাজনৈতিক শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র এইপথেই প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোকে পরিপূর্ণভাবে একঘরে করে ফেলা যাবে এবং বিপ্লবী শক্তিগুলোর বিরাট প্রাধান্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। জাতীয় মুক্তির জন্য সমস্ত দেশপ্রেমী রাজনৈতিক দল, গণসংস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ফ্যাসিবিরোধী গণতন্ত্রের পতাকার নীচে একটি মার্কিন-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী সংস্থাগুলোর করতে হবে। বিশেষ করে, বিপ্লবীর সারিতে ছাত্র যুবাদের সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করার এবং তাদের ও বিপ্লবের প্রধানশক্তি শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক বন্ধন আরও দৃঢ় করে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে।

ব্যাপক গণসংগ্রাম যখন আত্মপ্রকাশ করে কেবল তখনই বিপ্লবী বাহিনীর সুযোগ ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র সক্রিয় বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনের ভিতর দিয়েই জনসাধারণের রাজনৈতিক জাগৃতি ঘটে ও তাদের সাংগঠনিক বন্ধন দৃঢ় হয়, এবং বিপ্লবের দৃঢ়কঠিন শক্তি বিস্তার লাভ করে ও বিপ্লবী সংগঠনের জঙ্গীপনা বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ কোরিয়ায় বিপ্লবী বাহিনীগুলোর বৃদ্ধি ও উন্নয়নের কাজ যত বেশী গুরুত্ব লাভ করবে তত বেশী সক্রিয়তার সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারী ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম সংগঠিত ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং নির্ভুল রণকৌশলগত ও কৌশলগত নির্দেশিকা সুস্পষ্টভাবে লব্ধ হবে। এখানে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ করা ও পরিমাপ করা, বিপ্লবের উন্নয়নের চাহিদা বিচার করা এবং জনসাধারণের চেতনাকে সমান স্তরে আনয়ন করা, এবং এইভাবে উপযুক্ত সংগ্রামের স্লোগান বের করা ও সংগ্রামের সঠিক ধরন ও পদ্ধতি বাছাই করা এবং শত্রুর আভ্যন্তরিক বিরোধিতা ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী ও জনসাধারণকে সংগ্রামের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতিকে সঠিকভাবে সম্মিলিত করে বিপ্লবী আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এই সংগ্রাম রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সংগ্রাম, আইনানুগ, আধা-আইনসিদ্ধ ও বেআইনী সংগ্রাম, হিংস ও অহিংস সংগ্রাম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকারের সংগ্রাম হতে পারে।

দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবী ও দেশপ্রেমী জনসাধারণের কাছে বর্তমান অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন ও তার অনুচরদের ফ্যাসিবাদী দমনের মুখে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গণসংগ্রামের সুনিশ্চিত উন্নতিসাধন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন ও মিলিটারি ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বাক্, সংবাদপত্র, সভাসমিতি গঠন ও বিক্ষোভ-প্রদর্শনের স্বাধীনতা সহ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাংগঠনিক যোগাযোগ সাধন এবং রাজনৈতিক মুক্তির জন্য ছাত্র যুবার সংগ্রামকে আরও সক্রিয় ও সচেতন করা ও তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শ্রমিক ও কৃষকের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং আরও প্রয়োজন বৈপ্লবিক হিংসাত্মক কাজ দিয়ে প্রতিবিপ্লবী হিংসাত্মক শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করা ও হিংসা দিয়ে সবসময় হিংসাকে প্রতিহত করার জন্য বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবীরা ও জনসাধারণ যদি সংগ্রামের ভিতর দিয়ে একটি রাজনৈতিক বাহিনী সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে পারে ও তাদের বিপ্লবী বাহিনীকে যদি অনবরত শক্তিশালী করে তুলতে পারে তবে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বিপ্লবের সঠিক সময়কে কাজে লাগাতে পারবে। এইভাবেই তারা শেষ পর্যন্ত বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল রাজকে বিতাড়িত করতে পারবে, আর তার ফলেই দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লবের লক্ষ্য সুনিশ্চিতভাবে সিদ্ধ হবে।

একথা সত্য যে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লব অতি সহজে জয়লাভে সমর্থ হবে না, এখনও তার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু শত্রুর দিক থেকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা, সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী ও দেশপ্রেমী জনসাধারণের অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারবে না—তারা মুক্তি ও স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রামে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের সংগ্রামের ন্যায্যতা সম্পর্কে তারা নিঃসন্দিগ্ধ। কাজেই দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবের সকল অগ্রগতি রুদ্ধ করা যাবে না।

দক্ষিণ অর্ধাংশের জনগণ তাদের বিপ্লবী সংগ্রামে নিঃসঙ্গ নয়, উত্তর অর্ধাংশে তাদের শক্তিশালী বিপ্লবী ঘাঁটি রয়েছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারী ও তাদের অনুচরদের জাতীয় ও শ্রেণী নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণেরই সংগ্রাম। নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ কেবল নিজেদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। কাজেই, দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবকে যে-কোন অবস্থাতেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণকে, নিজেদেরই উদ্যোগ আয়োজনে। কিন্তু উত্তর অর্ধাংশের জনগণের, যেহেতু তারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণকে তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এখন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তা একদিকে যেমন প্রতিবিপ্লবীদের প্রতিকূল হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি বিপ্লবের অনুকূল হচ্ছে, এবং সমস্ত দেশের প্রগতিবাদী জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দক্ষিণ কোরিয়ায় তার আক্রমণাত্মক নীতির জন্য নিন্দা করছে ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণকে তাদের ন্যায়সঙ্গত মুক্তি-সংগ্রামে বিপুল সমর্থন জানাচ্ছে ও উৎসাহ জোগাচ্ছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের অবলুপ্তি ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিতভাবেই আসবে।

কমরেডগণ,

দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দখলের ফলে সৃষ্ট আঞ্চলিক বিভাগ ও জাতীয় বিভাগ দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের শুধু অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশাই ডেকে আনেনি, সমগ্র কোরীয় জনগণের প্রচণ্ড জাতীয় ক্ষতিসাধন করেছে এবং সমগ্রভাবে কোরীয় সমাজের সুসমঞ্জস উন্নয়নের গভীর বাধা সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু পিতৃভূমির ঐক্যসাধন বর্তমান অবস্থায় সমগ্র কোরীয় জনগণের বৃহত্তম জাতীয় কর্তব্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ—এর জন্য আর কালাপহরণ করা চলে না।

জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্য আমাদের পার্টির নীতি ইতোমধ্যেই সমগ্র বিশ্বে সুপরিজ্ঞাত হয়েছে। আমরা বারবার একথা পরিষ্কারভাবে বলেছি যে, জাতীয়তার সচেতনতা নিয়ে যদি গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবৃন্দ দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতা দখল করতে পারে ও মার্কিন সৈন্যদের অপসারণ দাবি করে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয় ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নিশ্চিতি দেয় তবে পিতৃভূমির শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধনের প্রশ্নে তাদের সঙ্গে যে কোনও সময়ে যে কোন স্থানে আলাপ-আলোচনায় আমরা প্রস্তুত। এমন কি দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান শাসক দল যখন ফ্যাসিবাদী সামরিক কু ও ক্ষমতা দখল করার পরেও আমরা পিতৃভূমির ঐক্যসাধনের জন্য অত্যন্ত সুষ্ঠু ও যুক্তিসংগত প্রস্তাব দিয়েছিলাম ও সেইগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, আশা ছিল তারা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত হবে এবং সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করবে। দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা একাধিক বার প্রস্তাব দিয়েছি যে, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকারী বাহিনীকে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিতাড়িত করার পর উত্তর ও দক্ষিণ তাদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে ১০০,০০০ বা তারও কম করা হবে, পরস্পরের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ থেকে বিরত হবার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে, উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আনাগোনা প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং কোরিয়ার জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে শান্তিপূর্ণ পন্থায় দেশের ঐক্য সাধনের জন্য মৌলিক অবস্থা যখন দেখা দেবে তখন উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অবাধ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, কোন কারণে যদি এখনই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সর্বত্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তবে জাতির জরুরী সাধারণ সমস্যাবলীর সমাধান ও পিতৃভূমির ঐক্য সাধন ত্বরান্বিত করার পট-পরিবর্তনের ব্যবস্থা হিসাবে প্রথমে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কনফেডারেশন গঠন করতে হবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও জাপ সমরবাদীদের উস্কানিতে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়নকরা সোরগোল তুলল যে, কোরিয়ার ঐক্যসাধন অবশ্যই হবে 'সাম্যবাদকে হটিয়ে ঐক্যসাধন' এবং এর জন্যে শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে; তারা সোরগোল তুলল যে, মিথ্যা 'দক্ষিণমুখী অভিযানের আশঙ্কার' বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়া 'রক্ষা' করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা আর কিছুই নয়, দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবকে দমন করা এবং প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশকে সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে আক্রমণ করার অভিলাষ মাত্র। এইরকম অদ্ভুত অজুহাত তুলে শত্রু একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণকারী বাহিনী দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া দখলে রাখার চক্রান্ত করছে, অন্যদিকে ব্যাপকহারে সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করছে, সামরিক ঘাঁটিগুলোর সম্প্রসারণ করছে এবং বেপরোয়াভাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় সমর প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার শাসকদল 'সাম্যবাদকে হটিয়ে ঐক্যসাধন' বলে সরবে যে প্রচার চালাচ্ছে তার অর্থ সাম্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করার পর 'ঐক্যসাধন'।

এটি একটি অত্যদ্ভুত দিবাস্বপ্ন এবং নির্বোধের অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশের জনগণ সাম্যবাদী আদর্শকে পথনির্দেশক নীতি হিসাবে গ্রহণ করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেছে যে রাষ্ট্রে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিময়—তারা সৃষ্টি করেছে তাদের এক সুখী জীবনধারা যা ২৫ বছর ধরে তারা ভোগ করছে। সাম্যবাদী আদর্শ প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশে ইতোমধ্যেই হৃদয়ে গভীরভাবে বসে গেছে এবং তাদের অবিনাশী বাস্তব শক্তিতে পরিণত করেছে। কোরিয়ায় কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে দেশের ঐক্যসাধন বস্তুতপক্ষে ঐক্যসাধনকে অগ্রাহ্য করা এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে চিরতরে একটি উপনিবেশ হিসাবে ছেড়ে দেওয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়নকদের সম্প্রতি বহু প্রচারিত তথাকথিত 'শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধনের কর্মসূচী আগাগোড়া মিথ্যা ও ছলনাপূর্ণ কৌশলগত রাজনৈতিক প্রচারণা, জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রশ্ন মীমাংসার জন্য কোনরূপ সূত্র বর্জিত প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধনের কর্মসূচী' এবং যা তারা সরবে প্রচার করে না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা আড়াল করে এবং বিশ্বের জনগণ যারা আমাদের জাতীয় ঐক্যসাধনের কর্মসূচী সমর্থন করে তাদের বিভ্রান্ত করে দক্ষিণ কোরিয়ায় স্বাধীন শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধনের ক্রমবর্ধমান চেতনাকে মিইয়ে দেওয়া। যারা দেশের স্বাধীন শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধন ব্যাহত করছে এবং জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের সংগ্রাম বেয়নেটের মুখে স্তব্ধ করে দিচ্ছে, মার্কিন বাহিনী কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়াকে দখলে রাখার রসদ যোগাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার জাপ সমরবাদী আক্রমণ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে দিচ্ছে, নিজেদের দেশবাসীকে বিদেশে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বর্ম হিসাবে ভিয়েতনামের আক্রমণাত্মক যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার তরুণ ও মধ্যবয়স্কদের দলে দলে পাঠাচ্ছে সেই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে দেশের ঐক্যসাধনের প্রশ্ন নিয়ে আমরা কি করে আলোচনা করতে পারি?

দক্ষিণ কোরিয়ায় যে পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণকারী বাহিনী থাকবে এবং বর্তমান ক্রীড়নকরা থাকবে সে পর্যন্ত দেশের শান্তিপূর্ণ ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়।

জাতীয় ঐক্যসাধন পরিপূর্ণভাবে করতে হলে প্রয়োজন আমাদের পিতৃভূমির ঐক্যসাধনের প্রধান বাধা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিতাড়িত করা ও তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানো, বর্তমান মিলিটারী ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশিপকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং বিপ্লবে বিজয় লাভ করা। এইভাবে যখন দক্ষিণ কোরিয়ায় সত্যিকারের জনগণের রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশের সমাজতন্ত্রী শক্তি ও দক্ষিণ কোরিয়ায় দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্বিঘ্নে আমাদের পিতৃভূমির ঐক্যসাধন সম্ভব হবে।

উন্মাদের মতো কোনরকম ষড়যন্ত্র দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুচররা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কোরিয়ায় জনগণের অনন্য সংগ্রামী কামনাকে ভেঙ্গে দিতে পারবে না। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সমগ্র জনসাধারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাবে এবং দেশকে বিভক্ত রাখার জন্য শত্রুর হীন চক্রান্তকে নিশ্চয়ই ব্যর্থ করে দেবে এবং পিতৃভূমির ঐক্য অব্যর্থভাবে সাধন করবে।

৪· আন্তর্জাতিক বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে সংহতি দৃঢ়তর করার জন্য

কমরেডগণ,

আলোচ্য সময়কালে আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত রূপের সময়োপযোগী ও নির্ভুল অনুধাবন করে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ করে। পার্টির স্বাধীন ও আদর্শসিদ্ধ বৈদেশিক নীতি বহু সৌভ্রাত্র পার্টি ও দেশ, বিশ্বের অগণন বিপ্লবী সংস্থা ও জনগণের সমর্থন লাভ করে এবং আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা সুসংহত করে। আমাদের রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগণ্য বিপ্লবী কমরেড ও বন্ধু এবং আমাদের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়ভাবে জোরদার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তিগুলোর সঙ্গে সংহতি সাধনের যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা আমাদের পার্টি চালিয়েছে এটি তারই ফল, এবং এ দিয়েই আমাদের পার্টির বৈদেশিক নীতির নির্ভুলতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়।

আমাদের বিপ্লবে আন্তর্জাতিক পরিবেশ এখনও জটিল ও তীব্র হয়ে রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির সাধারণ গতিধারা জনগণের অনুকূলে মোড় নিচ্ছে, যে জনসাধারণ শান্তি ও গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার অসুবিধা সৃষ্টি করছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হচ্ছে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম যেখানে দিনের পর দিন গতিবেগ সঞ্চার করছে সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধের নীতি তীব্রতর করে তুলছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক ও লুঠেরা চরিত্র আরও পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক অভিলাষ সীমাহীন। সমগ্র বিশ্বকে পদানত করার লক্ষ্য নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত মহাদেশে, বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে ও দেশে, তা সে এশিয়াই হোক, নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যই হোক, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাই হোক ইউরোপ বা ওসেনিয়াই হোক, তার ওপর হস্ত প্রসারিত করে দিচ্ছে এবং শান্তি ও গণতন্ত্র জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের দাবিতে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। যেহেতু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্ষয়ের পথে ও সংকটের মুখে সেই হেতু সে আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতি আরও বেপরোয়াভাবে অনুসরণ করছে।

'শক্তির নীতি' অনুসরণ করতে গিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা 'শান্তি', 'আলাপ আলোচনা', 'আদান প্রদান' এবং আরও অনেক কিছুর সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে এবং তাদের উক্ত 'শান্তির রণকৌশল'-এর ঢাক পেটাচ্ছে। কিন্তু এগুলো আক্রমণকারী হিসাবে তাদের সত্যিকারের চরিত্র আড়াল করা ও বিশ্বের জনমত বিক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টা চিরাচরিত ছলনামূলক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'শান্তির রণকৌশল'-এর সংক্ষেপ অর্থ হচ্ছে বিপরীতমুখী সমরকৌশল। 'শান্তি'-র এই ছদ্মবেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রগতিবাদী জনগণের বিরুদ্ধে বর্বর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালায় এবং এই "শান্তির" ছদ্মবেশেই তারা অন্যান্য দেশকে আদর্শের দিক দিয়েও রাজনীতির দিকে বশম্বদ করে তোলার চক্রান্ত চালায়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক যুগের সবচাইতে নৃশংস ও নির্লজ্জ আক্রমণকারী ও লুঠেরা এবং বিশ্বের প্রগতিবাদী সমস্ত মানুষের প্রধান সাধারণ শত্রু।

আজকের দিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেয়ে অধিকতর জরুরী কাজ আর নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের ভিতর দিয়েই কেবল বিশ্বশান্তি রক্ষিত হতে পারে এবং জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ও গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম জয়মণ্ডিত হতে পারে।

আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম যুগের একটি ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আগুন প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন তীব্রতা লাভ করছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আরো বেশী শান্তিকামী মানুষ সমাবিষ্ট হচ্ছে। জনগণের যুদ্ধবিরোধী সংগ্রাম খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই গণচরিত্র লাভ করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের সর্বত্র মার খাচ্ছে এবং বাইরে ও ভিতরে কোণঠাসা হয়ে গেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতি রোধ ও ব্যর্থ করে দেবার জন্য মার্কিন-বিরোধী সংগ্রাম এশিয়াতেই হোক আর ইউরোপেই হোক, আফ্রিকাতেই হোক আর লাতিন আমেরিকাতেই হোক, পৃথিবীর সমস্ত অংশে, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সমস্ত দেশে আরও সক্রিয় ও আরও ব্যাপক করে তুলতে হবে। সর্বপ্রথমে, ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলোকে ইন্দোচীনের জনগণ ও সংগ্রামরত অন্যান্য দেশের জনগণের প্রতি অধিকতর বাস্তব সমর্থন জানাতে হবে। একদিকে, বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী দেশ ও প্রগতিবাদী মানুষকে বিভক্ত দেশগুলোতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। বিশ্বের সমস্ত অংশে, যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘাঁটি গেড়ে বসেছে ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ... জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও উৎসাহ জানাচ্ছে সেখানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, মার্কিনবিরোধী সংগ্রামের প্রচণ্ড বিপ্লবী অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করলেই কেবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থ করা যাবে এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষিত ও সংহত করা যাবে।

কমরেডগণ, এশিয়াই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রচণ্ড সংগ্রামের রণক্ষেত্র, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আক্রমণের বর্শাফলক এশিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, তার প্রধান কারণ এই অঞ্চলে বহু বিপ্লবী দেশ, সংগ্রামশীল দেশ রয়েছে এবং এই অঞ্চলেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তীব্রভাবে চলেছে ও সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ায় বিপ্লবী শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি রোধ করার ও তাদের ঔপনিবেশিক শাসন জিইয়ে রাখার সর্বপ্রকার বেপরোয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এশিয়ার যে-সব দেশ বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অস্ত্রবলে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে, সেই সঙ্গে যেসব দেশ আদর্শের দিক দিয়ে দুর্বল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা অপরিণত সেগুলোতে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ তীব্রতর করে ভেতর থেকে তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ছলনাময় প্রকৃতি প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত করে, শুধু ভিয়েতনামের বিরুদ্ধেই তাদের নৃশংস আক্রমণাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে না, লাওসেও তাদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ তীব্রতর করে তুলেছে এবং কাম্বোডিয়াতে নগ্ন সশস্ত্র অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের আক্রমণমুখী সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের বশম্বদ দেশগুলোর ভাড়াটে বাহিনীকে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ায় আর একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বাধাবার জন্য দিনের পর দিন প্ররোচনামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক কার্যাবলী তীব্রতর করে চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য ভূখণ্ড তাইওয়ান দখল করে রেখেছে।

এশিয়ায় তাদের আক্রমণাত্মক নীতি আড়াল দেবার জন্য আমেরিকার বর্তমান শাসকরা তাদের নীতি-পরিবর্তিত হয়েছে বলে সোরগোল তুলেছে। কিন্তু এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত আক্রমণাত্মক নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি ও হতে পারে না। যদি আদৌ কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে তা হচ্ছে, তারা তাদের আক্রমণমুখিতা ও ছলনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সরাসরি সশস্ত্র বাহিনীকে সংহত করে আক্রমণ তীব্রতর করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অনায়াসে এশিয়ায় তাদের আক্রমণাত্মক চক্রান্ত বাস্তবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে "এশীয়দের বিরুদ্ধে এশীয়দের সংগ্রাম"-এর পরিকল্পনা করে অধিকতর কুটীল পথের সন্ধান করছে—আর এর জন্য কুখ্যাত "নতুন এশীয় নীতি" অনুসারে জাপ সমরবাদী এবং এশিয়ার অন্যান্য বশম্বদ দেশ ও ক্রীড়ণকদের উস্কে দিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব আক্রমণাত্মক চক্রান্তের ফলে এশিয়ার সর্বত্র পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে।

বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী দেশ ও প্রগতিবাদী মানুষ ইন্দোচীনের সর্বত্র যুদ্ধ সম্প্রসারণকারী ও এশিয়ার সমস্ত অংশে আক্রমণাত্মক চক্রান্ত তীব্রতর করে তোলায় রত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে কখনও হাত গুটিয়ে চেয়ে থাকতে পারে না; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতি ও আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার জন্য তাদের একজোটে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরকম দ্বিধা বা নিষ্ক্রিয়তা থাকা চলবে না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ায় আক্রমণ চালাবার প্রধান পরিকল্পক, সুতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষিত ও সংহত করা যাবে না।

এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বিপ্লবী এশীয় দেশগুলোর জনগণের সংগ্রামী সংহতি দৃঢ় করে তোলার গুরুত্ব সমধিক।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজয়ী সংগ্রামের ও বিপ্লবের অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। কোরীয় ও চৈনিক জনগণ জাপ সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী সংগ্রামে মিলিত হয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও একসঙ্গে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়। ইন্দোচীনের জনগণ ফরাসী ও জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে এবং এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম চালাচ্ছে।

আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ এশিয়ার বিপ্লবী দেশগুলোকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি সাধারণ ফ্রন্টে গ্রথিত করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সরাসরি আক্রমণের ফলে দুর্দশায় পতিত কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার জনগণ ও এশিয়ার বিপ্লবী অন্যান্য দেশের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মার্কিনবিরোধী যুক্তফ্রন্ট আরও সংহত করতে হবে, এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ওপর আরও শক্তিশালী সম্মিলিত পাল্টা-আঘাত হানবার জন্য প্রচণ্ড মার্কিনবিরোধী সম্মিলিত সংগ্রাম চালাতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের এইভাবে দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান থেকে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও লাওস থেকে, কাম্বোডিয়া ও এশিয়ার অন্য সমস্ত অংশ যেখানে তারা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে, সেখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে এবং এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীদের লেলিয়ে দেবার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যদিও এখন ধোঁকা দিচ্ছে, তবু তারা টিকতে পারবে না এবং এশিয়ার দেশগুলোর বিপ্লবী সমস্ত মানুষ যখন সম্মিলিত আঘাত হানবে ও বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে, তখন তারা এশিয়া থেকে বিতাড়িত হবেই।

এশিয়ার জনগণ ও বিশ্বের প্রগতিবাদী জনগণের সম্মুখে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপ সমরবাদের পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাবার এক অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য দেখা দিয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় জাপ সমরবাদ এখন এশিয়ায় আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশ্বশান্তি এবং এশিয়ার দেশ-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হয়ে উঠছে। যাঁরা এশিয়া ও বিশ্বের শান্তির জন্য আগ্রহশীল, তাঁদের কাছে এই বিষয়টি গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

জাপ সমরবাদ এশিয়ার জনগণের প্রচণ্ড শত্রু। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য দেশ আক্রমণ করার অভ্যাস তার চিরদিনের। অতীতে জাপ সমরবাদীরা মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোরিয়া দখল করেছিল, এশিয়া মহাদেশের ওপর আক্রমণের নখদন্ত বিস্তার করে দিয়েছিল এবং এশিয়ার জনগণের অপরিসীম দুঃখদুর্দশা ও দুর্ভোগ ডেকে এনেছিল। ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ও তাদের সহযোগিতা পেয়ে তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের আগুন জ্বালায় এবং এশিয়ার 'নেতা' হবার জন্য উন্মাদ হয়ে পড়ে। আক্রমণ ও যুদ্ধের মধ্যে জাপ সমরবাদ স্ফীতকায় হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের মধ্যেই তার বিনাশ ঘটে। এশিয়ার জনগণ ও সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে জাপ সমরবাদীরা যে অপরাধ সংঘটিত করে, তার ইতিহাস জনগণের মনে এখনও জাগরূক আছে।

জাপ সমরবাদীদের অপরাধে-ভরা এই ইতিহাসের আজকে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। জাপ সমরবাদের আক্রমণাত্মক চরিত্র অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, এর পরিবর্তন কোনদিনই হবে না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে পুনরুজ্জীবিত জাপ সমরবাদ এখন কোরিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের ওপর তার আক্রমণের অঙ্কুশ ছুঁড়িয়ে দিচ্ছে এবং তথাকথিত 'বৃহত্তম পূর্ব এশিয়া সহ সমৃদ্ধির ক্ষেত্র'-এর পুরানো স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বেপরোয়াভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। আক্রমণমুখী সশস্ত্র বাহিনী এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের 'নতুন এশীয় নীতি' ও জাপ সমরবাদের বৈদেশিক সম্প্রসারণ নীতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য জাপানে পূর্ণোদ্যমে সমর-প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে। এশিয়াকে পদানত করার অত্যন্ত জঘন্য পরিকল্পনাধীনে জাপ সমরবাদীদের আরব্ধ পুনরস্ত্রসজ্জার চক্রান্ত দিনের পর দিন এক জটিল পর্যায়ে প্রবেশ করছে। জাপানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র সামরিকীকরণের ওপর জোর দিচ্ছে এবং আভ্যন্তরিক কাঠামোকে ফ্যাসিপন্থী করে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করে দিয়েছে, 'এশিয়ায় নায়কের ভূমিকা' জাপানকেই গ্রহণ করতে হবে, এবং 'তার জাতীয় শক্তির সঙ্গে সুসমঞ্জস সামরিক শক্তি' লাভে জাপানের দেরী করা চলে না বলে চিৎকারের কমতি তার নেই।

এশিয়ায় আক্রমণ চালাবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন-জাপ জোট বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরও দৃঢ় করা হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও জাপ সমরবাদীদের মধ্যেকার ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতা মহাবিপদ ডেকে এনেছে, কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপানকে ঘাঁটি করে এশিয়ায় আক্রমণের বর্শাফলক নিয়োজিত করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ায় তাদের আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতি তীব্রতর করে তাদের ছোট সুঙ্গর ও আক্রমণের সামরিক ঘাঁটি জাপানের সামরিক ও আর্থনীতিক শক্তি আরও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছে। তাদের উদ্দেশ্য, তাদের আক্রমণাত্মক নীতি কার্যকর করা; এদিকে জাপ সমরবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এশীয় নীতির সুযোগ গ্রহণ করে তাদের বৈদেশিক সম্প্রসারণের অভিলাষ কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুনরস্ত্রসজ্জা ও আক্রমণের জন্য জাপ সমরবাদীদের উদগ্র ষড়যন্ত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এশীয় নীতিরই প্রত্যক্ষ ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

জাপান এশিয়ায় নতুন আক্রমণ ও যুদ্ধের বীজতলা আবার হয়ে উঠেছে; এর বিরুদ্ধে এশিয়ার জনগণকে তাদের সতর্কতা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশই হচ্ছে জাপ সমরবাদের বিদেশ আক্রমণনীতি অনুসারী আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য। জাপ সমরবাদীরা ইতোমধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়ায় ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসে তারা কোরীয় ফ্রন্টে আক্রমণের জন্য তাদের সশস্ত্র বাহিনী পাঠাবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য চক্রান্ত করে কোরিয়া আক্রমণের জন্য বেপরোয়া যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনা করেছে এবং এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে যে, কোরিয়ার গণতান্ত্রিক জনগণের প্রজাতন্ত্রকে তাদের যুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করে ফেলেছে।

বৈদেশিক সম্প্রসারণের দুষ্ট অভিলাষ নিয়ে জাপ প্রতিক্রিয়াশীলরা এখন 'শান্তি' ও সহায়ক-এর পোশাক পরে পৃথিবীর যে অংশে খুশি সেই অংশে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, নিকট ও মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ তীব্রতর করে দিচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিবাসীদের 'বন্ধু'-র ভান করে তারা এইসব অঞ্চলের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম স্তব্ধ করে দেওয়ার ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট চুরমার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুকৌশলী অভিযান চালাচ্ছে।

জাপ সমরবাদবিরোধী সংগ্রাম এশিয়া ও বিশ্বের শান্তিরক্ষারই সংগ্রাম এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এশীয় পরিকল্পনাকে রোধ ও ব্যাহত করার সংগ্রামধারার প্রধান যোগসূত্র। বিশ্বের শান্তিকামী সমস্ত মানুষকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম চালাবার সঙ্গে সঙ্গে জাপ সমরবাদবিরোধী সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তুলতে হবে এবং সম্মিলিত কর্মধারায় তাদের আক্রমণাত্মক অভিলাষ ব্যর্থ করে দিতে হবে।

জাপ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের প্রতি কোনরূপ মোহ যেন কারো না থাকে, কিংবা কেউ যেন তাদের ওপর আশা না রাখে। সাম্রাজ্যবাদের এটি একটি অপরিহার্য নিয়ম যে, দেশে যখন একচেটিয়া মূলধন স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন সে বিদেশ আক্রমণের পথ ধরে। জাপ একচেটিয়া মূলধন ইতোমধ্যেই পরিপূর্ণভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে ও তার প্রভুত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাপ সমরবাদীদের এই যে পুনরস্ত্রসজ্জা ও বৈদেশিক সম্প্রসারণের নীতি তা চালিত হচ্ছে প্রধানতঃ জাপ একচেটিয়া মূলধনের পুনরুজ্জীবন ও তার শাসন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে।

কেউ যদি জাপ সমরবাদীদের আক্রমণাত্মক চরিত্রের দিকে চোখ বুজে থাকে ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে এবং জাপানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের গুণগান করে বা তার সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করে, তবে তা এশিয়ায় যুদ্ধের আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে ও তার বৈদেশিক সম্প্রসারণের উৎসাহ জোগাবে। এতে এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা আরও সংহত হয়ে উঠবে এবং সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে দুর্বল করে দেবে।

জাপ সমরবাদের পুনরস্ত্রসজ্জা ও তার পরদেশ আক্রমণের চক্রান্ত সুনিশ্চিতভাবে ব্যাহত করতে হবে এবং আক্রমণমুখী মার্কিন-জাপ জোট অবশ্যই বিকল করে দিতে হবে। বিশেষ করে, জাপ সমরবাদীদের 'শান্তি'-র পোশাক ছিনিয়ে নিতে হবে; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের একঘরে করে ফেলতে হবে ও তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট স্তব্ধ করে দেবার চক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত ও ব্যর্থ করে দিতে হবে।

জাপ সমরবাদকে প্রতিহত করা এবং মার্কিন ও জাপ প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণমুখী জোটকে চূর্ণ করার জন্য জাপানী জনগণকে তাদের সংগ্রামে সমর্থন জানানো ও তাদের সঙ্গে সংহতি গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জাপানী জনগণের সংগ্রাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এশিয়া আক্রমণ ও জাপ সমরবাদের পুনরুজ্জীবনের মুখে প্রচণ্ড আঘাত হানছে এবং এশিয়া ও বিশ্বের শান্তিরক্ষায় বিপুল অবদান সৃষ্টি করছে।

কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি ও কোরিয়ার জনগণ গভীর সতর্কতা নিয়ে জাপানের বিপজ্জনক ঘটনাবলী লক্ষ্য করছে। আমাদের পার্টি ও জনগণ জাপ সমরবাদের পুনরাক্রমণ পরিকল্পনা সহ্য তো করবেই না, বরঞ্চ তার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। বিশেষতঃ আমরা জাপানী জনগণের সঙ্গে ও এশিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী শক্তিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঐক্য বজায় রেখে কোরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্যপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল জাপ সরকারের হীন চক্রান্ত রোধ ও বিফল করে দেবার উদ্দেশ্যে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে সম্পাদিত ঘৃণ্য 'দক্ষিণ কোরিয়া-জাপান চুক্তি' বাতিল করার উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাব।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসে জাপ সমরবাদীরা কোরিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ আক্রমণের জন্য এবং এশিয়ার 'নেতা' হবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এসব অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন আর কিছু নয়।

আজকের এশিয়া অতীতের পশ্চাদপদ এশিয়া নয়। এশিয়ার ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব করার দিন আর নেই। এশিয়ার কোটি কোটি লোক, যারা সাম্রাজ্যবাদের হাতে নিপীড়িত ও লুণ্ঠিত হয়েছে তারা আজ বিপুল বিক্রমে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ইতিহাসের দৃশ্যাবলীতে আবির্ভূত হচ্ছে। কোরিয়ার গণতান্ত্রিক জনগণের প্রজাতন্ত্র ও চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সামরিক শক্তি অতুলনীয়ভাবে বেড়ে গেছে, ভিয়েতনামের বীর জনগণ ও ইন্দোচীনের অন্যান্য মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রচণ্ড শিখা অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে জ্বলছে এবং জাপানী জনগণের বৈপ্লবিক জাগরণ আরও উচ্চস্তরে উঠছে। কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই এশিয়ার

জনগণকে পরাভূত করতে ও তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে চূর্ণ করতে পারবে না। এশিয়ার জনগণ এখন আমাদের যুগের এমন এক মহান বিপ্লবী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদকে কবরের দিকে ঠেলে দেবে। জাপ সমরবাদীরা যদি এশিয়ার জনগণ ও বিশ্বের প্রগতিবাদী জনগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও কোরিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের ওপর আবার আক্রমণ চালাবার সাহস করে তবে তারা এশিয়ার জনগণের মহান বিপ্লবী শক্তির সম্মুখে শেষ পর্যন্ত ভূতলশায়ী হবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবে রত শুধু এশিয়ার দেশগুলোর জনগণই নয়, বিশ্বের সমস্ত বিপ্লবী ও সংগ্রামী দেশের জনগণকেও তাদের সংহতি আরও জোরদার করতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য সবকিছুর চাইতে বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বেশী ভয় করে। কাজেই, তারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিপ্লবী ও সংগ্রামী দেশগুলোকে তাদের শক্তি সংহত করার পথে বাধা সৃষ্টি করার এবং বিপ্লবী শক্তিগুলোকে ধ্বংস করার কৌশল অবলম্বন করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই কৌশল সুনিশ্চিতভাবে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রামরত এশিয়ার বিপ্লবী দেশগুলোর জনগণ, প্যালেস্টাইনের জনগণ এবং সংগ্রামী অন্যান্য আরব জনগণ, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ এবং বিশ্বের সমস্ত সংগ্রামী মানুষকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কঠিন আঘাত হানবার জন্য ও তাকে পর্যুদস্ত করবার জন্য দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ হতে হবে। বিপ্লবী ও সংগ্রামরত দেশের জনগণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্ত পদ ছিন্ন করতে হবে এবং বিশ্বের সমস্ত অংশে তার মস্তক ছিন্ন করতে হবে। এককভাবে যত ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন হোক না কেন, বিশ্বের বিপ্লবী জনগণ এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রচণ্ড সংগ্রাম চালালে ও তাকে পর্যুদস্ত করলে শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস হবেই।

কমরেডগণ, কোরিয়ার বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবেরই একটি অংশ, এবং কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি ও কোরিয়ার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের জয় অনেকখানি নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী বাহিনীর সংগে সংহতি দৃঢ়তর করা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবী বাহিনীর সংহতি ও উন্নয়নের উপর। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী বাহিনীর সংগে সংহতি সাধন করে আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামে যত বেশী সমর্থন ও সহানুভূতি আমরা লাভ করতে পারব ততই আমরা মার্কিন ও জাপ প্রতিক্রিয়াশীলদের ও তাদের অনুচরদের নিঃসংগ করতে পারব এবং আমাদের বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য তত বেশী অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারব। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী বাহিনীর সংগে সাধিত সংহতি বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সমাধা করা, কোরিয়ার সংকট দূর করা ও আমাদের দেশের শান্তিপূর্ণ ঐক্য সাধনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সুতরাং, আমাদের পার্টি ও জনগণকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলন উন্নত করার জন্য এবং সবদিক দিয়ে আমাদের নিজস্ব আভ্যন্তরীক বিপ্লবী বাহিনীকে জোরদার ও উন্নত করার সংগে সংগে এই আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য সর্বপ্রযত্নে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি ও কোরিয়ার জনগণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, মার্কিন বিরোধী সংগ্রামের বিপ্লবী পতাকা উচ্চে তুলে ধরে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিজয়ের জন্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর জনগণের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংগ্রামীর জনগণের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ও বিশ্বের শান্তিকামী সমস্ত মানুষের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ সমরবাদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

৫· পার্টির কাজ জোরদার করার জন্য

আলোচ্য সময়কালে বিপ্লবী সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজে লব্ধ আমাদের বিরাট বিজয় ও সাফল্যের কারণ কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি নির্ভুল কর্মপন্থা ও নীতি এবং তার সুবিজ্ঞ নেতৃত্ব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অপরিবর্তনীয় নিয়ামক আদর্শরূপে গ্রহণ করে আমাদের পার্টি বিপ্লবের বিকাশের প্রত্যেকটি কাজে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থার উপযোগী একেবারে নির্ভুল কর্মপন্থা ও নীতি স্থির করে এবং তা কার্যে পরিণত করার জন্য পার্টির সমগ্র সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষকে সুদক্ষভাবে সংগঠিত ও সমাবিষ্ট করে।

জটিল ও দুরূহ বিপ্লবী কর্তব্য সাধনের কর্মপন্থার এবং ভিতরের ও বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাবার ভিতর দিয়ে আমাদের পার্টি আরও বেশী ধাতস্থ ও ইস্পাত কঠিন হয়ে ওঠে এবং এক অবিনাশী বিপ্লবী পার্টি হিসেবে শক্তিময় ও বিকশিত হয়ে ওঠে।

আজ আমাদের পার্টির মধ্যে আদর্শগত একটি মাত্র পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছে এবং আমাদের পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ ও আমাদের পার্টির জুচে আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুকঠিন ঐক্য ও আসঞ্জন লাভ করেছে। আলোচ্য সময়কালে এটিই হলো পার্টি কাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি এবং আমাদের পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করার মূল বিষয়।

অতীতে আমাদের পার্টির ভিতরের ও বাইরের কাজের অবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ও জটিল ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বের সমস্ত অংশে তাদের আক্রমণ ও যুদ্ধ প্ররোচনার কৌশল আগের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র করে দেয় এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদ দেখা দেয় ও আদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ঐক্য ও আসঞ্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, আমাদের দেশ, যেখানে আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি সেখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হয়ে ওঠে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরেরা প্রায় প্রতিদিনই প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দিতে থাকে এবং দেশের সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের পথে বহু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ যেমন তীব্রতর হতে থাকে ও বাইরে থেকে সংশোধনবাদী ধ্যানধারণা অনুপ্রবেশ করতে থাকে, পার্টির ভিতর গুপ্তভাবে বিদ্যমান সংশোধনবাদীরা শঠতার পথ অবলম্বন করে বিশ্বস্ততার সংগেই পার্টির নীতি প্রয়োগ করলো না এবং বুর্জোয়া আদর্শ ও সামন্ততন্ত্রী কনফুসীয় আদর্শ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো।

নিজস্ব সংস্থাগুলোকে এবং সাধারণ কর্মীদের কাজে নামার জন্য উদ্দীপিত করে আমাদের পার্টি বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদীদের হীন চক্রান্তের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে ও ধ্বংস করে এবং পার্টির কর্মপন্থা ও নীতির বিরোধিতা করার ও তার ঐক্য বিঘ্নিত করার সমস্ত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে। তাদের প্রচারিত সবরকমের প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী আদর্শের ঘৃণ্য পরিণতির শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যও আমরা আদর্শগত এক প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করি।

বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের ঘৃণ্য আদর্শগত পরিণতির বিরুদ্ধে সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম চালানোর সংগে সংগে আমাদের পার্টি পার্টির বৈপ্লবিক আদর্শে পার্টি সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষকে সমৃদ্ধ করার এবং শেষ সময়টি পর্যন্ত পার্টির কর্মপন্থা ও নীতি রক্ষা করা ও কার্যে প্রয়োগ করার আগ্রহ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

ফলে, আজ আমাদের পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে, আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক আদর্শে আগাগোড়া মণ্ডিত হয়ে উঠেছে, এবং সমগ্র পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষ আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শকে জানে না, এই অবিচল বিশ্বাসে সুসজ্জিত, এবং পার্টির নীতির ভিত্তিতেই সবকিছুকে পরিমাপ করার ও তার বিরোধী যে কোন অবস্থার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র আপোসের মনোভাব না নিয়ে সুনিয়মিত সংগ্রাম চালাবার মত ক্ষমতা অর্জন করেছে। আমাদের পার্টির একক আদর্শে সমৃদ্ধ সমগ্র পার্টি সদস্যকে নিয়ে পার্টির একতা ও জংগীপনা আরও বেশী জোরদার হয়েছে। পার্টির সমস্ত সংস্থা ও সদস্য পার্টির একক আদর্শের ভিত্তিতে এক মন ও কামনা নিয়ে চিন্তা করতে ও কাজ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চতুষ্পার্শ্বে ঘনিষ্ঠভাবে সমাবিষ্ট হয়েছে। পার্টি সজীব প্রাণীর মত একটি প্রাণবন্ত অখণ্ড সংস্থায় পরিণত হয়েছে, পরিণত হয়েছে যে কোন ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে টিকে থাকতে সক্ষম বিপ্লবী ও জংগী সংস্থায়।

আজ আমাদের পার্টির ঐক্য ও আসঞ্জন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং প্রচুর প্রাণবন্ত ও অত্যন্ত নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠেছে। আমরা আজ বলতে পারি যে, আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পার্টির ঐক্য ও আসঞ্জন জুচের একক আদর্শগত পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিপূর্ণভাবে লব্ধ হয়েছে। এটি আমাদের অবিচল প্রচেষ্টার একটি অপূর্ব ফল এবং আমাদের পার্টি গঠনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিরাট জয়।

কমরেডগণ, জুচের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক আদর্শের, পার্টির একক আদর্শের সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অংশ, এবং আমাদের পার্টির একক আদর্শগত পদ্ধতি জুচের আদর্শগত পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়।

আলোচ্য সময়কালে পার্টি বিপ্লবের ও গঠনমূলক কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে জুচে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় একক আদর্শগত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পার্টির ঐক্য ও আসঞ্জন দৃঢ়তর করার জন্য এবং তার ফলে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে শুধু ঐক্যস্থাপনই নয়, জুচে আদর্শের সামগ্রিক বিজয় সুনিশ্চিতির জন্যও অবিচল সংগ্রাম শুরু করে। জুচে আদর্শ এখন পার্টির সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের সমস্ত বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজের সর্বাধিক নির্ভুল নির্দেশিকা হয়ে পড়েছে। আলোচ্য সময়কালে এটি আমাদের পার্টির কার্যাবলীর আর একটি লক্ষণীয় ফলশ্রুতি।

জুচে প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে, সংক্ষেপে, নিজের দেশের বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজের প্রতি পারদর্শীর মনোভাব অর্জন। তার অর্থ, অন্যের ওপর নির্ভরতাকে বাতিল করে স্বাধীন মত অবলম্বন ও নিজের মস্তিষ্কের ব্যবহার, নিজস্ব শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন ও স্বনির্ভরতার বৈপ্লবিক চেতনা প্রদর্শন, এবং এইভাবে সবরকম অবস্থাতেই নিজস্ব দায়িত্বে নিজে নিজেই নিজস্ব সমস্যার সমাধান করা, এবং তার অর্থ, গোঁড়ামির বিরোধিতা করে সৃজনীমূলক মনোভাব অবলম্বন ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন আদর্শ এবং নিজের দেশের ঐতিহাসিক অবস্থা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপযোগী করে অন্য দেশের অভিজ্ঞতা কার্যে প্রয়োগ। জুচে আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক আদর্শের সংগে সংগতিপূর্ণ; আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির নতুন পর্যায় ও তার আবশ্যিক প্রয়োজনাদির প্রতিফলন হিসেবেই এর অস্তিত্ব।

আমাদের দেশের ঐতিহাসিক অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য, তার ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থা এবং আমাদের বিপ্লবের জটিল ও কঠোর প্রকৃতির জন্যই জুচে প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়।

আমাদের দেশে দাসমনোবৃত্তির ইতিহাস অতি দীর্ঘ। নিজের শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন না করা ও অপরকে অন্ধের মত পূজো করা ও অনুকরণ করার নীচ আদর্শ আমাদের জনগণের মনে দীর্ঘকাল শিকড় গেড়ে বসে ছিল। মুক্তির পরেও এই দাসমনোবৃত্তি বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজের, পার্টির সংহতি ও অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে ছিল। গোঁড়ামির সংগে যুক্ত হয়ে এই মনোবৃত্তি প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

জনগণ যখন দেশের প্রভু হয়ে উঠলো এবং নিজস্ব রাষ্ট্রশক্তি ও পার্টি হলো তখনও, যারা দাসমনোবৃত্তি ও গোঁড়ামিতে ভুগছিলো তারা আমাদের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলো না, বরঞ্চ নিজস্ব শক্তির ওপর আস্থা না রেখে ও অপরের ওপর নির্ভর করে যন্ত্রের মত পরানুকরণের চেষ্টা করে। যুদ্ধের সময়ই দাসমনোবৃত্তির ও গোঁড়ামির ক্ষতিকারিতা প্রকট হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের পর যখন সামাজিক বিপ্লব ও সামাজিক গঠনমূলক কাজ পূর্ণোদ্যমে চালিত হয় তখন তা আরো বেশী অসহনীয় হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুবিধাবাদী আদর্শগত চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করার সংগে সংগে দাসমনোবৃত্তি ও গোঁড়ামি এতদূর অগ্রসর হয় যে সে আমাদের দেশকেও তার আওতার মধ্যে আনার চেষ্টা করে। দাসমনোবৃত্তি ও গোঁড়ামি যদি আমূল উৎপাটিত করা না হয় ও ব্যাপকভাবে জুচে প্রতিষ্ঠা করা না হয় তবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক আদর্শ কঠোরভাবে অনুসরণ করে বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজ সাফল্যের সংগে চালানো অসম্ভব। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, কোন মানুষ যখন দাসমনোবৃত্তি অবলম্বন করে তখন সে নির্বোধ হয়ে যায়, একটা জাতি যখন দাসমনোবৃত্তি অবলম্বন করে তখন তার দেশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং একটি পার্টি যখন দাসমনোবৃত্তি অবলম্বন করে তখন সে বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজকে প্রহসনে পরিণত করে।

বিপ্লবে নেতৃত্বদানের প্রথম দিন থেকেই আমাদের পার্টি দাসমনোবৃত্তি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ও জুচে প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম চালায় এবং বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজ যত গভীর ও উন্নত হতে থাকে তত তাকে জোৎসাহে বিকশিত করতে থাকে। বিশেষ করে, আলোচ্য সময়কালে বিপ্লবে ও গঠনমূলক কাজে জুচে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আগের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক ও অনেক বেশী গভীর হয়, সুবিধাবাদের বিরোধী সংগ্রামের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে। ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের মধ্যে সবরকমের দাসমনোবৃত্তি, গোঁড়ামি ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে পার্টি শক্তিশালী আদর্শগত সংগ্রাম শুরু করে, সেই সংগে আমাদের পার্টির অত্যুজ্জ্বল বিপ্লবী ঐতিহ্যে তাদের শিক্ষিত করে তোলে, এবং, বিশেষ করে, পার্টির কর্মপন্থা ও নীতিতে তাদের সুদৃঢ়ভাবে সমৃদ্ধ হবার এবং তাদের দেশের বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতি রেখে প্রধানতঃ তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমস্ত সমস্যার সমাধান করার শিক্ষা ধৈর্যের সংগে দেয়।

জুচে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষের আদর্শগত জীবনে ও তাদের চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তন এনে দেয় এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজে আরো এক ধাপ বিরাট অগ্রগতি লব্ধ হয়। আমাদের নিজস্ব যা কিছু তাকে অন্ধের মত বাতিল করা এবং বিদেশের যা কিছু গ্রহণ করার অভ্যাস ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের ভেতর থেকে মুছে গেছে, তাদের জাতীয় গৌরব ও স্বাধীনতার চেতনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিজেদের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করার বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা তাদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে স্থিতিলাভ করেছে। এখন আমরা বলতে পারি যে, আদর্শগত মনোভাব হিসেবে দাসমনোবৃত্তি, জাতীয় নিহিলিস্ট মতবাদ ও গোঁড়ামি প্রধানতঃ আমাদের পার্টি-সদস্য ও জনগণের ভিতর থেকে মুছে গেছে! আদর্শের দিক দিয়ে জুচের প্রতিষ্ঠা আদর্শগত বিপ্লবের, যে বিপ্লব আমাদের জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার চেতনার পক্ষে ক্ষতিকারক বস্তাপচা ধ্যানধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছে তার ক্ষেত্রে এক বিরাট জয় সূচিত করে।

আমাদের আদর্শের দিক দিয়ে জুচে প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে জুচে আদর্শের অবিকল প্রতীক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আমাদের পার্টির সমস্ত কর্মপন্থা ও নীতি জুচে আদর্শ থেকেই গৃহীত এবং সেই আদর্শেই পরিব্যাপ্ত। রাজনীতিতে স্বাতন্ত্র্য, অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতা ও জাতীয় প্রতিরক্ষায় আত্মরক্ষার যে আদর্শ আমাদের পার্টির রয়েছে তা সর্বক্ষেত্রে জুচে আদর্শেরই প্রতীক। জুচে আদর্শের বিপ্লবী পতাকার নীচে আমাদের দেশ পুরাপুরি রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা, সুদৃঢ় স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি, সুদৃঢ় আত্মরক্ষার শক্তি ও অত্যুজ্জ্বল জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। জুচে প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা আজ আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে আরও অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের সমস্ত বিজয়ে আমাদের পার্টির জুচে আদর্শের অত্যুজ্জ্বল বিজয়ই প্রতিফলিত হয় এবং আমাদের পার্টির স্বাধীন কর্মপন্থার মহান ফল পরিদৃষ্ট হয়।

আলোচ্য সময়কালে আমাদের পার্টি উন্নয়নশীল বাস্তব অবস্থার চাহিদার সংগে সংগতি রেখে কাজের প্রথা ও পদ্ধতির উন্নতি সাধনেও বিরাট অগ্রগতি লাভ করে।

আমরা সর্বপ্রথম চেষ্টা করি পার্টির কাজকে পুরোপুরি মানুষ নিয়ে কাজে পরিণত করতে এবং পার্টির সমস্ত সংস্থায় মানুষ নিয়ে কাজ করার ওপর জোর দেওয়ার কর্মপদ্ধতি স্থাপন করি। ক্যাডারদের সংগে কাজ করার পদ্ধতি ও পার্টি-সদস্যদের পার্টিজীবন সম্পর্কে নির্দেশনার পদ্ধতি সমগ্র পার্টিতে সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং কাজের পদ্ধতি ও পার্টির চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হতে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের ও বৈপ্লবিক কর্তব্য সাধনে তাদের সক্রিয়ভাবে সুগঠিত ও সংহত করার পদ্ধতি স্থাপিত হয়েছে।

বিশেষ করে, পার্টির কাজে চোংসান-রি চেতনা ও চোংসান-রি পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে প্রবর্তনের জন্য আমরা গভীরভাব আগ্রহান্বিত হই।

কাজের পদ্ধতি ও ধরণের ভিতর দিয়েই শাসক পার্টি সবসময় আংশিক হলেও কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকে এবং আমলাতন্ত্রী রেওয়াজ অনুসরণ করে। কোন পার্টি ক্ষমতাধিষ্ঠিত হওয়ার পর, মাতব্বরির মনোভাব গ্রহণ করার ও গণপন্থা অমান্য করার বিপদ কোন কোন কর্মকর্তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, কারণ তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভংগী দ্বারা সুপুষ্ট নয়। এই কারণেই পার্টিকে গণপন্থা কার্যে পরিণত করার ও বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজে সঠিক নেতৃত্ব দেবার উদ্দেশ্যে কাজের পদ্ধতি ও ধারার ক্রমাগত উন্নতিবিধান করতে হবে।

আলোচ্য সময়কালে পার্টি কর্মকর্তাদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলে, তাদের পার্টি-চেতনা শ্রমিক-শ্রেণী মনোভাব ও গণ মনোভাব বর্ধিত করার জন্য অধ্যবসায়ের সংগে চেষ্টা করে এবং পার্টি-কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে চোংসান-রি চেতনা চোংসান-রি পদ্ধতি কার্যকর করে, এইভাবে তার নির্দেশনার ধরন ও কাজের পদ্ধতির উন্নতি সাধনের ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে এবং পার্টি-কাজ আরও গভীর করে তোলে। চোংসান-রি পদ্ধতি প্রবর্তনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, যে বস্তাপচা আমলাতন্ত্রী কাজের ধরন দীর্ঘকাল পার্টি-কাজের অগ্রগতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল তা সর্বপ্রথমে বিদূরিত করা হয় এবং সব কর্মকর্তাই কাজের বৈপ্লবিক ধরন ও পদ্ধতি অবলম্বন করে, ও পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। পার্টি একটি সুসংগঠিত কর্মপদ্ধতিও প্রতিষ্ঠিত করে, তার ফলে উচ্চতর পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে চোংসান-রি পদ্ধতির চাহিদা মত তাদের অধস্তনদের ফলপ্রসূ সাহায্য দানের জন্য নিম্ন পর্যায়ের ইউনিটে স্বয়ং নেমে আসতে হয়। প্রদেশকে সাহায্য করতে কেন্দ্রকে, কাউন্টিগুলোকে সাহায্য করতে প্রদেশকে বাধ্য করা হয়েছে এবং কাউন্টি সংস্থার কর্মকর্তাগণকে অনবরত রি'তে আসতে ও যথাসময়ে জটিল সমস্যার সমাধান করতে এবং রি'র কর্মকর্তাদের সংগে একযোগে কাজ করে অধস্তনদের তাদের কাজে সাহায্য করতে বাধ্য করা হয়েছে। পার্টি এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখে, যেন প্রধান কর্মকর্তাগণ জীবন্ত উদাহরণ দিয়ে নিম্নতর ইউনিটের কর্মকর্তাগণকে কাজের পদ্ধতি শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় এলাকাগুলোতে যায় এবং পদ্ধতি সম্পর্কিত ও প্রদর্শনী বক্তৃতামালার ব্যাপক ব্যবস্থা করে এবং পার্টির কাজের ভিত্তি যেন আরও বেশী সংহত করে ও স্থানে স্থানে নতুন ধরনের বক্তৃতাদানের সাহায্যে কাজের স্থানেই অধস্তন কর্মকর্তাদের শিক্ষাদানের কাজ যেন সক্রিয়ভাবে পরিচালিত করে।

জনগণের রাজনৈতিক জাগরণ বাড়িয়ে দেবার জন্য ও স্বেচ্ছায় বৈপ্লবিক কর্তব্য সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের পরিচালিত করার জন্য রাজনৈতিক কাজকর্মকে অগ্রাধিকার দান চোংসন-রি পদ্ধতির একটি অত্যাবশ্যক দাবি ও কমিউনিস্টদের অন্তর্নিহিত চরিত্র থেকে উদ্ভূত একটি বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি। আমাদের পার্টি সমস্ত কাজকর্মে রাজনৈতিক কাজকর্মকে অগ্রাধিকার দানের আদর্শ ঐকান্তিকতার সংগে অনুসরণ করে, এবং কোন বৈপ্লবিক কার্য সমাধা করতে গিয়ে সমস্ত পার্টি-সদস্য ও জনগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পার্টি নীতি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা ও ব্যাপ্ত করার দিকে এমনভাবে নজর রাখে যাতে উচ্চ পর্যায়ের বৈপ্লবিক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সেই নীতি কার্যকর করার সংগ্রামে তাদের টেনে আনা যায়। রাজনৈতিক কাজকর্ম, মানুষকে সংগে নিয়ে কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে পার্টি, সমগ্র পার্টি ও সমগ্র জনগণকে এমনভাবে কাজে লাগানোর বৈপ্লবিক পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে একজন মানুষ দশজনকে উদ্দীপিত করতে পারে, দশ জন লোক একশ' জনকে এবং একশ' জন হাজার লোককে সক্রিয়ভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে। আমরা লক্ষ্য রাখি যাতে পার্টি-সদস্যগণকে শিক্ষাদান ও সাহায্যদানের জন্য প্রথমে ক্যাডার ও মূল ব্যক্তিদের যথোপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয় এবং সাধারণ মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য ও বৈপ্লবিক কর্তব্য সাধনে তাদের উৎসাহান্বিত ও উদ্দীপ্ত করার জন্য পার্টি-সদস্যদের অগ্রগামীর ভূমিকা আরও উন্নত হয়।

যে কর্মব্যবস্থায় উচ্চতর ইউনিটগুলো নিম্নতর ইউনিটগুলোর সাহায্য করে ও উচ্চতর সংস্থার কর্মকর্তারা অধস্তনদের শিক্ষা দেবার জন্য কার্যস্থলগুলোতে যায়, এবং ক্যাডাররা ও মূল ব্যক্তিরা পার্টি-সদস্যদের ও জনগণকে শিক্ষিত করে তোলে এবং তাদের সক্রিয়তায় উন্মুখ করে তোলে সেই কর্মব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ফলে পার্টির কাজ শুধু মানুষ নিয়ে কাজে পরিণত হয়নি, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উদ্দেশ্যকেও সংগে সংগে নিম্নতর ইউনিটগুলোর মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয় এবং ঊর্ধ্বতনরা ও অধস্তনরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় ও পরস্পরের মধ্যে আরও ভালোভাবে সমঝোতা স্থাপিত হয়। সমস্ত পার্টি সদস্য পার্টির কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সক্রিয়ভাবে তাদের সৃজনীমূলক অভিমত প্রকাশ করে, এবং পার্টির সংস্থাগুলোও পার্টি সদস্যদের বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করতে এবং তাদের গঠনমূলক মতামত খোলা মনে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বস্তুত আজ আমাদের পার্টির মধ্যে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ঊর্ধ্বতনদের অধস্তনকে সাহায্য করা ও কমরেডরা পরস্পরকে সাহায্য করার চমৎকার এক কমিউনিস্ট ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সমস্ত পার্টি-সদস্য পারদর্শী হিসাবে পার্টির কাজে অংশগ্রহণ করছে। পার্টির কাজে আমরা এই যে সাফল্য অর্জন করেছি তার মূল্য অপরিসীম।

আলোচ্য সময়কালে পার্টি সদস্যদের আদর্শগত শিক্ষা আরও তীব্র করে তোলা হয় এবং খুঁটিনাটিভাবে পড়াশোনা করার অভ্যাস সমগ্র পার্টির মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়া হয়।

পার্টির নির্ভুল নীতির সংগে সংহতি রেখে পার্টি সদস্যদের শিক্ষার এক সুপরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধন করা হয়। সমস্ত ক্ষেত্রে ও সমস্ত ইউনিটে শিক্ষার জাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীভূত নির্দেশনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে সমস্ত পার্টি সদস্যকে নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক ও আদর্শগত শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

দ্রুত উন্নয়নশীল বাস্তবতার ফলে ক্যাডার ও পার্টি সদস্যদের উচ্চতর রাজনৈতিক মানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সুতরাং ক্যাডার ও পার্টি সদস্যদের মধ্যে অধ্যয়নের এক বৈপ্লবিক ধারা প্রতিষ্ঠার জন জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সমস্ত ক্যাডার ও পার্টি সদস্যের ক্ষেত্রে দিনে অন্ততঃ দু'ঘণ্টারও বেশি কাল পড়াশোনা করার এবং ক্যাডারদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শনিবারে যৌথভাবে পড়াশোনা করা পার্টি একটি নিয়ম করে দিয়েছে, এবং লক্ষ্য রাখে যেন বক্তৃতা নিয়মিতভাবে দেওয়া হয়। বিশেষকরে পার্টি প্রতি বছর এক মাস ট্রেনিংয়ের জন্য সক্রিয় সার্ভিস রত সমস্ত ক্যাডারকে বিভিন্ন মানের রাজনৈতিক স্কুলে প্রেরণের দুঃসাহসী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পড়াশোনা আজকে আমাদের পার্টির মধ্যে একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্তব্য এবং সম্পূর্ণ নিয়মিত রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমগ্র পার্টির মধ্যে পড়াশোনার এক বৈপ্লবিক ধারা প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে এবং ক্যাডার ও পার্টি সদস্যদের পার্টি চেতনা ও রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক মান প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে পার্টির ঐক্য ও আসঞ্জন আরও বেশি সচেতন ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে উঠেছে, এবং সমস্ত ক্যাডার ও পার্টি সদস্য উচ্চতর মানের রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে পার্টি ও বিপ্লবের জন্য আরও ভাল ভাবে সার্ভিস দিতে সক্ষম হয়ে উঠেছে।

কমরেডগণ,

আলোচ্য সময়কালে পার্টির কাজে আমরা বিপুল সাফল্য অর্জন করেছি এবং বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করেছি।

এগুলোর আয়তন যেমন বিরাট সংখ্যাও তেমনি অগণন। আমাদের এই সাফল্য ও অভিজ্ঞতা আমাদের পার্টিকে আরও জোরদার করার ও নতুন নতুন জয়লাভের বুনিয়াদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে ও আদর্শগতভাবে সংহত ও উন্নত করতে হবে এবং বিপ্লবে ও গঠনমূলক কাজে তার নেতৃত্বের ভূমিকা আরও উন্নীত করতে হবে।

পার্টিকে জোরদার করার পক্ষে যা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সমগ্র পার্টিতে একক আদর্শগত প্রথা প্রতিষ্ঠা করা, এবং এরই ভিত্তিতে পার্টি কর্মীদের সুদৃঢ় ঐক্য ও আসঞ্জন সুনিশ্চিত করা।

আদর্শ ও ইচ্ছাকে একাত্ম করে তোলাই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির জীবন এবং সমস্ত জয়ের চূড়ান্ত বিষয়। যদি কোন পার্টির একক আদর্শের বিরোধী পরাদর্শকে পার্টির ভেতর বিন্দুমাত্র ঢুকতে দেওয়া হয় কিংবা পার্টির ঐক্য যদি লব্ধ না হয় তবে সেই পার্টিকে বস্তুত পক্ষে কখনই পার্টি বলা যায় না। একক কোন আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত ঐক্য ও আসঞ্জন যে পার্টির নেই তার ভিতর উপদলের দেখা দেবেই ফলে এই ধরণের পার্টি তার চতুষ্পার্শ্বে জনসাধারণকে সমবেত করতে পারবে না এবং বিপ্লবে ও গঠনমূলক কাজে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের সুনিশ্চিতি দিতে পারবে না কিংবা পারবে না নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত সঠিকভাবে বজায় রাখতে।

আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ, জুচে আদর্শ দিয়ে পার্টিতে একক আদর্শগত ব্যবস্থা আরও বিশদভাবে প্রতিষ্ঠার ও তার ভিত্তিতে পার্টি কর্মীদের আদর্শ ও কামনার একাত্মাকে জোরদার করার কাজকে আমাদের সাধারণ কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে সুদৃঢ়ভাবে চালিয়ে যেতে হবে এবং পার্টিকে আরও গভীর আরও উন্নত করতে হবে।

পার্টির আবশ্যিক কাজ হচ্ছে মানুষ নিয়ে কাজ। অপর কথায় পার্টির কাজ হচ্ছে ক্যাডার, পার্টি সদস্য ও জনসাধারণকে একই আদর্শে ও কামনায় সুসজ্জিত করার জন্য, পার্টির চতুষ্পার্শ্বে তাদের সমবেত করার জন্য এবং পার্টির নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তাদের সংগঠিত ও সমাবিষ্ট করার জন্য মানুষকে নিয়ে সংগঠনমূলক ও রাজনৈতিক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্টির কাজকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ও ব্যবসায়িক লেনদেনের কাজে পরিণত করার সমস্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে এবং মানুষের সংগে কাজ করার ওপর প্রধান জোর দিয়ে পার্টির কাজ চালাতে হবে।

সর্বোপরি ক্যাডারদের নিয়ে কাজ করার জন্য বিপুল প্রচেষ্টা চালানো পার্টি সংগঠনগুলোর কর্তব্য।

ক্যাডাররাই পার্টির মূল শক্তি এবং আমাদের বিপ্লবের অধিনায়ক। তারাই পার্টির কর্মপন্থা ও নীতি কার্যকর করার কাজকে সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে। বিপ্লবে ও গঠনমূলক কাজে পার্টির নেতৃত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্যাডারদের ভিতর দিয়েই কার্যকর হয় এবং সমস্ত সমস্যার তারাই সমাধান করে।

ক্যাডারদের নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে আজকে সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে ক্যাডারদের রাজনৈতিক যোগ্যতা উন্নীত করার সংগ্রামকে সুনিশ্চিতভাবে তীব্রতর করা।

একথা সত্য যে, আমাদের সমস্ত ক্যাডারই ভাল ক্যাডার এবং পার্টি ও বিপ্লবের প্রতি যারা বিশ্বস্ত প্রধানতঃ তাদের নিয়েই আমরা ক্যাডারের দল গড়ে তুলেছি। কিন্তু আমাদের ক্যাডাররা দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থার সংগে তাল রাখার মত সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত নয় এবং মোটামুটিভাবে তাদের যোগ্যতা পার্টির প্রয়োজনের দিক বিচারে নিচু। এর প্রধান কারণ, বিপ্লবীকরণের সংগ্রাম এখনও ক্যাডারদের মধ্যে তীব্র করা হয়নি। কাজ নিয়ে তারা ব্যস্ত, এই ওজুহাত নিয়ে যেসব ক্যাডার গভীরভাবে পড়াশোনা করে না বা পার্টিজীবন বিশ্বস্ততার সংগে অনুসরণ করে না তাদের সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়। এবং আমাদের ক্যাডারদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা একবার উচ্চপদে উন্নীত হলে বিপ্লবী গড়া-পেটা অবহেলা করে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে উন্নাসিক হয়ে ওঠে, তাদের কমরেডদের সবিধানবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করে আমলাতন্ত্রী ও রগচটা হয়ে ওঠে, এবং বর্তমান পদে বহাল থাকা তাদের জন্মগত অধিকার মনে করে নিজেদের জাহির করতে চেষ্টা করে। ফলে তারা শেষ পর্যন্ত আদর্শের দিক দিয়ে গলিত ও নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবী দলের বাইরে চলে যায়।

আমাদের যে বাস্তব অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং বিশেষ করে আদর্শগত বিপ্লব আরও গভীর হয়ে উঠেছে তাতে প্রয়োজন এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ক্যাডার। ক্যাডাররা নিজেরা যখন পুরোপুরি বিপ্লবমুখী হয়ে উঠবে ও অন্য যে কারুর চাইতে আগে রাজনীতিগতভাবে ও প্রকৃতপক্ষে সুদৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হবে কেবল তখনই তারা অগ্রগামী সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সঠিকভাবে চালনা করতে পারবে, আদর্শগত বিপ্লবকে নির্ভুলভাবে পরিচালিত করতে পারবে, সমাজকে বিপ্লবমুখী ও শ্রমিকশ্রেণীরূপে পরিণত করার কাজ ত্বরান্বিত করতে পারবে এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে জাতীয় ঐক্যসাধনের মহান বৈপ্লবিক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে। ক্যাডারদের যোগ্যতা বাড়ানো—বর্তমানকালে আমাদের বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধানের এটি একটি পূর্ব-শর্ত।

ক্যাডারদের শিক্ষিত করার কাজের প্রতি আমাদের প্রধান দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদের বিপ্লবমুখী করে তোলায় ও তাদের রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক মান উন্নীত করার জন্য পার্টি-ভিত্তিক আরও শক্তিশালী সংগ্রাম চালাতে হবে।

প্রথমতঃ, ক্যাডারদের মধ্যে পার্টি-জীবন সুনিশ্চিতভাবে দৃঢ় করে তুলতে হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, ক্যাডাররা যখন পার্টি-জীবন অবহেলা করে ও পার্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন তারা, কোনরূপে ব্যতিরেক ব্যতিরেকই, উচ্ছৃঙ্খল ও রগচটা হয়ে ওঠে এবং তাদের বৈপ্লবিক কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। পার্টি-জীবন ত্যাগে ক্যাডারদের প্রবণতার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমাদের লড়াই করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোনরূপ ব্যতিরেক বাদে সমস্ত ক্যাডার পার্টি-জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ও পার্টির সাংগঠনিক শৃংখলা স্বেচ্ছায় মেনে চলে। আমাদের সমস্ত ক্যাডারকে তাদের কাজে ও জীবনে পার্টি সংগঠনের ওপর নির্ভর করার এবং পার্টি সংগঠন দ্বারা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করার সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তীব্র সমালোচনায় ক্যাডারদের ঘাতসহ করে তোলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ক্যাডারদের মধ্যে নীতিসিদ্ধ সমালোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তাদের সমালোচনা করতে হবে। সমস্ত ক্যাডারকেই এমন বিপ্লবীর ঐতিহ্য অবলম্বন করতে হবে যে বিপ্লবী জানে নিজের ত্রুটিগুলোর সমালোচনা নিজে নিজেই কিভাবে কখন করতে হয় এবং সাধারণ পার্টি-সদস্যের সমালোচনা খোলা মনে গ্রহণ করতে হয়। পার্টি-সংগঠনগুলোকে সমালোচনার ভিতর দিয়ে আদর্শগত সংগ্রাম তীব্রতর করার ও কঠোর আদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের বিপ্লবী পন্থায় ইস্পাত-কঠোর করে তোলার জন্য ক্যাডারদের পরিচালিত করতে হবে।

এবং ক্যাডারদের যোগ্যতা বাড়াবার জন্যও তাদের গভীরভাবে পড়াশোনা করায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন।

পড়াশোনা যে কোন বিপ্লবীর প্রথম ও প্রধান কাজ। পড়াশোনা না করলে কেউই আসল বিপ্লবী হতে পারে না এবং বৈপ্লবিক কাজও চালাতে পারে না।

সমস্ত ক্যাডারকেই আমাদের পার্টির আদর্শে নিজেদের সুসজ্জিত করার জন্য এবং পার্টির নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত হওয়ার জন্য ও যেকোন সময়ে যেকোন স্থানে কাজ পরিচালনার মান হিসেবে সেগুলো গ্রহণ করার জন্য পার্টির নীতি সুকঠোরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ক্যাডারদের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে অনবরত জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তাদের ওপর ন্যস্ত কাজে পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে। প্রত্যেককে, বিশেষ করে দায়িত্বশীল ক্যাডারদের অবশ্যই কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। পার্টি সংগঠনগুলোকে দায়িত্বশীল ক্যাডারদের অধ্যয়নের কঠোর তদারক করতে হবে এবং তাদের মধ্যে সচেতন অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে।

এক মাসের ট্রেনিং কোর্সের প্রথা আমাদের যথাযথভাবে চালাতে হবে, এর গুরুত্ব বাস্তবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবং সমস্ত ক্যাডারকেই বছরে একবার ট্রেনিং লওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। এবং আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যারা ধারাবাহিক কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি তারা, ফ্যাক্টরি ও শিল্প-সংস্থাগুলোর ডিরেক্টর ও চীফ এঞ্জিনিয়াররা, যৌথ ফার্মের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তা যারা উৎপাদন সরাসরি সংগঠিত ও পরিচালিত করে তারা যেন পুনরায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য অগ্রাধিকার পেয়ে ক্যাডার ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলোতে প্রেরিত হয়। হাতে-কলমে কাজের ভিতর দিয়েও ক্যাডারদের শিক্ষিত ও ঘাতসহ করে তুলতে হবে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে আদর্শ তৈরী করতে হবে ও ক্যাডারদের মান যাতে উন্নীত হয় তার জন্য আদর্শকে সাধারণীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে নিয়মমাফিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্যাডারদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা। সমস্ত পর্যায়ের পার্টি সংগঠনগুলোর কাজ হবে, নেতৃস্থানীয় কর্মীদের তাদের দায়িত্বাধীন ক্যাডারদের অনবরত পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের জন্য ধৈর্যের সংগে চেষ্টা করে যাওয়া। ক্যাডারদের শিক্ষাদানের একটি সুনিয়ন্ত্রিত, পার্টিভিত্তিক প্রথা এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এই ব্যবস্থায় সমস্ত ক্যাডার অন্যদের শিক্ষা দিতে পারবে, সেই সংগে নিজেরাও এমনভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠবে যাতে ঊর্ধ্বতন ইউনিটের ক্যাডাররা নিম্নতর ইউনিটের লোকদের শিক্ষা দিতে পারে এবং এরা আবার তাদেরও নিম্নতর ইউনিটে তাদের অধস্তনদের শিক্ষা দিতে পারে।

ক্যাডারদের যোগ্যতা বাড়াবার কাজ জোরদার করার সংগে সংগে পার্টি-সংগঠনগুলোকে ক্যাডারের নির্ভুল মনোনয়ন ও বিলি-বন্দেজ সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের সব সময়ই ক্যাডার মনোনয়নে তাদের ব্যবহারিক যোগ্যতা যথাযথভাবে বিচার করে জনসাধারণের রাজনৈতিক যোগ্যতার ওপর প্রধান জোর দেওয়ার এবং হাতে-কলমে সংগ্রামে পরীক্ষিত ও ইস্পাত-কঠোর শ্রমিকদের ও পূর্বতন ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষী প্রভৃতি শ্রেণীর অন্যান্য লোকদের ক্যাডার হিসেবে সংগ্রহ করার যে অপরিহার্য আদর্শ পার্টির রয়েছে তার প্রতি কঠোরভাবে অবিচল থাকতে হবে। ক্যাডার মনোনয়নে শুধুমাত্র পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা বিবেচনা করার ভ্রমাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধেও পার্টি-সংগঠনগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে, এবং সবরকম অবস্থাতেই রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রস্তুতির কথা বিচার করেই ক্যাডার মনোনীত করতে হবে। এইভাবে, আমাদের ক্যাডাররা শ্রেণী ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে আরও দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।

ক্যাডারদের দলগুলোকে সংহত করা, এবং বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজের সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাডারের অভাব যথাসময়ে পূরণ করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ক্যাডার ট্রেনিং-এর একটি ব্যবস্থা সঠিকভাবে করতে হবে। কাজে নিরত ক্যাডারদের ভিতর থেকে রিজার্ভ ক্যাডার পার্টি-সংগঠনগুলোকে বেছে নিতে হবে ও তাদের ভালোভাবে ট্রেনিং দিতে হবে এবং সেই সংগে, হাতে-কলমে সংগ্রামে পরীক্ষিত ও ঘাতসহ মূল পার্টি-সদস্যদের ভিতর থেকে বহু রিজার্ভ ক্যাডার মনোনীত করতে হবে ও ধারাবাহিকভাবে তাদের ট্রেনিং দিতে হবে।

রিজার্ভ ক্যাডারদের ট্রেনিং জোরদার করার ব্যাপারে যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ক্যাডার ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলোকে সুরক্ষিত করা ও তাদের ভূমিকা বাড়িয়ে দেওয়া। আমাদের সকল পর্যায়ের ক্যাডার ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলোর শিক্ষকমণ্ডলী ভালোভাবে গড়ে তুলতে হবে, পার্টির নীতির ভিত্তিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা পরিচালিত করতে হবে এবং তাদের বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক মান আরও উন্নত করতে হবে।

পার্টি সংগঠনগুলোকে সবসময়ই ক্যাডার মনোনয়ন, বিলি-বন্দেজ, শিক্ষাদান ও ট্রেনিং'এর কাজ তাদের পার্টি-জীবনের ওপর ভিত্তি করে চালাতে হবে এবং পার্টি-কমিটির কাজ হিসেবেই এই জীবনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষতঃ, ক্যাডারদের সংখ্যা আরও বাড়াবার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কৃতিত্বের আলোকেই ক্যাডারদের মূল্যায়নের মনোভাব সুনিশ্চিতভাবে পরিহার করতে হবে এবং সব সময় পার্টি-জীবন ও হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমেই ক্যাডারদের পরীক্ষা করতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে তাদের পর্যালোচনা করতে হবে ও তাদের আয়ত্তে আনতে হবে।

বিজ্ঞাপন

পার্টির কাজে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের কাজ ভালোভাবে পরিচালিত করা, এবং বিশেষকরে তাদের পার্টিগত সাংগঠনিক জীবন জোরদার করা।

পার্টি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক সংগঠন যার ভিতর বিপুল সংখ্যক পার্টি-সদস্য ঐক্যবদ্ধ হয়। কোন পার্টিকে শক্তিশালী, জীবন্ত ও জংগী সংগঠন হতে হলে যাদের নিয়ে পার্টি গঠিত সেই সমস্ত সদস্যকে রাজনীতিগতভাবে ও আদর্শগতভাবে নিখুঁত হতে হবে এবং পার্টির সাংগঠনিক আদর্শে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। পার্টি-জীবন হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং পার্টির নিয়মকানুনে যেরকম ব্যবস্থা করা আছে সেইসব কর্তব্য সাধনের কর্মতৎপরতা। পার্টি-কাজের প্রধান যোগসূত্র পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবন নির্ভুলভাবে পরিচালনা করার মধ্যে নিহিত এবং পার্টি-সংগঠনের ভিত্তিও পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবন জোরদার করার মধ্যে নিহিত। পার্টি-জীবন যখন জোরদার হবে কেবল তখনই পার্টি-সদস্যদের পার্টি-চেতনা ঘাতসহ হবে বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজে তাদের অগ্রগামীর ভূমিকা উন্নত হবে, এবং আমাদের সম্মুখে যে বৈপ্লবিক কর্তব্য পড়ে রয়েছে তা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করা যাবে।

পার্টি-জীবন সুদৃঢ় করার জন্য সমস্ত পার্টি-সদস্যকে সর্বপ্রথমে স্বেচ্ছায় পার্টি-জীবনে অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত করাতে হবে। পার্টি-জীবনে অংশ গ্রহণের চেয়ে সম্মানজনক আর কিছু পার্টি-সদস্যের কাছে নেই। সমস্ত পার্টি-সদস্যকে পার্টি-সংগঠনের ওপর ঐকান্তিকতার সঙ্গে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে এবং পার্টির সাংগঠনিক মান অনুযায়ী পার্টি-জীবন বিশ্বস্ততার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবনে গণতন্ত্র পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হয় এবং পার্টির মধ্যে পার্টি-জীবনের বৈপ্লবিক আবহাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সমালোচনার অস্ত্রকে উচ্চে তুলে ধরা হয়।

পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবন নির্ভুলভাবে সংগঠিত করা ও সঠিকভাবে পরিচালিত করা পার্টি-জীবনকে জোরদার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি। পার্টি-সংগঠনগুলোর কাজ হবে প্রত্যেক পার্টি-সদস্যকে তার বিশেষ গুণের উপযোগী পার্টি-কাজ দেওয়া, যথাসময়ে তা সমাধা হলো কিনা তার খোঁজ করা ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা এবং, যখন অর্পিত কর্তব্য সমাধা হয়ে যাবে তখন তার পর্যালোচনা করা ও তাকে নতুন কাজ দেওয়া। তা হলেই সমস্ত পার্টি-সদস্যের পার্টি-কাজ থাকবে এবং সব সময়ই সে চলমান থাকবে। পার্টি-সংগঠনগুলোকে পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবন তীব্র সমালোচনার আবহাওয়ায় পর্যালোচনা করতে হবে এবং উচ্চ রাজনৈতিক ও আদর্শগত মানে পার্টি-সভা সংগঠিত ও অনুষ্ঠিত করতে হবে। এই ভাবে সমস্ত পার্টি-সদস্যকে এমন একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে যারা রাজনীতিগতভাবে ও আদর্শগতভাবে পুরোপুরি মানুষ এবং যারা গণচক্রযানে পার্টির কর্মপন্থা ও আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম চালাবে।

পার্টি-সদস্যদের বৈপ্লবিক শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টি-সদস্যদের সংখ্যা বাড়াতে হবে ও তাদের গুণগত গঠনের উন্নতি বিধান করতে হবে। আজ আমাদের দেশে নতুন বংশধররা, যারা মুক্তির পর থেকে প্রচুর সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করেছে, দেশের নির্ভরযোগ্য প্রভু হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। পার্টি-সংগঠনগুলোকে পার্টির লালিত নতুন বংশধরদের ভিতর থেকে, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর তরুণদের ভিতর থেকে ভালো ভালো লোকদের পার্টির ভিতর আনতে হবে। এইভাবে পার্টির সাধারণ কর্মীদের গুণগত কাঠামো আরও উন্নত হবে এবং মূল সদস্যদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে ও আমাদের পার্টি এমন এক পার্টিতে পরিণত হবে যা সব সময়ই বৈপ্লবিক চেতনায় সচল থাকবে।

ক্যাডারদের মধ্যে কাজ ও পার্টি-সদস্যদের মধ্যে কাজ জোরদার করার উদ্দেশ্যে পার্টি-সেলগুলোর ভূমিকা বাড়িয়ে দিতে হবে। পার্টি-সেল হচ্ছে পার্টির নীতি সরাসরি জনসাধারণের মধ্যে কার্যকর করার সংগ্রামী ইউনিট এবং আমাদের পার্টির নিম্নতম সংগঠন যার মধ্যে প্রত্যেক পার্টি-সদস্যই আছে ও যার মধ্যে সে তার পার্টি-জীবন চালিত করে। পার্টি-সেলের গোড়া আমাদের সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের নিয়ে পার্টি-সেলগুলোকে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজে প্রবৃত্ত করার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা উন্নত করতে হবে।

সেই সঙ্গে সর্বস্তরে পার্টি-কমিটিগুলোর কাজ জোরদার করে দিতে হবে। পার্টি-কমিটিগুলোকে ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের সঙ্গে কাজের সঠিক ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের পার্টি-জীবন আরও ফলপ্রসূভাবে নির্দেশিত করার সুসংগঠিত চেষ্টা চালাতে হবে।

পার্টি কমিটিগুলোকে জংগী সেনানীমণ্ডলীরূপে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সর্ব-স্তরের পার্টি-কমিটিগুলোকে ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের যথাযথ সংমিশ্রণে গঠন করতে হবে। বিশেষ করে, প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক পার্টি সদস্য, যারা উৎপাদন স্থলে শ্রমে সরাসরি নিযুক্ত আছে তাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্রাদেশিক, শহর ও কাউন্টি পার্টি-কমিটিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পার্টি-কমিটিগুলোতে মূল শ্রমিকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব শুধু বাড়বেই না, আমাদের পার্টির শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্রও পার্টিকে জনসাধারণের মধ্যে গভীর শিকড় গাড়তে এবং নিম্নতর ইউনিটগুলোতে কাজকর্ম কিরকম চলছে তা পর্যালোচনা করতে ও তা আয়ত্তে আনতে এবং যথাসময়ে নির্দেশ দেওয়ার সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে সক্ষম করে তুলবে। এর ফলে নতুন নতুন শ্রমিক শ্রেণীসুলভ দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করা ও পার্টি-কমিটিগুলোর মাধ্যমে শ্রমিক-শ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা ও জংগীপনা অবলম্বন করা সম্ভব হবে।

ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের মধ্যে কাজকর্ম জোরদার করার ক্ষেত্রে সর্ব-স্তরের পার্টি-কমিটিগুলোর সাংগঠনিক বিভাগগুলোর ভূমিকা বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পার্টির সাংগঠনিক বিভাগ হচ্ছে এমন একটি সেকশন যা পার্টির সাধারণ কর্মীদের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সদস্যদের পার্টি-জীবন সরাসরিভাবে নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। পার্টি-সংগঠনগুলো সক্রিয় হলো কি হলো না, পার্টির সাধারণ কর্মিদল সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হলো কি হলো না তা প্রধানতঃ নির্ভর করে পার্টির সাংগঠনিক বিভাগগুলোর ভূমিকার ওপর। পার্টি-কমিটিগুলোকে সাংগঠনিক বিভাগগুলোর কাজকর্ম আরও উন্নত করতে হবে যাতে তারা পার্টি-সংগঠনগুলোকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে, ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবন ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারে ও তাদের পার্টি-জীবন অনুধাবন করতে পারে এবং তা সঠিকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবনের পরিচালনা তীব্রতর করার জন্য পার্টি-কমিটির সাংগঠনিক ও প্রচারণা ও উৎসাহদান বিভাগকে এক সঙ্গে কাজ চালাতে হবে। আমরা বলতে পারি যে, ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে সাংগঠনিক বিভাগ ডাক্তারের ভূমিকা পালন করে, অপরপক্ষে প্রচারণা ও উৎসাহদান বিভাগ কম্পাউণ্ডারের ভূমিকা পালন করে। কোন ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করতে হলে ডাক্তারকে রোগ নির্ণয় অবশ্যই করতে হবে এবং কম্পাউণ্ডারকে নির্ণীত রোগ অনুসারে ওষুধ তৈরী করতে হবে। ঠিক সেইরকম, ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যদের পার্টি-জীবন জোরদার করতে হলে সাংগঠনিক বিভাগকে সবসময় তাদের পার্টি-জীবন অনুধ্যান করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে তার বিশ্লেষণ করতে হবে ও তার ফলে জ্ঞাত ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সঠিক মতামত প্রকাশ করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রচারণা ও উৎসাহদান বিভাগকে এইসব ত্রুটি সংশোধনের জন্য উপযুক্ত আদর্শগত শিক্ষাদান পরিচালিত করতে হবে।

এইভাবে আমরা পার্টির সাংগঠনিক আদর্শে সমস্ত ক্যাডার ও পার্টি-সদস্যকে সক্রিয় করে তুলতে পারবো এবং সমস্ত পার্টি-সংগঠনকে জীবন্ত জংগী সংগঠনে পরিণত করতে পারবো।

পার্টি-সংগঠনগুলোকে জনসাধারণের মধ্যে কাজ আরও জোরদার করতে হবে।

বিপ্লবের উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণ সাধন এবং বিপ্লব জনগণের নিজেদেরই কাজ। জনসাধারণের বিপুল অংশকে যদি সংগঠিত ও সংহত করা না যায় তবে বিপ্লব জয়মণ্ডিত হতে পারে না এবং শেষ বিচারে জনসাধারণের বিপুল অংশ জয়লাভ করলো কি করলো না তা-ই হয় মৌলিক প্রশ্ন, কারণ এ দিয়েই বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজের জয় ও সাফল্য নিরূপিত হয়। কাজেই, কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিকে তার সাধারণ কর্মিদলের সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বিপুল অংশকে শিক্ষাদান ও পুনঃসংস্কৃত করার এবং পার্টির চতুষ্পার্শ্বে তাদের সমাবিষ্ট করার চেষ্টা অবশ্যই চালাতে হবে।

জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আমাদের পার্টি যে কর্মপন্থা সব সময় অনুসরণ করে আসছে তা হচ্ছে শ্রেণী-পন্থা ও গণ-পন্থার সঠিক আসঞ্জন যাতে আমাদের বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্র সুদৃঢ় হয় ও মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ছাড়া আর সমস্ত মানুষ নিজেদের পার্টির চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হবার জন্য শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত হয়ে ওঠে।

আমাদের পার্টি যে শ্রেণীভিত্তির ওপর নির্ভর করে তার প্রধান উপাদান হচ্ছে জনসাধারণ। নিজেদের শ্রেণী জাগরণ উচ্চ মার্গে তোলার জন্য জনসাধারণকে সঠিকভাবে শিক্ষাদান করলেই কেবল আমরা আমাদের বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্র শক্তিশালী করতে পারবো এবং বিপ্লবের প্রধান বাহিনী সুদৃঢ়ভাবে গঠন করতে পারবো। পার্টি-সংগঠনগুলোকে জনসাধারণকে রাজনীতিগতভাবে ও আদর্শগতভাবে সুদৃঢ়ভাবে পুষ্ট করার জন্য ও সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আরও বাড়াবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে তাদের কাজ আরও জোরদার করতে হবে।

সেই সঙ্গে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত করাতে হবে, যে জনসাধারণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি অত্যন্ত জটিল। জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার আমাদের পার্টির ঐতিহ্যগত আদর্শ হচ্ছে জনসাধারণকে তাদের বর্তমান আচার আচরণের ওপর প্রথম গুরুত্ব আরোপ করে প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে তাদের অবহিত করে তোলা, তাদের বিশ্বাস করা ও পরীক্ষা করা এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পুনঃসংস্কৃত করা। ক্যাডার ও পার্টি সদস্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক গণদৃষ্টিভংগী পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত করে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ সম্পাদন করে পার্টি সংগঠনগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর ওপর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও পুনঃসংস্কৃত করার উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিলোপ ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বিপ্লবের পক্ষে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

জনগণের মধ্যে কাজ জোরদার করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর ভূমিকা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে।

জনসাধারণকে পরিচালিত করার এটি একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ যে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে কাজ করা। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোকে সক্রিয়তায় উজ্জীবিত করেই কেবল আমরা জনসাধারণকে পার্টির চতুষ্পার্শ্বে সংগঠিত করতে পারব এবং বিপ্লবে ও গঠনমূলক কাজে তাদের সঠিকভাবে সংহত করতে পারব।

শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোকে পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তাদের স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের সক্রিয়তা সংগঠিত করতে ও পরিচালিত করতে উদ্দীপনা পায়। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর ওপর পার্টির পরিচালনা জোরদার করতে গিয়ে আমরা কখনই যেন একথা মনে করি না যে পার্টিকে তার কাজ নিজের ওপরেই আরোপ করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর ওপর পার্টির পরিচালনার মূল কথা হচ্ছে পার্টির কর্মপন্থা ও আদর্শ অনুসারে তাদের কাজকর্ম স্বাধীনভাবে ও সৃজনীমূলক ধরনে চালাতে সাহায্য করা। পার্টি সংগঠনগুলোকে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর প্রতি নির্ভুল দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে, জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সম্মুখসারিতে স্থাপন করতে এবং কর্তব্য কার্যে তাদের সাহসিকতার সঙ্গে নিয়োজিত করতে কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোকে কাজের সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে ও কাজের উন্নতিসাধন নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপযোগী কর্তব্য সম্পাদনের উপায় পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিতে হবে, তাহলেই তারা জনসাধারণের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ সংগঠিত করতে ও পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর কাজ তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে মূল কর্মীদল গঠন করতে হবে। পার্টি সংগঠনগুলোকে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর মধ্যে মূল কর্মীদল ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিতে হবে এবং ক্যাডারদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য তাদের পরিচালনা করতে হবে যে ক্যাডাররাই হচ্ছে তাদের আসল মূল। শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত সংগঠনকে এইভাবে মূল দলকে কাজে উদ্দীপিত করতে হবে, এইভাবেই তারা তাদের সদস্যদের সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারবে এবং নিজেদের মূল কর্তব্য নির্ভুলভাবে সম্পাদন করার জন্য তাদের সঠিকভাবে চালনা করতে পারবে।

আজকের দিনে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর সম্মুখে সর্বাধিক যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এসে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিপ্লবমুখী ও শ্রমিকশ্রেণীরূপে পরিণত করার সংগ্রাম চালানো।

শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোকে তাদের সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত শিক্ষাদান জোরদার করে তুলতে হবে এবং বিশেষ করে তাদের সকলকে শিক্ষাদান ঘাতসহ করার জন্য সাংগঠনিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জেনারেল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস, ইউনিয়ন অফ এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কিং পীপল, লীগ অফ সোশালিস্ট ওয়ার্কিং ইয়ুথ এবং ডেমোক্র্যাটিক উইমেনস ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে তাদের আভ্যন্তরিক কাজ চালাতে হবে এবং এইভাবে তাদের সকল সদস্যকে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কট্টর নির্মাতা পার্টির লালবোদ্ধায় পরিণত করতে হবে এবং পার্টির নীতি কার্যকর করার জন্য তাদের সক্রিয়ভাবে সংগঠিত ও সংহত করতে হবে।

বিশেষ করে লীগ অফ সোশালিস্ট ওয়ার্কিং ইয়ুথের কাজ জোরদার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবকদের, যারা হচ্ছে আমাদের বিপ্লবের উত্তরাধিকারী তাদের জংগী সংগঠন আই এস ডবলিউ ওয়াই আমাদের পার্টির বিশ্বস্ত রিজার্ভ ও সক্রিয় সাহায্যকারী। পিতৃভূমির ভবিষ্যত ও বিপ্লবের ভবিষ্যত ফলাফল শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে তরুণদের কতখানি গড়ে তোলা হয়েছে তার ওপর। কাজেই আই এস ডবলিউ ওয়াই-এর ভূমিকা উন্নীত করা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যার ওপর নির্ভর করছে দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

আই এস ডবলিউ ওয়াই-কে আরও সক্রিয় পন্থায় সমস্ত পর্যায়ের তরুণদের মধ্যে কাজ সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে, প্রধান জোর দিতে হবে তরুণদের আদর্শগত শিক্ষার ওপর। আই এস ডবলিউ-এর সংগঠনগুলোকে তার সদস্যদের মধ্যে পার্টির একক আদর্শগত ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যুবকদের বৈশিষ্ট্যের উপযোগী বিবিধ কার্যাদি সংগঠিত করার জন্য এবং বৈপ্লবিক পন্থায় তাদের শিক্ষা দেবার জন্য কঠোরভাবে কাজ করতে হবে। এইভাবে সমস্ত তরুণকে বৈপ্লবিক সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠন ও প্রকৃতিকে পুনর্গঠন ও সমাজকে সংশোধনের পবিত্র কর্মে নিজেদের মহান অবদানের জন্য বিপুল গর্ব ও আত্মসম্মান উপলব্ধি করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য বৈপ্লবিক আশাবাদের চেতনা নিয়ে বৈপ্লবিক জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আই এস ডবলিউ ওয়াই-এর সংগঠনগুলোকে বিশেষ করে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে স্কুলের কিশোর ও শিশুদের আমাদের বিপ্লবের উত্তরাধিকার রূপে লালিত করা যায় যে কিশোর ও শিশুরা পার্টির প্রতি অসীম আস্থাশীল এবং তাদের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মহান নির্মাতা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তরুণেরা সবসময় আমাদের পার্টির নীতিকে উচ্চে তুলে ধরে অগ্রগামী হিসাবে, ঝটিকাবাহিনী হিসাবে জাতীয় প্রতিরক্ষার ও আর্থনীতিক গঠনমূলক কাজের সমস্ত ফ্রন্টের কঠোর ও কঠিন কাজের নেতৃত্ব নিয়ে তাদের সম্মানজনক কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে।

পার্টি সংগঠনগুলোর সম্মুখে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পার্টির আদর্শগত কাজকে জোরদার করা।

পার্টির সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির আদর্শগত কাজও একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্ত-পার্টি কাজ এবং একথা চিন্তা করা যায় না যে এ দুটি কাজকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও পার্টির আদর্শগত কাজের মধ্যে যখন সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করা যাবে কেবল তখনই পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে ও আদর্শগতভাবে জোরদার করা এবং তার সংগ্রামী শক্তি বাড়ানো সম্ভব হবে।

পার্টির আদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র পার্টিতে একক আদর্শগত প্রথা পুরোপুরি স্থাপনের কাজ দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া। পার্টি-সংগঠনগুলোকে পার্টির নীতি ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের শিক্ষা জোরদার করতে হবে এবং বুর্জোয়া আদর্শ, সংশোধনবাদ, দাসমনোবৃত্তি, গোড়ামি, উপদলীয় মনোভাব, মাতব্বরী ও আত্মীয় তোষণের মনোভাব প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর সমস্ত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করতে হবে, এবং এইভাবে সমস্ত পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষকে আমাদের পার্টির একক আদর্শ, পার্টির জুচে আদর্শে আরও দৃঢ়ভাবে পুষ্ট করতে হবে। সেই সঙ্গে পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষকে অনবরত শ্রেণী-সচেতনতা অর্জন করতে হবে এবং আপোষহীনভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেতনা ও সমাজতন্ত্রী দেশ প্রেম ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে পুষ্ট হতে হবে।

বর্তমানে পার্টির আদর্শগত কাজে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত শিক্ষাকে তীব্রতর করা।

সংশোধনবাদ হচ্ছে প্রতি-বিপ্লবী সুবিধাবাদী আদর্শ, আর তার লক্ষ্য হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মূল বৈপ্লবিক আদর্শকে অগ্রাহ্য করা। সংশোধনবাদের প্রধান বিপদ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্ব ও সর্বহারার একনায়কত্ব অগ্রাহ্য করা ও শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধিতা করা, শত্রু ও মিত্রের মধ্যেকার সীমারেখা ঢাকা দেওয়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে নীত স্বীকার করা, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি ভীতির দৃষ্টি ক্ষেপণ করা এবং সেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের প্রতি বাকসর্বস্ব সমর্থন জানানো, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিত্যাগ করা, তাদের সঙ্গে আপোষ করা, যুদ্ধাতংক, বুর্জোয়া শান্তি-আদর্শ ও সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করা এবং নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবকে বর্জন করা ও হীন প্রতিপন্ন করার মধ্যে নিহিত। সংশোধনবাদের ছোঁয়াচ বৈপ্লবিক সাংগঠনিক শৃংখলার বিরোধিতা করা এবং বুর্জোয়া উদার নীতি প্রচার করা, আত্মস্বার্থের উৎসাহদান ও জনসাধারণকে উচ্ছৃংখল, ভ্রষ্টচরিত্র ও কর্মবিমুখ করে তোলার মধ্যেও নিহিত থাকে। শেষ বিচারে দেখা যায়, সংশোধনবাদ এমন একটি বিপজ্জনক আদর্শ যা সমাজতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে ও পুঁজিবাদের পুনর্জন্ম ঘটায়। কাজেই পার্টি সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামকে আমাদের অবহেলা করলে চলবে না। যদি কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, বরঞ্চ নিজের মধ্যে সংশোধনবাদী আদর্শগত মনোভাব বিন্দুমাত্র সহ্য করে তবে সেই পার্টি সংগ্রামী পার্টি, জংগী বিপ্লবী পার্টি হতে পারে না, এবং শেষ পর্যন্ত সে পুরুষত্বহীন পেটি-বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হয়।

পার্টি সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত কাজ আমাদের তীব্রতর করে তুলতে হবেই। পার্টি সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষ যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক আদর্শে সুপুষ্ট হয় কেবল তখনই তারা সংশোধনবাদের মূল আদর্শ ও ক্ষতিকারিতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গ্রহণ করতে পারে। কাজেই পার্টির ভিতর সংশোধনবাদী আদর্শের দুষ্ট জীবাণুর অনুপ্রবেশ রোধ করবার জন্য সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে।

সংশোধনবাদের জন্ম হয় বুর্জোয়া আদর্শের জমিতে এবং তার ভিতর দিয়েই সে বিস্তার লাভ করে। আবার বুর্জোয়া আদর্শের প্রধান কারণও হচ্ছে এই সংশোধনবাদ। সুতরাং সংশোধনবাদকে পরাভূত করতে হলে আমাদের বুর্জোয়া আদর্শের নক্কারজনক ফলশ্রুতিকে পুরোপুরিভাবে নির্মূল করতে হবে। আমাদের পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বুর্জোয়া ও কনফুশীয় সামন্ততন্ত্রী আদর্শসহ বস্তাপচা আদর্শবাদের সমস্ত ক্ষতিকর ফলশ্রুতির বিরুদ্ধে সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে এবং আদর্শগত শিক্ষা তীব্রভাবে চালাতে হবে যাতে পুরনো আদর্শের পুনরুজ্জীবনের কোন সুযোগ না থাকে। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী যৌথ শ্রমে অংশগ্রহণ অগ্রাহ্য করার অসুস্থ অভ্যাসের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে।

আমাদের দেশ এখনও বিভক্ত হয়ে আছে এবং আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যেই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি। কিন্তু তাই বলে আমাদের আত্মসন্তুষ্ট বা শিথিল হলে চলবে না। পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষকে আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক আদর্শে আমাদের সুপুষ্ট করে তুলতে হবে এবং আমদের বিপ্লবে শেষ জয় লাভের জন্য বৈপ্লবিক জংগী চেতনায় তাদের পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। বৈপ্লবিক আদর্শের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য নয় এমন সমস্ত অসুস্থ আদর্শের বিরুদ্ধে ও বিপ্লবীদের সমস্ত অসুস্থ অভ্যাসের বিরুদ্ধে পার্টি সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শক্তিশালী আদর্শগত সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে এবং বৈপ্লবিক কাজকর্ম বিশ্বস্ততার সঙ্গে চালাতে হবে যাতে সমস্ত ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে কাজের বৈপ্লবিক ধারা ও জীবনের বৈপ্লবিক ধারা গড়ে ওঠে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সমস্ত পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষ সবসময় এক বৈপ্লবিক পন্থায় জীবনধারণ করে এবং আমাদের সমস্ত বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজ দৃঢ়ভিত্তির ওপর বিকাশ লাভ করে।

বর্তমানে পার্টির আদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে যে কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পার্টি সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক নেতৃত্ব আরও উন্নত করতে হবে। সমস্ত স্তরের পার্টি সংগঠনগুলোকে পার্টি-সদস্যদের মান ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে তাদের আদর্শগত কাজ দক্ষতার সঙ্গে চালাতে হবে। প্রচারকাজের সঙ্গে উদ্দীপনা সৃষ্টির কাজে সঠিক সংযুক্ত সাধন করতে হবে এবং প্রচারণার ও উত্তেজনা সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে যথাযোগ্য সংগতি রক্ষা করতে হবে এবং এইভাবে আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে আদর্শগত কাজ সংগঠিত করতে হবে ও তার তৎপরতার সুনিশ্চিতি দিতে হবে।

পার্টি সংগঠনগুলোকে পার্টির আদর্শগত কাজ এমনভাবে জোরদার করতে হবে যাতে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার সংগতি থাকে, এই কাজ কিভাবে প্রযুক্ত হল তা পরীক্ষা করতে ও আয়ত্তে আনতে হবে এবং তার ফলাফল পর্যালোচনা করতে হবে ও তার পুনর্বিন্যাস করতে হবে, এইভাবে পার্টির আদর্শগত কাজের আন্তরিকতাহীনতা সুনিশ্চিতভাবে দূর করতে হবে।

পার্টির আদর্শগত কাজ জোরদার করার জন্য প্রয়োজন আদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা দলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের ভূমিকার উন্নতিসাধন এবং সমস্ত ক্যাডারকে পার্টি-সদস্য ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দায়িত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক ও আদর্শগত কাজ চালাতে নিরত করা, তাদের ব্যবহারিক কাজকর্মের সঙ্গে এইসব কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্তিসাধন করতে হবে। প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক সংস্থাগুলোর সমস্ত পার্টি কর্মী ও কর্মকর্তাদের বক্তৃতা, আলাপ আলোচনা ও কার্যাদি সহ বিভিন্ন পন্থায় জনসাধারণের মধ্যে পার্টির নীতি প্রচার করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক ও আদর্শগত কাজ পরিচালিত করতে হবে।

কমরেডগণ,

পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে ও আদর্শগতভাবে সংহত করা এবং তার চতুষ্পার্শ্বে জনগণকে সমাবিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজ পরিচালনায় পার্টির ভূমিকা আমাদের আরও বাড়িয়ে দিতে হবে।

বর্তমানে আমাদের পার্টির মূল কাজ হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশে সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ সোৎসাহে বাড়িয়ে দেওয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণকে দক্ষিণ কোরীয় বিপ্লব সমাধায় ও পিতৃভূমির ঐক্যসাধনে সমর্থন জানানো। পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে ও আদর্শগতভাবে জোরদার করার যে চেষ্টা আমাদের রয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে পার্টির সংগ্রামী শক্তি বাড়িয়ে তোলা এবং আমাদের সম্মুখে প্রসারিত এই বৈপ্লবিক কাজ সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া।

আমাদের পার্টি কোরীয় বিপ্লবের সেনানীমণ্ডলী ও আমাদের জনগণের রাজনৈতিক নেতা। আমাদের পার্টি আমাদের দেশের বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজের এবং আমাদের জনগণের লক্ষ্যসাধনের সমগ্র দায়িত্ব বহন করে। আমাদের পার্টির নেতৃত্ব না থাকলে আমাদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজ এক ইঞ্চিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা আমাদের জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করা অসম্ভব।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, একমাত্র পার্টির একক নেতৃত্বের বলেই শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠনের সংগ্রামে সমগ্র জনতাকে সংগঠিত ও সংহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সুনিশ্চিতি দান রাষ্ট্র, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ও শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর পক্ষে সম্ভব। আজকের দিনে আমাদের দেশের আভ্যন্তরিক ও বহির্দেশীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজ আরও গভীর ও আরও বিস্তার লাভ করছে, এবং এই বাস্তব অবস্থায় সমাজতন্ত্রী আর্থনীতিক গঠনমূলক কাজ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ার সমস্ত ক্ষেত্রে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা আরও বাড়িয়ে দেওয়া জরুরী প্রয়োজন।

বিকাশমান বাস্তব অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আমাদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজে পার্টির নেতৃত্ব জোরদার করতে হবে।

প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রী আর্থনীতিক গঠনমূলক কাজে পার্টির নির্দেশনা জোরদার করতে হবে।

আর্থনীতিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পার্টি-কমিটিগুলোকে পরিচালনার ব্যাপারে নিখুঁত হতে হবে। আর্থনীতিক কাজকর্মে পার্টির পরিচালনার অর্থ হচ্ছে, পার্টির নীতি কার্যকর করার জন্য পন্থাদির ব্যাখ্যা ও পার্টি-কমিটিতে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং সংশ্লিষ্ট পার্টি-সংগঠনগুলোকে ও তাদের সদস্যদের কর্মতৎপরতায় উদ্দীপ্ত করে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর নির্ভুল প্রয়োগে রাজনৈতিক নিশ্চিতি দান। পার্টি-কমিটিগুলোর কাছে এটি একটি নিয়ম হওয়া প্রয়োজন যে, তারা যেসব নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে যৌথ আলোচনার মাধ্যমে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, পার্টির নীতি কার্যকর করার সংগ্রামে নিম্নতর স্তরের পার্টি-সংগঠন ও তাদের সদস্যবর্গ, শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন ও জনসাধারণকে সংহত করার সাংগঠনিক কাজ চালাতে হবে, এবং কমিটিগুলোর দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত পরীক্ষা ও সেগুলোর প্রয়োগ পর্যালোচনা করতে হবে; তা হলেই সেগুলো সঠিকভাবে প্রযুক্ত হতে পারবে। এটিই শুধু আর্থনীতিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে একক কোন ব্যক্তির আধিপত্য ও খামখেয়ালী দূর করতে, মন্ত্রিদপ্তর, প্রশাসনিক ব্যুরো, আর্থনীতিক সংস্থা ও শিল্পসংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করতে এবং তাদের কাজের ফলে উদ্ঘাটিত বিচ্যুতি ও ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম।

পার্টি-কমিটিগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন রাষ্ট্র ও আর্থনীতিক সংস্থাগুলো সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি পরিচালনার চমৎকার ধরণ তিয়ান কর্ম-পদ্ধতি ও আমাদের পার্টির সৃষ্ট কৃষিকর্ম পরিচালনার নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনানুযায়ী অর্থনীতির পরিচালনা ও নির্দেশনা পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতিবিধান করে আমাদের অর্থনীতিকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও সুষ্ঠু পন্থায় পরিচালিত ও চালিত করে। এবং সেই সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির ঐক্যবদ্ধ ও বিস্তৃত পরিকল্পনার নীতি বিশদভাবে প্রয়োগ করতে হবে ও শিল্পসংস্থাগুলোর পরিচালনা নিয়মিত করতে হবে।

সর্বস্তরের পীপলস কমিটিগুলোই হচ্ছে পার্টিকে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত করার সর্বাধিক ব্যাপক বন্ধনী, আমাদের পার্টির কর্মপন্থা ও নীতির প্রয়োজক এবং জনগণের জীবনযাত্রার দায়িত্ব প্রাপ্ত গৃহকর্তা।

পার্টি সংগঠনগুলোকে, যে সব কর্মী শ্রেণীচেতনায় সুদৃঢ়, পার্টি ও জনগণের প্রতি অনুগত তাদের নিয়ে সর্বস্তরের পীপলস কমিটি গঠনের, এবং বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। পার্টি-সংগঠনগুলোকে তাদের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত সংস্থা, শিল্পসংস্থা ও অধিবাসীদের ওপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে প্রয়োগের জন্য পীপলস কমিটিগুলোকে রাজনীতিগতভাবে সাহায্য করতে হবে, এবং গৃহকর্তার, যে গৃহকর্তার ওপর জনগণের জীবিকা ও রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পত্তি রক্ষা করা ও তদারক করার এবং সমস্ত আর্থনীতিক জীবন পরিচালিত করার দায়িত্ব সরাসরি রয়েছে তার ভূমিকা পুরোপুরি পালনের জন্য তাদের চালিত করতে হবে।

যে সব সংগঠনের ওপর সর্বহারার একনায়কত্বের কাজ অনেকখানি ন্যস্ত আছে, যেমন পীপলস আর্মি, জননিরাপত্তা সংস্থা এবং বিচারবিভাগীয় ও দেওয়ানী সংস্থাগুলোর ওপর পার্টির নেতৃত্ব আরও জোরদার করতে হবে।

সৈন্যবাহিনীর ওপর পার্টির নেতৃত্ব জোরদার করা বিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনী গড়ার পক্ষে একটি মৌলিক কর্তব্য। একমাত্র পার্টির নেতৃত্বেই পীপলস আর্মি শক্তি অর্জন করতে পারে এবং অপরাজেয় বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হতে পারে ও উচ্চ আদর্শ পূরণ করতে পারে।

আলোচ্য সময়কালে আমরা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা দুর্বল করার, রাজনৈতিক কাজ বন্ধ করে দেবার, এমনকি যথাযথ সামরিক ট্রেনিং পর্যন্ত ব্যাহত করার ও সমর-পাতিসুলভ আমলাতন্ত্র উপ্ত করার প্রবণতা যথাসময়ে বিলুপ্ত করে দিই এবং সৈন্যবাহিনীর ওপর পার্টির নেতৃত্ব ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্ম জোরদার করে দিই, ফলে পীপলস আর্মির সমর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

ভবিষ্যতেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সৈন্যবাহিনীতে পার্টি-কমিটিগুলোর কাজ সুনিশ্চিতভাবে সুদৃঢ় হয় এবং পার্টি-কমিটিগুলোর নেতৃত্বে পীপলস আর্মির সমস্ত কাজকর্ম সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। সৈন্যবাহিনীর সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা সংশ্লিষ্ট পার্টি-কমিটিতে হতে হবে ও যৌথভাবে সেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এমন কর্মপদ্ধতি স্থাপিত করতে হবে যাতে পার্টি-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে মিলিটারি কর্মিগণ সামরিক কার্যাবলীতে নিযুক্ত হয়, রাজনৈতিক কর্মিগণ রাজনৈতিক কর্মে এবং সৈন্য চলাচলের কর্মে নিযুক্ত কর্মিগণ সৈন্য চলাচলের কাজেই নিযুক্ত হয়। সৈন্যবাহিনীর পার্টি-কমিটিগুলোকে মিলিটারি কম্যাণ্ডারদের ওপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে কঠোর করে তুলতে হবে, তা হলেই তারা তাদের কাজকর্মে পার্টি-কমিটিগুলোর ওপর সবসময় নির্ভরশীল হতে পারবে ও পার্টির সাংগঠনিক জীবন বিশ্বস্ততার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পার্টি-কমিটিগুলোকে জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্থা, রাজনৈতিক কর্মীদের এবং বিশেষ করে পলিটিক্যাল কমিশারদের পীপলস আর্মিতে যারা পার্টির রাজনৈতিক ক্রমকাণ্ড সরাসরি সংগঠিত ও সম্পাদিত করে—ভূমিকা উন্নত করতে হবে। রাজনৈতিক সংস্থা ও রাজনৈতিক কর্মীদের সেনাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আদর্শগত শিক্ষার কাজ সোৎসাহে পরিচালিত করতে হবে এবং পার্টির কর্মপন্থা অনুসারে ও রাজনৈতিক পন্থায় সামরিক ও রাজনৈতিক ট্রেনিং'এর পরিপূর্ণ নিশ্চয়তাদানের এবং ইউনিটগুলোর সমর-প্রস্তুতি সুসংস্কৃত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সৈন্যবাহিনীতে পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে রেড ওয়ার্কার-পেজেন্ট মিলিশিয়াকে পার্টির পরিচালনা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে। সর্বস্তরের পার্টি-কমিটিগুলোকে মিলিশিয়াম্যানদের মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক ট্রেনিং জোরদার করার জন্য, তার সাধারণ সৈন্যদের সংহত করার জন্য রেড ওয়ার্কার-পেজেন্ট মিলিশিয়াকে পরিচালিত করতে হবে এবং তার সমর-প্রস্তুতি আরও পরিপূর্ণ করতে হবে।

জননিরাপত্তা এবং বিচারবিভাগীয় ও দেওয়ানী কাজের ওপর পার্টির নেতৃত্ব আরও জোরদার করতে হবে। পার্টি-কমিটিগুলোকে জননিরাপত্তা ও দেওয়ানী কাজকর্ম সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা চালাতে হবে, সঠিক পথে তাকে চালিত করতে হবে এবং জননিরাপত্তা সংস্থা ও বিচারবিভাগীয় ও দেওয়ানী সংস্থাগুলোর সমস্ত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। জননিরাপত্তা সংস্থা এবং বিচারবিভাগীয় ও দেওয়ানী সংস্থাগুলো পার্টির রাজনৈতিক প্রতিরক্ষক; পার্টির নীতি তাদের রক্ষা করতে হবে, সমস্ত ক্ষেত্রে ও সমস্ত ইউনিটে, সেই নীতি অনুসারে কাজ তদারক করতে হবে এবং বিশেষ করে, যেসব গুপ্তচর ও গুপ্তনাশক আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করবে তাদের খুঁজে বার করতে হবে ও সম্পূর্ণভাবে দমন করতে হবে। তা ছাড়া, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম-শৃংখলা স্থাপনের এবং বৈপ্লবিক শৃংখলা জোরদার করার জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে।

এইভাবে আমরা পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে ও আদর্শগতভাবে জোরদার করার জন্য এবং বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজে তার নেতৃত্বের ভূমিকা বৃদ্ধি করার জন্য সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করতে হবে; এইভাবে দিনের পর দিন পার্টির সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধি পাবে ও আমাদের পার্টির নেতৃত্বে আরও সক্রিয়ভাবে আমাদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজ এগিয়ে যাবে।

কমরেডগণ,

আলোচ্য সময়কালে আমাদের পার্টি বিপ্লব ও গঠনমূলক কাজে বিরাট বিরাট জয় ও সাফল্য অর্জনের জন্য জনগণকে পরিচালিত করেছে।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে, এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করছে। বস্তুগত দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, এর ওপর এখন আমরা অতি দ্রুত জাতির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবো, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারবো, দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণকে তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে বিপুল সমর্থন জানাতে পারবো ও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পিতৃভূমির ঐক্য সাধনের মহান বৈপ্লবিক ঘটনার সম্মুখীন হতে পারবো। এদিকে আমাদের সামরিক শক্তিও অতুলনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সমাজ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং আমাদের দেশ অভূতপূর্ব সম্পদের যুগে প্রবেশ করেছে।

সমগ্র পার্টি ও সমগ্র জনসাধারণ একটিমাত্র আদর্শ ও কামনা নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চতুষ্পার্শ্বে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ, সমগ্র সমাজ আনন্দমুখর ও সজীব আবহাওয়ায় মণ্ডিত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই বিপ্লবী আগ্রহ ও বিপ্লবী আশাবাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের পার্টি ও জনগণের অগ্রগতির পথে বহু অসুবিধা ছিল এবং বহু দুর্যোগের ভিতর দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে। তবে, আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীন আমাদের জনগণ তাদের কাজের ন্যায্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে অদম্য সংগ্রাম চালিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেছে এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমিকে আরও মহনীয়ভাবে গড়ে তুলেছে।

আমাদের সংগ্রাম অনেক শক্তিশালী ও গর্বের বস্তু এবং বিস্তৃততর সম্ভাবনা আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সুবিশাল কর্মসূচী যখন বাস্তবে পরিণত করা হবে তখন প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও বেশী জোরদার হবে এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের জন্য আমাদের জনগণের সংগ্রাম যুগান্তকারী অগ্রগতি লাভ করবে। এই কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত হলে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে আরও বেশী উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হবে এবং কোরীয় বিপ্লবের জাতিভিত্তিক বিজয় ত্বরান্বিত করার এক সুনিশ্চিত পর্যায়ে উন্নীত হবে। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্তব্য সাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের তীব্রতার সঙ্গে ও সংহতরূপে সক্রিয় সংগ্রাম চালাতে হবে, সমস্ত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে আরও দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।

কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি ও কোরীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম একটি ন্যায়সংগত সংগ্রাম, এবং আমরা যে জয়লাভ করবো এ বিষয়ে সুনিশ্চিত। আমাদের জনগণ, যারা পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবের ন্যায্যতা নিয়ে লড়াই করছে তারা সবসময়ই বিজয় ও গৌরবে মণ্ডিত হবেই। আমাদের পার্টি ও জনগণের অগ্রগতি রোধ করতে পারে এমন শক্তি নেই।

আসুন আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চতুষ্পার্শ্বে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হই এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা আমাদের পার্টির জুচে আদর্শের মহান বিপ্লবী পতাকা উচ্চে তুলে ধরে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হই।

বিজ্ঞাপন

কলকাতায় চিত্র মেলা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি

শুক্রবার সন্ধ্যায় মারকেট স্কোয়ারে ১৫ দিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক কলকাতা চিত্র মেলার উদ্বোধন হয়। কলকাতার বিভিন্ন আরট গ্যালারিতে যে সব শিল্পীর ছবি প্রদর্শিত হয়, প্রধানত তাঁরাই মেলাতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

প্রতিবারের মত এবারও এই মেলাতে তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীও মেলা প্রাঙ্গণে ছবি টাঙিয়েছেন। এই মেলার বিশেষত্ব হল, যে কোন শিল্পী তাঁর পছন্দমত ছবির প্রদর্শনী করতে পারবেন। মেলাতে কয়েকটি মডেলও স্থান পেয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা কয়কটি ছবি দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি অল্প-দামে বিক্রির বন্দোবস্তও মেলাতে করা হয়েছে। আগামী ২৭ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত প্রত্যহ বিকল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এই মেলা চালু থাকবে।

সোনা-রূপার দর

১২ ফেবরুয়ারি—অজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্টান ১০ গ্রাম)	২০১
সোনার গহনা (২২ কাঃ ১০ গ্রাম)	১৯০-
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭৩
ঐ খুচরা (..)	৫৭৭

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ১২ ফেবরুয়ারি—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০ টকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে।

—ইউ এন আই

(১০২৮)

NOTICE

২নং সূর্য সেন স্ট্রীটের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী PUNJAB WEAVING AGENCY বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের বহু প্যাণ্ট অর্ধমূল্যে, যাবতীয় গরম কাপড় টাকায় ছয় আনা বাদে এবং যাবতীয় সূতী কাপড় ও পোষাক টাকায় চার আনা বাদে বিক্রয় হইতেছে।

১৫০০ পিস টেরিলিন ও টেরিকটন শার্ট, বুশশার্ট প্রতি টাকায় চার আনা বাদে SALEএ দেওয়া হইল।

২৫০০ বেনারসী ও কেরালা শাড়ী নূতন আসিল

হরলালকা এণ্ড কোং

(১) ২নং সূর্য সেন স্ট্রীট,
(২) ৫২।১।১, কলেজ স্ট্রীট,
(৩) ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (Y.M.C.A. বিল্ডিং)

স্বাস্থ্যবান হউন এবং সুখী জীবন উপভোগ করুন

নবযৌবন, তেজস্বিতা স্নায়ুপীড়া অকাল বার্ধক্য শক্তিহীনতা স্নায়বিক দুর্বলতা এবং এরূপ অন্যান্য রোগের জন্য অভিজ্ঞ, জীবনীশক্তি বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ জেড. এম সাহেব, জি সি এস এফ এইচ এম এণ্ড আর বি আই এস এম বি-এর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন। বিশেষত্ব—আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। বিশেষ ঔষধ এবং ইনজেকশন ছাড়া, আধুনিকতম যন্ত্রপাতি দ্বারাও দুর্বলতা ও স্নায়বিক বৈকল্যের চিকিৎসা করা হয়। ওরিয়েণ্টাল ডিসপেনসারী রেজিঃ। ১০৩ হ্যারিসন রোড। (গ্রেস সিনেমার প্রায় অর্ধ ফার্লং পশ্চিমে)। ৩৪ ১১৫৮ সময় ৯—১২টা বৈকাল ৫-৮টা। রবিবার বৈকালে বন্ধ। প্রথমে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করা একান্ত দরকার।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

আইন-আদালত

পাসপোরট নিয়ে প্রতারণায় চারজনের জেল

ভারত-পাকিস্তান পাসপোরট সংগ্রহ করে দেওয়ার নাম করে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় এবং পাসপোরট না দিয়ে অথবা ভুয়া পাসপোরট দিয়ে প্রতারণার চক্রান্তের অপরাধে কলকাতা হাইকোরট আসামী রমেশচন্দ্র সাহা, গুরুপ্রসাদ গুপ্ত ও হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২০খ ও ৪২০ ধারা অনুসারে দু' বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। কলকাতা হাইকোরট দায়রায় জুরির সর্বসম্মত রায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বিচারপতি শ্রী এ এন চক্রবর্তী এই দণ্ডাদেশ দেন।

আসামী মৃণালকান্তি ঘোষকে চক্রান্তের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তবে ভরতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৬ ও ৪৭২ ধারা অনুসারে ২ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আসামী রমেশ, গুরুপ্রসাদ ও হরেন্দ্রনাথেরও বিভিন্ন দফায় অভিযোগে অতিরিক্ত ২ বছর করে জেল হয়েছে। তবে সব দণ্ডভোগ একযোগে চলবে।

জুরির সর্বসম্মতিক্রমে আসামী মাখনলাল সাহুকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করায় বিচারপতি শ্রীচক্রবর্তী তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

অভিযোগ, আসামীরা মে, ১৯৬৪ থেকে জুলাই, ১৯৬৫ পর্যন্ত কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে ভারত-পাকিস্তান পাসপোরট সংক্রান্ত প্রতারণা ও জালিয়াতির চক্রান্তে লিপ্ত ছিল।

অনন্ত সিংহের মামলার চারজন আসামী পলাতক

কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে অভিযুক্ত আসামী অনন্ত সিংহ ও আরও ২০ জনের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে আলিপুরে চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে বিচারক শ্রী এম এন দাসের আদালতে আবার তার শুনানী ওঠে। স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীপ্রকাশ ঘোষ জানান যে, এই মামলার চারজন আসামী প্রেসিডেন্সি জেল থেকে পলাতক এবং চারজন অসুস্থ। তিনি বলেন, মামলাটি এক এবং অভিন্ন, সুতরাং কোন আসামীকেই বাদ দেওয়া যায় না। তবে ১৪ জনের জন্য পৃথক মামলার আবেদন জানান হবে।

২৭ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত শুনানী মুলতুবি আছে।

গ্রেস ৪৮

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হার দেওয়া হয়। ঠিক হয় সেনেট, সিনডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউনসিল, আনডার গ্র্যাজুয়েট কাউনসিল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক সংস্থা থেকে একজন এবং ওই বিষয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হবে। কমিটি এক মাসের মধ্যে তাঁদের রিপোরট পেশ করবেন।

প্রসংগত উল্লেখ্য, গত বুধবার একদল ছাত্রছাত্রী যে দাবিতে অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ বসু ও কনট্রোলার ডঃ দাঁকে ঘেরাও করেছিলেন, আনডার গ্র্যাজুয়েট কাউনসিলের শুক্রবারের সিদ্ধান্ত তারই অনুকূলে গেল।

প্রকাশ, গত পারট টু পরীক্ষার সময় ১৩ জন কেমিসট্রি অনারসের ছাত্রের ৮০ নমবরের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা বার বার নেওয়ার চেষ্টা করেও নেওয়া সম্ভব হয় নি। ফলে প্র্যাকটিক্যালে পারট ওয়ান ও পারট টু মিলিয়ে যে ২২০ নমবরের (পূর্ণ নমবর ৩০০) পরীক্ষা তাঁরা দিতে পেরেছেন তার মধ্যে প্রাপ্ত নমবরের ভিত্তিতে বাকি ৮০ নমবরের জন্য তাঁদের একটা আনুপাতিক নমবর দিয়ে পারট টু কেমিসট্রি অনারসের ফল ঘোষণা করা হয়। এতে যাঁরা পুরো পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁদের চেয়ে এই ১৩ জন বেশি সুবিধা পেয়ে গেছেন বলে অভিযোগ উঠলে সকল পরীক্ষার্থীকে ওই ১৩ জনের ক্ষেত্রে অনুসৃত ফরমুলা অনুযায়ী নমবর দিয়ে এক সংশোধিত ফলাফল বের করা হয়। তাতেও একদল পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে, দ্বিতীয় ফলাফলে তাঁদের স্থান নেমে গিয়েছে। সুতরাং ওই ফরমুলা সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে সকলকে গড়ে একটা নমবর দেওয়া হোক। এর পর আনডার গ্র্যাজুয়েট কাউনসিল কর্তৃক নিযুক্ত এক রিভিউ কমিটি সকল পরীক্ষার্থীকে প্র্যাকটিক্যালে অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৪৮ নমবর দেওয়ার সুপারিশ করেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও এক শ্রেণীর ছাত্র বুধবার অস্থায়ী উপাচার্য ও কনট্রোলারকে ঘেরাও করেন। তারই জের হিসাবে শুক্রবারের সিদ্ধান্ত। এদিন ইউ জি কাউনসিল, রিভিউ কমিটি ও বোরড অব একজামিনারসের সভা হয়।

জনৈক আনডার গ্র্যাজুয়েট কাউনসিলের সদস্য অভিযোগ করেন যে, প্রথম প্রকাশিত ফল সম্পর্কে কাউনসিলের অনুমোদন নেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ফলের বেলায় সে রকম কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।

বি এড কমপারটমেনটাল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনট্রোলার ডঃ অনাদিনাথ দাঁ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, ১৯৭০ সালের বি এড কমপারটমেনটাল পরীক্ষা ২২ মারচ থেকে শুরু হবে। ফরম ও ফি জমার শেষ তারিখ ২৫ ফেবরুয়ারি।

বেতার বার্তা

শনিবার—১৩ ফেবরুয়ারি

১ম অধিঃ— ৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ জয়ন্তী সেন—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—সেতার : জয়াবসু; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ মণিকা মৈত্র—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ কৃষ্ণা মৈত্র—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ অমল পাল—লোকগীতি; ৮-১৫ চন্দনা রায়—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—সেতার; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ দেবী মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-০০ কানাইদাস বৈরাগী—খেয়াল; ১০-৩০ অপর্ণা রায়—সুরবাহার ১১-০০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ প্রভুদেও সরদার—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—লক্ষ্মীবাঈ রাঠোরে, বিনোদ চট্টোঃ ও জয়ন্তী হীরাবেত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ জয়ন্তী সেন—গীটার; ২-০০ গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ একসপোরট ফ্রনট : ইং বুলেটিন, দ্বিজেন গুপ্ত—লোকগীতি (শরটওয়েভে); ২-৩৫ হিন্দী কার্যক্রম; ২-৪৫ নমিতা ঘোষাল—নজরুলগীতি; ৩-০০ নতুন জনপদ : বাংলা নাটক, রচনা—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, প্রযোজনা—শ্রীধর ভট্টঃ; ৩-৫৫ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫-০০ সময় সংকেত, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—সেতার; ৫-৩০ মহিলামহল; ৬-০০ জয়ন্তী সেন—গীটার; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ দ্বিজেন গুপ্ত—লোকগীতি; ৬-৪০ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পাঠ : সুধীর সরকার; ৬-৫০ হীরালাল সরখেল—শ্যামাসংগীত; ৭-০০ কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ বিচিত্রা (বাংলা রূপক), আমার ছেলেবেলা (বাংলা কথিকা)—তুষারকান্তি ঘোষ; ৮-১৫ মৃণাল বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ চন্দনা রায়—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৪৫ আজকের বাংলা কোন্ পথে—(২) চারুকলার ক্ষেত্রে : বাংলা কথিকা, অমল পাল—লোকগীতি (শরটওয়েভে); ৯-০০ কৃষ্ণা মৈত্র—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা; ৯-২০ বাংলা সংবাদ; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম, সং; ১১-০৫ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১-০০ সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ লানচ টাইম ভ্যারাইটি—পপ্ সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। **৩য় অঃ**—৬-০০ ইং সংবাদ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ অপর্ণা রায়—সুরবাহার; ৬-৩০ কানাইদাস বৈরাগী—ঠুংরি; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ নমিতা ঘোষাল—শ্যামাসংগীত; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং), সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ দেবী মুখোঃ—আধুনিক; ৮-০০ হীরালাল সরখেল—ভক্তিমূলক গান; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং); (দিল্লি থেকে); ৮-২৫ কানাইদাস—খেয়াল; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে) ৯-৩০ ইং কথিকা; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ মণিকা মৈত্র—আধুনিক; ১০-৪৫ মৃণাল বন্দ্যোঃ—শ্যামাসংগীত; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি; অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

দিনপঞ্জিকা

আজ তৃতীয়া

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ৩০ মাঘ ১৩৭৭ (২৪ মাঘ ১৮৯২ শক), ১৩ ফেবরুয়ারি ১৯৭১, ১৬ জেলহজ্জ। তৃতীয়া রাত্রি ঘঃ ৮।৫৪ মিঃ পর্যন্ত। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৩।২১ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৪।২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৭।৫২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্র ও সংক্রান্তিদোষ। মুখ্যচান্দ্র মাঘ গৌণ ফাল্গুন (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার ৩০ মাঘ ১৩৭৭ (২৪ মাঘ ১৮৯২ শক), ১৩ ফেবরুয়ারি ১৯৭১, ১৬ জেলহজ্জ। তৃতীয়া রাত্রি ঘঃ ৬।৩৫।৪৭ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১।১৪।৮ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৫।৩৮ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৬।১৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি সংক্রান্ত্যাদিদোষ। মুখ্যচান্দ্র মাঘ গৌণ ফাল্গুন (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাঁটা	রাত্রি আরম্ভ
শনিবার	১২-১৫	১২-৩৩	৪-৪১	৪-৩৬

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[মঙ্গলবার ১লা ফাল্গুন ১৩৪০ ইং ১৩-২-৩৪] ...

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু "আনন্দভবনে" গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ, ১২ই ফেব্রুয়ারী

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অদ্য সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সিটি ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব পিয়ারীশঙ্কর অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় আনন্দভবনে উপনীত হন। সে সময় পণ্ডিত জওহরলাল বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত চা পান করিতেছিলেন। পুলিশ দেখিয়া পণ্ডিতজী মৃদুহাস্য সহকারে বলেন,—'আমি অনেকদিন যাবৎ আপনাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।' তাঁহাকে প্রস্তুত হইবার জন্য কয়েক মিনিট সময় দেওয়া হয়। পণ্ডিতজীর মাতা শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরু পীড়িতাবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি পুত্রকে বিদায় দান কালে নীরবে অশ্রুসিক্তনয়নে পুত্রকে জড়াইয়া ধরেন। শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুও খুব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।......

পণ্ডিত জওহরলাল ১০ দিন পরিভ্রমণের পর গতকল্য অপরাহ্ণে বিহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেন্দ্রীয় ও এলাহাবাদ কমিটির জন্য রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত ছিলেন।

এইবারকার গ্রেপ্তার লইয়া পণ্ডিত জওহরলাল মোট ৭ বার গ্রেপ্তার হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসর জেলে অতিবাহিত করিয়াছেন।

কাটিহার-খেজুরিয়াঘাট সেকসনে ট্রেন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাটিহার, ১২ ফেবরুয়ারি—গতকাল সকাল থেকে কাটিহার খেজুরিয়াঘাট সেক্সনে ট্রেন চলাচল একদম বন্ধ। কয়েক শ যাত্রী লাভা স্টেশনে লাইন অবরোধ করেন। কয়লার অভাবের জন্য ৮ জোড়া যাত্রী ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। গত ৬ ফেবরুয়ারি থেকে এ লাইনে মাত্র একজোড়া যাত্রী ট্রেন যাতায়াত করছে। লাভা থেকে কাটিহার আদালতে অনেকেই যান। তাঁরা কয়েক দিন আগে সকালে কাটিহারগামী এক খানি ট্রেন চান। রেলের একজন অফিসার প্রতিশ্রুতি দিলেও ট্রেন বাড়েনি। তাই গতকাল সকালে আরও ট্রেনের দাবিতে এই লাইন অবরোধ। কর্তৃপক্ষ অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেও কোন নিষ্পত্তি হয়নি। শেষ পর্যন্ত খেজুরিয়াঘাটগামী সকালের ট্রেন কাটিহারে ফিরে যায়। ট্রেন চলাচল এই সেকশনে এখন একদম বন্ধ।

সবচেয়ে কঠিন পথে এভারেসটে ওঠার উদ্যোগ

পাটনা অফিস

১২ ফেবরুয়ারি—আন্তর্জাতিক হিমালয় অভিযানের দুই সদস্য ডঃ এফ ডি ব্লুম (৩৭) এবং শ্রীজন ইভানস্ গত বুধবার সন্ধ্যায় বোমবাই থেকে পাহাড়ে চড়ার সাজসরঞ্জামে বোঝাই সাতটি লরি নিয়ে এখানে এসে পৌঁছান। দুজনেই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের লোক। অভিযানে থাকবেন মোট ৩০ জন। আমেরিকা, ইংল্যানডের বি বি সি ইন্টালি, ভারত, জাপান নিয়ে মোট ৬২টি দেশ এই অভিযানের উদ্যোক্তা।

এখন পর্যন্ত লড়াই দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এভারেসট শৃঙ্গে কেউ ওঠেনি। এই অভিযানে সেই কঠিন চেষ্টাই হবে। ২২০০ ফুট থেকে এদিকেই ২৯০০০ ফুট অবধি একেবারে খুবই খাড়াই।

এজন্য ডঃ ব্লুম বিশেষ ধরনের অকসিজেন মুখোশ তৈরি করেছেন। ভারতের পক্ষে থাকছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর এইচ ডি বহুগুণা। বি বি সি ছাড়াও লাইফ ও টাইমের সাংবাদিকরাও থাকবেন। ভারতের টেলকো এই অভিযানের অন্যতম উদ্যোক্তা। কার্যত টেলকো অভিযাত্রীদের ভারতে থাকার সময় সবকিছু দেখছে। ২জন নেপালী সদস্যও এই অভিযানে যোগ দেবেন। প্রায় ১ হাজার মালবাহক ও শেরপা এই অভিযানে থাকবে।

ডঃ ব্লুম ও শ্রী ইভানস্ গতকাল বিকালে কাঠমানডু রওনা হয়ে গিয়েছেন। আগামী ২০ মারচের মধ্যে ১৭ হাজার ফুট উঁচুতে বেশ ক্যামপ স্থাপন করা হবে।

কৃষ্ণনগর পৌর কর্মীদের অবস্থান ধর্মঘট

পলাশী, ১১ ফেবরুয়ারি— গত সোমবার থেকে কৃষ্ণনগর পৌরসভার কর্মীরা পৌরসংস্থার পরিচালনাধীন ৬টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতন কমানোর প্রতিবাদে পৌর অফিসের সামনে ৭২ ঘণ্টার জন্য অবস্থান ধর্মঘট করেন।

এই ঘি দিয়ে তৈরী খাবার খেলে মন খুশীতে ভরে যায়
লক্ষ্মী ঘি

আগ্রা হোটেল
স্থাপিত — ১৯৩৪
১৬, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী—৬ ফোন : ২৬৮০৫১ (৩ লাইন)
আরামদায়ক ঘরোয়া পরিবেশ, আধুনিক স্যানিটারি ব্যবস্থা,
টেলিফোন সহ—শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর।

সেদিন কথায় কথায় অজয়বাবু বললেন—
"আজকাল প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।"

"সত্যি ভাই, সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমই-না করতে হয় ওঁকে। তারপর ট্রাম-বাসের দারুন ভিড, তার ধকলতো আছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ কর্মক্ষম রাখার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর। ভাগ্যিস বোর্নভিটা ছিল, তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। এক কাপ বোর্নভিটায় সব ক্লান্তি দূর হয়, নিমেষে ওরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রাণের দীপ্তি ঝলমল করে ওদের চোখেমুখে। বোর্নভিটার চমৎকার স্বাদ আমাদের সকলের খুব ভালো লাগে, বাচ্চাদেরতো কথাই নেই! শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে-পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো—সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন — শক্তি, উদ্যম — এবং স্বাদের জন্যে

Bensons 142 R-Ben

নতুন, আরো ভালো
সুপ্রীম
স্বাদে গন্ধে অনুপম!

BB 6105